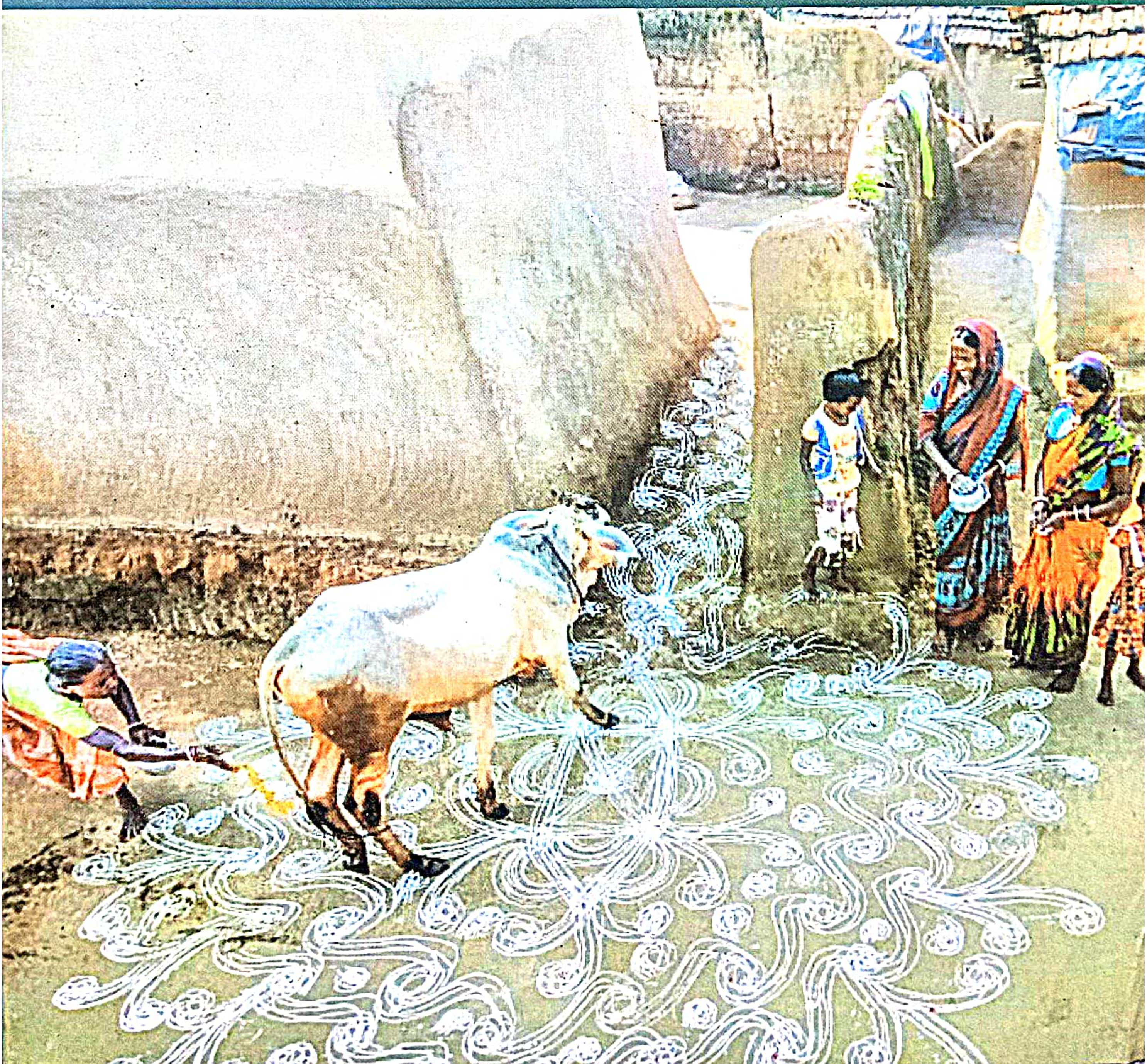
অহিরা কথা

সম্পাদনা ঠাকুরদাস মাহাতো



সাবেক মানভূম তথা ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বার মাসে তের পার্বনের অন্যতম হল বাঁদনা পরব। আর বাঁদনা পরবের গান হল সহরই গীত বা অহিরাগান। 'অহিরা কথা' গ্রন্থটিতে বাঁদনা পরবের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক অহিরাগান ও গো-মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক নানান আখ্যানমূলক অহিরাগান। লুপ্তপ্রায় মূল কুড়মালি ভাষায় রচিত গানগুলি সংকলিত হওয়ায় গ্রন্থটি একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার দাবি রাখে।

প্রচ্ছদ : সুদীপ পাত্র

অহিরা কথা

সম্পাদনা

ঠাকুরদাস মাহাতো

কবিতিকা

KabitikA

উৎসর্গ

গবাদি পশুপ্রেমিক পিতৃদেব
সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো-র
পুণ্য স্মৃতিতে

ভূমিকা

সাবেক মানভূম তথা সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রাণের উৎসব 'বাঁদনা পরব'। কথাটা 'বাঁদনা' না 'বাঁধনা'; এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তবে, বিতর্ক থাকলেও এই উৎসবটি যে আসলে গরু-মোষ সহ নানা কৃষি-যন্ত্রপাতির 'বন্দনা' উৎসব, তা এই পরবের আচার ও ক্রিয়া-কর্মের দিকে নজর রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় । জল-জঙ্গল-জমিন কেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় কৃষিজীবী মানুষের কাছে বিভিন্ন গবাদি পশু সহ হাল-জোয়াল ইত্যাদি কৃষি-যন্ত্রপাতি ছিল ফসল উৎপাদনের হাতিয়ার। ফলে, শস্য উৎপাদনে গবাদি পশুর সঙ্গে কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতিগুলির অপরিসীম অবদানের কথা স্মরণ করে সীমান্ত বাংলার প্রধানতঃ কৃষিজীবী কুড়মি সহ বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষজন ধন্যবাদ জানাতে 'বাঁদনা পরব' উদ্‌যাপন করে থাকে । তাই, 'বাঁদনা পরব' আসলে হল "Thank Giving Festival".

মূলতঃ গো-পূজা হল 'বাঁদনা পরব'-র মূল অনুষ্ঠান; যার শুরু কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে। তবে, সন্ধ্যেবেলার প্রদীপ জ্বালানোর আগে সকালবেলার সলতে পাকানোর মতো মূল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতিপর্ব। মহিলারা বর্ষায় ভেঙে পড়া মাটির ঘরবাড়ি, গোয়াল ঘরের দেওয়াল গোবর, খড়িমাটি, গেরুমাটি লেপে ঝাঁ-চক্-চক্ করে তোলে। অন্যদিকে, লাঙল চষে ক্লান্ত গরু-মোষগুলোকে এই সময় উপযুক্ত পরিচর্যা ও বিশ্রাম দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলে বাড়ির পুরুষেরা। তাই, মূল অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকেই কৃষিজীবী কুড়মি সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতিপর্ব। তিন, পাঁচ বা সাত; এই বিজোড় সংখ্যার দিন থেকেই গরু-মোষের গা ভাল করে ধুইয়ে শিং-এ তেল মাখানো হয়। এদিন থেকেই গরু-মোষের পূর্ণ বিশ্রাম; কৃষিকাজে তাদের ব্যবহার একেবারে বন্ধ। এদিনই বেছে নেওয়া হয় গোয়ালের 'শিরি গাই' (শ্রেষ্ঠ গাভী) ও 'শিরি বলদ' (শ্রেষ্ঠ গরু)। মিলন করা হয় 'গো-দম্পতি'র। এদিন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সর্বপ্রথমে 'শিরি গাই' ও 'শিরি বলদ'-র শিং-এ তেল মাখিয়ে পরে গোয়ালের অন্য সকল গরু-বাছুর-মোষের শিং-এ তেল মাখানো হয়। আর প্রতি

সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে ঘরে ঢোকানোর সময় তাদের পা ধোয়ানো হয় হলুদ গোলা জলে। 'বাঁদনা পরব'র শুভ সূচনা এই গরু-মোষের শিং-এ তেল মাখানোর দিন থেকেই।

তবে, 'বাঁদনা পরব'-র মূল ক্রিয়াকর্ম শুরু হয় অমাবস্যার রাত্রিতে। তার আগের দিন পালিত হয় 'ঘাওয়া'(ঘৃত > ঘাওয়া) দিবস; অর্থাৎ অমাবস্যার রাতে গোয়াল ঘরে মাটির প্রদীপে 'জাগর' (জাগ্রত > জাগর) জ্বালানোর জন্য ও পরেরদিন প্রতিপদ তিথিতে 'গরয়া পূজা'য় ঘিয়ের পিঠা ছাঁকার জন্য ঘি জোগাড় তৎসহ পিঠে তৈরির জন্য ঢেঁকিতে গুঁড়ি কুটে রাখা হয় এ দিনেই। অমাবস্যা তিথির সন্ধ্যাবেলায় গৃহকর্তা 'শিরি গাই'- 'শিরি বলদে'র শিং-এ তেল মাখিয়ে গোয়াল ঘরে শিকেয় টাঙানো অসংখ্য ফুটো করা 'জাগর হাঁড়ি'তে ঘি ভরতি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে দেয়। প্রজ্বলিত প্রদীপের আলো 'জাগর হাঁড়ি'র অসংখ্য ফুটো দিয়ে বেরিয়ে সারারাত গোয়ালঘর আলোকিত করে রাখে। চাষিদের বিশ্বাস, কৃষকেরা গো-ভগবতীদের কেমন সেবা-যত্ন করে তা সরজমিনে দেখবার জন্যই নাকি এই অমাবস্যার নিশুতি রাতেই ভগবান কপিলা চাষিদের গোয়ালঘরে ঘুরে বেড়ায়। কারণ, গবাদিপশুরা অভিযোগ জানিয়ে কপিলাকে বলেছিল;চাষিরা তাদের বেদম খাটিয়ে নেয় অথচ পর্যাপ্ত ঘাস-বিচুলি দেয় না, যত্ন-আত্তিও করে না। বেঁধে রাখে অপরিচ্ছন্ন, অন্ধকার গোয়ালঘরে। তাদের এই অভিযোগ যে মিথ্যা, তা প্রমানিত করে চাষিরা আগেভাগেই পাকা বন্দোবস্ত করে রাখে। তাদের খাবার জন্য দেওয়া হয় ঘাস-বিচুলি, অন্ধকার দূর করার জন্য 'জাগর হাঁড়ি'র আলো এবং সারারাত ধরে চলে ধমসা-মাদল বাজিয়ে 'অহিরা গান' পরিবেশন। 'ধাঁগড়' বা 'ঝাঁগড়' দল ধমসা-মাদল বাজিয়ে 'অহিরা গান' গাইতে গাইতে প্রতিটি গৃহস্থের বাড়ি জাগিয়ে রাখে। তখন এই 'ধাঁগড়' বা 'ঝাঁগড়' দল দু'ধরণের 'অহিরা গান' পরিবেশন করে থাকে; 'জাগানো গান' আর 'ডহরিয়া গান'। 'ধাঁগড়' বা 'ঝাঁগড়' দল চাষিদের ঘরে ঢুকে যে গানগুলো গায় সেই 'অহিরা গান'গুলো 'জাগানো গান' এবং তারা যখন 'কুল্হি' 'কুল্হি' (পাড়ার রাস্তা) আনন্দ-ফূর্তি সহকারে 'অহিরা গান' গেয়ে নাচতে নাচতে পরিভ্রমণ করে তখন সেই 'অহিরা গান' গুলোকে 'ডহরিয়া' গান বলে।

প্রতিপদ তিথিতে 'গরয়া পূজা' ও 'গঠ্ পূজা'। গরু-মোষের পাশাপাশি সমস্ত কৃষি-সহায়ক যন্ত্রপাতিকে পূজা ও বন্দনা পর্ব। গৃহকর্তা ও কর্তী দু'জনেই উপোস করে থেকে কর্তা 'গরয়া ফুল' (এক ধরণের শালুক ফুল) দিয়ে গোয়াল ঘরে পূজা করেন। গৃহকর্ত্রী স্নান সেরে নতুন শাড়ি পরে আতপচাল ঢেঁকিতে সদ্য কুটে নতুন 'খাপ্রি'তে (কুম্ভকার নির্মিত মাটির পাত্র) ঘিয়ের পিঠা তৈরি করে ঘি-সিন্দুর, কাজল-মেথি-আতপচাল-ধূপধুনা-মধু-দুর্বা সহ পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয়। গৃহকর্তা গরু-মোষের মাথায় ও কৃষি-যন্ত্রপাতিতে 'মৌড়' (মুকুট > মৌড় ; সশীর্ষ ধানের গাঁথা মালা) পরিয়ে বরণ করে

কৃতজ্ঞতা জানায়। সামর্থ অনুযায়ী 'গরয়া-গুঁসাইরায়' ঠাকুরের জন্য কেউ কেউ বলি দেয় গরু-গোয়ালে লালমোরগ, 'কুদ্‌রা' ঠাকুরের জন্য কালমোরগ ও মোষ-গোয়ালে বলি দেয় পাঁঠি ছাগল। আর বিকেলবেলায় 'পাইন্যা লতা'র রসের সঙ্গে চালগুঁড়ির মিশ্রণ দিয়ে কুল্‌হির প্রবেশদ্বার থেকে গৃহাভিমুখী 'চোক্‌পুরা' (আলপনা) দিয়ে গোবর ঢেলায় সিন্দুর মাখিয়ে একটা চিট্‌চিটি ঘাসের কাঁটাযুক্ত ফুল গুঁজে ছোটো বাছুর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করানো হয়। অর্থাৎ আবাহন করা হয় অনাগত ভবিষ্যতের। সংসারের শত বাধা-বিপত্তি রূপ কাঁটা বিছানো পথ এমনি করেই মাড়িয়ে বা ডিঙ্গিয়ে চলে সংসার-জীবনের মাধুর্য উপভোগ করতে পারি; এ যেন তারই মহড়া অনুষ্ঠান। ফলে, কৃষি-উৎপাদনের হাতিয়ার এই গরু-মোষ ও কৃষি-যন্ত্রপাতি; হাল, জোয়াল, মই সহ বিভিন্ন কৃষি সাজ-সরঞ্জামের বন্দনা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই হল এই উৎসবের প্রাণ। তৃতীয়দিন অর্থৎ দ্বিতীয়া তিথিতে 'বুড়্‌হি বাঁদনা'। এই দিনের পরবের মূল আকর্ষণ 'কাড়া খুঁটা' বা 'গরু খুঁটা' অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে উদ্দিষ্ট গরু বা কাড়াকে (পুরুষ মোষ) রং-বেরং ছোপ-ছাপ দিয়ে সাজিয়ে, কুল্‌হির মাঝখানে খুঁটি পুঁতে বেঁধে 'অহিরা গান' গেয়ে ধমসা-মাদল বাজিয়ে তাদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চামড়ার ঢাল ধরে রাখে ঐ 'ধাঁগড়িয়া'র বা 'ঝাঁগড়িয়া'র দল। গোল হয়ে চারদিকে ঘিরে থাকা সমবেত দর্শকদের উল্লাস, 'অহিরা গান' ও ধমসা-মাদলের বাজনায় খুঁটিতে রজ্জুবদ্ধ গরু বা কাড়াটি উত্তেজিত হয়ে শিং উঁচিয়ে গুঁতো মারে চামড়ার ঢালটিকে। খুঁটির চারদিক ঘুরে ঘুরে যে গরু বা কাড়া যত বেশিবার চামড়ার ঢালটিতে গুঁতো মারতে পারবে, দর্শক জনতার বিচারে সেই গরু বা কাড়া হয় বীর। ফলে, 'গরু খুঁটা' বা 'কাড়া খুঁটা' অনুষ্ঠান কৃষি-সহায়ক গৃহপালিত গবাদিপশুদের নিছক আনন্দদানের জন্যই; যা 'গো-বন্দনা'রই অঙ্গ। এই ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়েই পরিসমাপ্তি হয় এতদ্‌ঞ্চলের কুড়মি সহ অন্যান্য 'হড়-মিতান' কৃষিজীবী মানুষের প্রাণের উৎসব 'বাঁদনা পরবে'র।

তাই, 'বাঁদনা পরবে'র আর এক আকর্ষণ হল 'অহিরা গীত বা গান'গুলি। এই 'বাঁদনা পরব' উপলক্ষ্যে তিন ধরণের 'অহিরা গীত বা গান'গুলি;'গরু বা মোষ জাগানো গীত বা গান', 'ডহ্‌ইর‍্যা গীত বা গান' ও 'গরু খুঁটা' বা 'কাড়া খুঁটা'র গীত বা গান;হল লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মূলতঃ এই তিন ধরণের 'অহিরা গীত বা গানে' র উপর ভিত্তি করেই অধ্যাপক ঠাকুরদাস মাহাতো 'অহিরা কথা' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। 'বাঁদনা পরবে'র অঙ্গ এই 'অহিরা গীত বা গানে'র উৎস সহ আগাপাশতলা বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি 'অহিরা' বিষয়ে লোকসংস্কৃতি অনুরাগী পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে 'বাঁদনা পরব'-এ প্রচলিত 'অহিরা গীত বা গানের'র বিভিন্ন দিক তুলে ধরে গ্রন্থটিকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছেন। 'আগমনী গীত', 'তেলসিন্দুর দেওয়ার গান', 'গাই

জাগানোর গান/ধিগুঁআনি গীত', 'গাই চুমানোর গান', 'আশীষ দেওয়ার গান', 'কাড়া খুঁটার অহিরা গান', 'জীবনমুখী অহিরা গান', 'ডহরউআ/ডহর্‌য়া গীত';ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত 'অহিরা গীত বা গানে'র সংগ্রহ সহ বিচার-বিশ্লেষণ করে 'অহিরা গীত বা গানে'র বৈচিত্রের সলুক-সন্ধান পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'অহিরা গীত বা গানে'রও যে এত বৈচিত্র আছে, সর্বোপরি 'বাঁদনা পরব'-র যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে যে 'গীত' বা 'গান';তারই স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে অধ্যাপক মাহাতো রচিত 'অহিরা কথা' গ্রন্থটিতে। প্রসঙ্গক্রমে বলা ভাল যে প্রচলিত 'অহিরা গীত বা গান'গুলির ভাষা হলো 'কুড়মালি'। অধ্যাপক মাহাতো গ্রন্থের প্রথমভাগে 'বাঁদনা পরব' ও 'অহিরা গানে'র সার্বিক আলোচনার পাশাপাশি 'অহিরা গানের ভাষা' ও 'কুড়মালি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য' সবিস্তারে আলোচনা করে লোকসাহিত্যের পাশাপাশি ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও যে 'অহিরা গীত বা গান'গুলি অমূল্য সম্পদ তা দেখাবার প্রয়াস করেছেন। অতএব 'অহিরা কথা' গ্রন্থটি যে অধ্যাপক মাহাতোর সার্থক প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অলম্‌ইতি বিস্তারেণ;

ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

নিবেদন

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে প্রচলিত গীতগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন গীত হল অহিরা। মূলত কুড়মি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এই গানের বিস্তৃতি ও নিবিড় চর্চা। কুড়মি জনজাতি ও তার হড়মিতান সম্প্রদায়ই এর ধারক ও বাহক। মূলে গানগুলি কুড়মালি ভাষায় রচিত। সুদীর্ঘ অতীত থেকে লোকমুখে রচিত গানগুলি লোকমুখেই শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে আজও টিকে আছে। কালের নিয়মে কিছু গীত হয়তো হারিয়ে গিয়েছে আবার কিছু কিছু নতুন গীত সংযোজিত হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে অহিরা ভূমি নানা সময়ে নানা রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। বর্তমানে চারটি রাজ্য— পশ্চিম বঙ্গ, ঝাড়খন্ড, উড়ষ্যা ও ছত্রিশগড় রাজ্যের কতকগুলি জেলায় অহিরা ভূমি বিস্তৃত। ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষা, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষাভাষি অঞ্চলে অহিরা গানের বিস্তার। ফলে এই সমস্ত ভাষার প্রভাবে মূল অহিরা গানে ঘটেছে রুপান্তর এবং সংকট দেখা দিয়েছে তার অস্তিত্বেও। বর্তমান সময়ে একদিকে শিক্ষার বিস্তার এবং অন্যদিকে কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন যেমন বাঁদনা পরবের জৌলুস কমেছে তেমনই বাঁদনা পরবের গান অহিরা গীতের চর্চাতেও পড়েছে ভাঁটা। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিগত চার দশক ধরে বাঁদনা পরবের নানান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছি। একসময় সারারাত জেগেছি ধিঙ্গুয়ানি করে, গাই জাগিয়ে। এখন কর্মসূত্রে বাইরে থাকলেও বাঁদনা পরবের তিনটা দিন গ্রামের বাড়িতে না গিয়ে থাকতে পারিনা। একান্নবর্তী কৃষক পরিবারের সন্তান হিসেবে দেখেছি গোয়াল ভর্তি গোরু-মহিষ। মনে পড়ে কৈশোরের দিনগুলি। করমের শেষদিনের সন্ধ্যায় গোরু-মহিষকে খাবার দিতে দিতে ঠাকুরদার মুখে শোনা যেত অহিরা গান। এরপর প্রতিদিনই সন্ধ্যায় অহিরা গাইতেন। সঙ্গে যোগ দিতেন বাবা-কাকারা, এমনকি পিসিমারাও। মাঠেও শোনা যেত বাঁদনা পরবের আগমনী অহিরা। ১৫-২০ বছর আগেও দেখেছি অমাবস্যার রাতে গাই জাগানোর দলে গ্রামের গন্যমান্য মানুষজনের অংশগ্রহণ। দু-একজন নয়, প্রায় সকলেই স্বতস্ফূর্ত ভাবে অহিরা গান গেয়ে উঠতেন। কিন্তু ক্রমশ ছবিটা বদলাতে শুরু করল। বছর পাঁচেক থেকে দেখছি ধিঙ্গুয়ানির দল গাই জাগাতে আসছে বটে কিন্তু দু-একজন মাত্র গুটি কয়েক গান ছাড়া গাইতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে জানি না। তখনই অনুভব করি অহিরা গানের সংকটের কথা। গানগুলি সংগ্রহ

করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শুরু করি সংগ্রহের কাজ। কাজ করতে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। সেই কাজগুলি আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সকলের ঋণ স্বীকার করছি। সাবেক মানভূম ও ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন জায়গায় লোকমুখে প্রচলিত এবং আরো বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অহিরা গানগুলির তুলনা করতে গিয়ে নানা অসঙ্গতি ও রূপান্তর দেখা যায়। সেখান থেকেই ভাবনায় আসে কুড়মালি ভাষায় রচিত মূল অহিরা গানগুলিকে সংকলন করার কথা। ইতিমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়েছে কুড়মালি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা। ফলে কাজটি করার তাগিদ বেড়ে যায়। এই কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগত আলাপে, দূরভাষে কিম্বা কখনো তৃতীয় জনের সাহায্যে বিভিন্ন প্রান্তের অনেক চেনা ও অচেনা বন্ধুর সাহায্য পেয়েছি। স্বল্প পরিসরে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ সম্ভব নয় বলে তা থেকে একেবারেই বিরত রইলাম। তাঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কাজটি করতে যাঁরা নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মানভূমের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় নিরন্তর উৎসাহ দাতা শ্রদ্ধেয় ক্ষীরোদদা বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই 'কবিতিকা'র কর্ণধার কমলেশ নন্দ মহাশয়কে। বইটি প্রকাশনার দায়িত্বভার নিয়ে তিনি আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন। সংকলনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, সংকলিত গানগুলির বাইরেও হয়তো অনেক গান রয়েছে। সুতরাং সংকলন, সম্পাদনা ও আলোচনার ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে জানি। ভবিষ্যতে সেকাজ পূর্ণতা পাবে আশা রাখি। একাজে সুধীজনের পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করি। যাই হোক কুড়মালি ভাষায় রচিত অহিরা গানগুলি সংরক্ষণে ও চর্চায় এই সংকলন গ্রন্থটি কাজে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

বিনীত

ঠাকুরদাস মাহাতো

আখাইন যাত্রা, ১৪২৯
মহালক্ষ্মী বাগান, দেশবন্ধু রোড
পুরুলিয়া

সূচি

প্রথম ভাগ

প্রস্তাবনা

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে প্রচলিত কৃষিভিত্তিক পালা পার্বন গুলির অন্যতম হল 'বাঁদনা' বা 'সহরই' বা 'সহরায়' পরব। আদিবাসী অধ্যুষিত এই ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল বর্তমানে চারটি রাজ্য— পশ্চিম বঙ্গ, ঝাড়খন্ড, উড়য্যা ও ছত্রিশগড় রাজ্যের কতকগুলি জেলায় বিস্তৃত। এই অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ হল কৃষিজীবী কুড়মি সম্প্রদায় ও খেরোয়াল গোষ্ঠীভুক্ত তাদের নানান 'হড়মিতান' সম্প্রদায়। কুড়মিদের সম্পর্কে বলা হয়— 'কল কুড়মি কড়া, বেদ বিধি ছাড়া'। আসলে কুড়মিদের লোকাচার ও পরবপার্বনে রয়েছে নিজস্বতা, যা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র। মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল এই সম্প্রদায় তার হড়মিতানদের সঙ্গে নিয়ে বছরের বিভিন্ন সময়ে কৃষি ভিত্তিক নানান আচার ও উৎসব পালন করে। এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে প্রধান হল 'বাঁদনা' পরব। বাঁদনা পরব সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'কৃষি নির্ভর খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব আনন্দোৎসব।'[১] আর বাঁদনা পরবের গানই হল 'অহিরা' গান।

বাঁদনা পরবের কথা

বাঁদনা পরব গো-মহিষ ও কৃষি যন্ত্রপাতির বন্দনা উৎসব। কথাটি 'বাঁদনা' না 'বাঁধনা' এ বিষয়েও বিতর্ক আছে। অনেকের অভিমত এই উৎসবটি যেহেতু গো-বন্দনা সম্পর্কিত তাই 'বন্দনা' থেকে 'বাঁদনা' শব্দটি এসেছে। অপর পক্ষের অভিমত হল কথাটা আসলে 'বাঁধনা', যা বন্ধন থেকে এসেছে। এঁদের যুক্তি হল, এই উৎসবটির নানান আচারে 'বন্ধন' ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত'র অভিমত হল— "বাঁধনা পরবটি আসলে গো-মহিষাদির বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য এটি বংশবৃদ্ধির প্রজননের প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠান। বাঁধনা পরবের আসল উদ্দেশ্য এবং রহস্য গো-মহিষের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রজননের জাদু-অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত। অনুষ্ঠানের মধ্যে ষাঁড় এবং গাভীর, কাড়া (পুং মোষ) এবং মোষের বিবাহ আচার পালন করা হয়ে থাকে। মানব সমাজে দম্পতিকে গাঁট ছড়ার বাঁধনে বেঁধে 'নিমছান' (< নির্মঞ্ছন) এবং চুমান (< চুম্বনও আশীর্বাদ) হয়ে থাকে, তেননি গো-মহিষ দম্পতিকেও দড়ি দিয়ে 'বাঁধন' (বন্ধন) করে বিয়ের গান গেয়ে 'নিমছান' এবং চুমান হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এই অনুষ্ঠানটি থেকেই 'বাঁধনা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে, যেহেতু এটিই 'বাঁধনা' পরবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।"[২] ড. সুধীর কুমার করণ তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— "এর মূলে বন্ধন ও বন্দনা দুই থাকাই স্বাভাবিক।"[৩] আসলে বাঁদনা পরবের আচার অনুষ্ঠানগুলির কথা মাথায় রাখলে বর্তমানে বাঁধনা এবং বাঁদনা শব্দদুটির মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। আমাদের মতে দুটো শব্দই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও গ্রহনযোগ্য।

তবে, একথাও মনে রাখতে হবে যে, বাঁদনা পরবটি 'সহরই' ও 'সহরায়' পরব নামেও চিহ্নিত। কুড়মি সম্প্রদায় 'সহরই' ও সাঁওতালরা 'সহরায়' নামে উদযাপন করে। আমাদের মনে হয় আদিতে এটি কুড়মিরা 'সহরই' নামেই পালন করত এবং পরবর্তীকালে সাঁওতালরা কৃষিকাজে নিজেদের যুক্ত করার পর এটি গ্রহণ করে এবং 'সহরায়' নামে পালন করতে থাকে। তবে কুড়মিসহ তার খেরোয়াল গোষ্ঠীভুক্ত নানান হড়মিতানদের পালিত বাঁদনা বা সহরই-এর থেকে সাঁওতাল সমাজে পালিত 'সহরায়'-এর মধ্যে পার্থক্য

রয়েছে। সহরই বা সহরায় শব্দটির উৎস সম্পর্কেও মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেন—সহরায় শব্দটি এসেছে 'সারহাও' শব্দ থেকে। যার অর্থ প্রশংসা। এই পরবে ভগবতীর প্রশংসা করা হয়। তাই সহরায়। আবার অনেকের অভিমত সহরায় এসেছে 'সহরা' বা 'সাহার' শব্দ থেকে। যার অর্থ বৃদ্ধি হওয়া। সহরা বা সাহার > সাহারায় > সহরায়। অর্থাৎ যিনি বৃদ্ধি করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গোবর শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'সাহার' শব্দটির ব্যবহার এ অঞ্চলে রয়েছে এবং গোবরও শষ্য বৃদ্ধিকারক। অহিরা বা সহরই গীতে ধন ও গো-সম্পদ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সাঁওতালরাও মনে করেন যে সহরায় মূলত ধনজন গাই-গরু বৃদ্ধি কামনারই উৎসব। সুতরাং বলা যায়, যে নামেই অভিহিত করি না কেন—আসলে উৎসবটি হল গরু-মোষের সঙ্গে সামাজিক কৃষিজীবী মানুষের উৎসব।

বাঁদনা পরবের কারণ: একটি প্রচলিত লোককথা

ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বাঁদনা পরব নিয়ে একটি লোককথা প্রচলিত আছে। কাহিনিটি হল— 'দেবাদিদেব মহাদেব একদিন গোরুকে দিয়ে তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য মর্ত্যবাসীর কাছে পাঠালেন। তাঁর নির্দেশ ছিল যে, মানুষ যেন প্রত্যহ তিনবার স্নান করে ঈশ্বর মহাদেবের নাম নেয় এবং দিনান্তে একবার আহার্য গ্রহণ করে। গোরু পৃথিবীতে এসে উল্টো আদেশ— তিনবার আহার্য গ্রহণ ও একবার ঈশ্বর মহাদেবের নাম নেওয়ার কথা প্রচার করে স্বর্গে ফিরে যায়। শিব একথা শুনে গোরুকে অভিশাপ দেন যে, গরুকে মর্ত্যধামে গিয়ে মানুষের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। গোরু আসতে রাজি না হলে, শিবের ক্রোধ এড়াতে সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য দেবতারা গোরুকে অনেক বুঝিয়ে গোরুর বিভিন্ন অঙ্গে তাঁরা অবস্থান করবেন বলে কথা দিয়ে ধরাধামে পাঠিয়ে দিলেন। গোরু পৃথিবীতে এসে লাঙ্গল, মই ও গাড়ি টেনে মানুষের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করল। কিন্তু মানুষ যতটা খাটায় ততটা লালন পালন যত্ন করে না। মানুষের আত্যাচার থেকে রেহাই পেতে সব গরু সমবেতভাবে শিবের কাছে নালিশ জানাই। চাষীরা তাদের চাষবাসের সময় চরম নির্যাতন করে, অন্ধকার গোয়াল ঘরে রাখে, ঠিক মতো খাবার দেয় না ইত্যাদি নানারকম অভিযোগ শিবের কাছে দায়ের করে। শিব অভিযোগ শুনে কার্তিক অমাবস্যার রাতে এই অভিযোগের তদন্ত করতে সরজমিনে হাজির হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং গোরুদের সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গে মহিষকে দিয়ে পুনরায় মর্ত্যে পাঠালেন।

মহাদেবের মর্ত্যে আগমনের বার্তা ঋষি নারদ মর্ত্যের মানুষের কাছে আগেই জানিয়ে দিলেন। মানুষ চালাক ও ধূর্ত জাতি। লৌকিক কৃষিজীবী মানুষের চেতনায় চাষবাসের আদি গুরু হলেন শিব। তাই শিবের কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্য এবং ফসল উৎপাদনের প্রধান সহায়ককে হারাবার ভয়ে চাষীরা আগে থেকেই সব ব্যবস্থা নিতে আরম্ভ করে দিল। ঘর-দোর, গোয়াল সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলল। যথা সময়ে কার্তিকী অমাবস্যার রাতে শিব মর্ত্যধামে আবির্ভূত হলেন। গোরুর বাসস্থান গোয়ালে গোয়ালে ঘুরে দেখলেন। দেখলেন ঘৃতের প্রদীপ, ধূপ-দীপের ব্যবস্থা, খাদ্যের ছড়াছড়ি, পরিষ্কার গোয়াল ঘর।

গরু-মোষের শিং-এ সরিষার তেল। শরীর পরিষ্কার। বাজ-বাজনা সহযোগে গরুর বন্দনা গান গাওয়া হচ্ছে। গরু-মোষের পরিচর্যা দেখে মহাদেব মুগ্ধ হলেন এবং আরও দু'দিন থেকে গেলেন।' গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের বিশ্বাস এখনো প্রতিবছর কার্তিকের অমাবস্যার রাতে মহাদেব গরুর অবস্থা দেখতে আসেন। সেজন্য তারা নিষ্ঠার সঙ্গে বাঁদনা পরব উদযাপন করে থাকে।

বাঁদনা পরবে পালনীয় নানান আচার ও অনুষ্ঠান

বাঁদনা বা সহরই পরব কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৫-৬ দিনের উৎসব। শুরু হয় কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে আর শেষ হয় শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া তিথিতে। বিভিন্ন তিথিতে ১১টি পর্বে মোট ১৬টি নেগাচারের মাধ্যমে বাঁদনা পরব উদযাপিত হয়। তবে অঞ্চল ভেদে নানা প্রান্তে বিভিন্ন দিনে নানা রকম ছোটখাট সংস্কার ও রীতি-প্রথার প্রচলন রয়েছে, যেগুলি এক অঞ্চলের সঙ্গে আরেক অঞ্চলে মিলে না। বাঁদনা পরবের সাধারণ আচরণীয় ক্রিয়াগুলি হল যথাক্রমে 'তেল দেওয়া', 'ঘাউয়া', 'গটপুজা', 'ইঁজরপিঁজর', 'কাঁচি দুয়ারি', 'গাই জাগা', 'গরইয়া বা গহাইল পূজা', 'গাই চুমানো, 'নিমছানো', 'গরু খুঁটা' ও 'বুড়ি বাঁদনা'। একটি অহিরা গানে বলা হয়েছে—

অহিরে— তের দিনেক চাঁদে তেলঅ লাগাউলঅ রে বাবু হউ
চউদঅ দিনে ঘাউআ মানি জাই।
আমাবইসাক জে তিথে অহিরাঞ গেইআ চুমাউএ ভাই
পহিল চাঁদে দেলা দুবা ধান।

তেল দেওয়া: কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথির সন্ধ্যায় বাড়ির সকলের রাতের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর রান্না ঘরের এঁটো থালা বাসন ধুয়ে নেয়। তারপর যে দু'জন তেল দিবে তারা হাত-পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে গোয়ালঘরে গিয়ে প্রথমে শ্রীগাই ও শ্রীবলদের (যদি থাকে) শিং-এ তেল মাখিয়ে দেয়। তারপর অন্যান্য গরু-মোষের শিং-এ তেল দেয়। এখান থেকেই বাঁদনা পরবের সূচনা হয়। ইতিপূর্বে ঘর-দোর, উঠান, গোয়াল প্রভৃতি সংস্কার ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। গরু-মোষকেউ ধোয়ামোছা করে পরিষ্কার করা হয়। কেউ কেউ গরুর গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেয়। বাঁদনা পরবের ৫-৬ দিন গোরুমোষকে কৃষিকাজে লাগানো হয় না। বাঁদনা পরবের কয়দিন গরু-মোষকে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া হয় এবং যত্ন করা হয়। তেল দেওয়ার সময় এই বিষয়ক অহিরা গান গাওয়া হয়।

ঘাউআ: তেল দেওয়ার পরদিন চতুর্দশী তিথিটি হল ঘাউআ। এই দিনটি হল বাঁদনা পরবের প্রস্তুতির চূড়ান্ত দিন। যথারীতি ঘর-দোর ও আঙিনা গোবর লেপে পরিষ্কার করা হয়। বাড়ির সদর দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি এঁকে দেওয়াল সাজানোর কাজ শেষ করা হয়। সন্ধ্যায় গরু-মোষের শিং-এ তেল দেওয়া হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়। তেল দেওয়ার সময় যথারীতি অহিরা গান গাওয়া হয়।

অমাবস্যা:

অহিরে— জাগে মা লক্ষ্মী জাগে মা ভগবতি
জাগে ত আমাবস্যার রাইত।
জাগে কা পতিফল দেবে মা লকখি
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই।।

কার্তিকী অমাবস্যার দিন থেকেই বাঁদনা পরবের মূল অনুষ্ঠানগুলি শুরু হয়। এদিন সকাল থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। বাড়ির মহিলারা সকাল সকাল ঘরদোর গোবর দিয়ে লেপে পরিষ্কার করে। তারপর আতপ চাল ধুয়ে ভিজতে দেয় এবং দুপুরে স্নান করে ঢেঁকিতে চালের গুঁড়ি তৈরি করে। এই গুঁড়ি দিয়েই সন্ধ্যায় কাঁচি দুয়ারি ও পিঠে করা হয়। পুরুষ মানুষেরা গোরু-মোষকে ধুয়ে পরিষ্কার করে। মাঠ থেকে গোরু-মোষের জন্য ঘাস কেটে আন। সঙ্গে আনে কাঁচি দুয়ারির জন্য খেঁড় বা সহরই ঘাস। বিকেলবেলা থেকে শুরু হয় বাঁদনা পরবের মূল অনুষ্ঠানগুলি। এই যে আচারগুলি পালন করা হয় সেগুলি হল যথাক্রমে-

এক। গোঠপুজা: গোঠপুজা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। বিকেলে গ্রামের মোড়োলের(মাহাত ঘর) বাড়ি থেকে লায়া (পূজারী) পূজার উপকরণ- চালগুঁড়ি, সিঁদুর, আতপচাল, ধূপবাতি ইত্যাদি নতুন ডালাতে নিয়ে বাজবাজনা সহযোগে গোঠে যায়। গোঠের নির্দিষ্ট জায়গাতে গোবর লেপে তার উপর চালগুঁড়ি দিয়ে লায়া তিনটি ঘর কেটে তার মধ্যে সিঁদুরের টিপ দেয়। এই তিনটি ঘর হল বাঘুত (বাঘ) দেবতা, ছাঁদন দড়ি ও বাঁদন দড়ির পূজার জন্য। লায়া নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করেন। বাঘুত দেবতা বনে জঙ্গলে গোবাদি পশুদের রক্ষা করেন এবং ছাঁদন দড়ির পূজার ফলে গোবাদি পশু ঠিকভাবে বাড়িতে ফিরে আসে আর বাঁদন দড়ির পূজার ফলে গোবাদি পশু গৃহে স্থায়ী হয়। এরপর মাঝের ঘরটিতে একটি ডিম অথবা চালগুঁড়ি দিয়ে তৈরি ডিম স্থাপন করে তাতে সিঁদুরের তিনটি টিপ দেন। একে বলা হয় খঁড়। খঁড় স্থাপন করে লায়া গোঠ পুজা সমাপ্ত করেন। এরপর রাখালেরদল গোঠের সমস্ত গোরুকে একত্রিত করে বাজনা বাজাতে বাজাতে গোরুগুলিকে খঁড়ের উপর দিয়ে চালনা করে। একে বলে খঁড় ডেঙা। গোঠের যে গোরুটি প্রথম ঐ ডিমটিকে মাড়িয়ে যাবে, রাখালেরা

তাকে চিহ্নিত করে। লায়া তার শিং-এ তেল সিঁদুর ও মাথায় ধান শিসের মোড় বা মুকুট পরিয়ে দেয়। এই গোরুটিকেই এই বছরের শিরি (শ্রেষ্ঠ)গাই বা বলদ রূপে গণ্য করা হয়। লোকবিশ্বাস যে সেই গোরুটিই সে বছর গ্রামের সমৃদ্ধি বহন করে আনবে। গ্রামবাসীরা সেই গোরুর মালিককেউ ভাগ্যবান বলে মনে করেন। লায়া ডোমদের সঙ্গে নিয়ে বাজবাজনা সহযোগে সেই কিষানের বাড়িতে যায় এবং সুখবরটি নিবেদন করে। কিষান লায়া ও ডোমদের যথাসাধ্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। লায়াকে ধুতি-গামছা ও দান দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করেন। বাজনদার ডোমেরাও পারিতোষিক পেয়ে থাকেন।

দুই. কাঁচি দুয়ারি: গোঠ থেকে গাই-গোরু বাড়িতে ফিরে আসার প্রাক মুহূর্তে সন্ধ্যায় দেওয়া হয় কাঁচি দুয়ারি। বাড়ির মহিলা বা কিশোর কিশোরীরা এই কাজটি করে থাকে। চালের গুঁড়ি মেখে ছোট ছোট প্রদীপ গড়ে শাল পাতার উপর স্থাপন করা করে তাতে ঘি মাখানো সলতে দেওয়া হয়। এরপর বাড়ির ও গোয়ালের প্রতিটি দুয়ারের দুদিকে দুটি প্রদীপ ও দুমুঠো খেঁড় বা সহরই ঘাস রেখে প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়। সনকাপাটির (পাটকাঠি) আগুন দিয়ে কাঁচি দুয়ারির প্রদীপ জ্বালানোর রীতি ছিল। তবে এখন তা মানা হয় না, মোমবাতি সে জায়গা দখল করেছে। অনেকে বাগানে, নিজেদের পুকুর পাড়ে, গোবর গাদায়, কুয়ো পাড়ে বা বড়খেতের আলেও কাঁচি দুয়ারির প্রদীপ জ্বালায়। এই অনুষ্ঠানটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এটি আসলে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর উৎসব। এই সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে মনের যাবতীয় অন্ধকার, হিংসা ও সংসারের অমঙ্গলকে দূর করা হয়। আবাহন করা হয় লক্ষ্মীকে। এই মঙ্গলদীপ দেখেই গাই-গোরু গোয়ালে প্রবেশ করে। সন্ধ্যা প্রদীপগুলি নিভে যাওয়ার সাথে সাথেই গুঁড়ির প্রদীপগুলি সংগ্রহ করে একত্র করা হয় এবং তাতে লবন না দিয়ে শালপাতায় মুড়ে পাতপোড়া পিঠে করা হয়। এই পিঠা বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানো হয়। লোকবিশ্বাস যে এই পিঠা খেলে খোস-পাঁচড়া, রোগ-ব্যাধি বা ভূত-প্রেতের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

তিন. হঁজর-পিঁজর: কাঁচি দুয়ারির পর ছেলে ছোকরার দল সনকা-পাটির মশাল নিয়ে হৈ হুল্লোড় করতে করতে গ্রামের শেষ প্রান্তে বা কোনো দোপথায় জড়ো হয়। সকলের সনকা-পাটির মশাল এক জায়গাতে রেখে একটি অগ্নিকুণ্ড বানানো হয়। ছেলে ছোকরার দল এই অগ্নিকুণ্ড লাফিয়ে লাফিয়ে পারাপার করতে করতে নিম্ন উল্লিখিত ছড়াগুলি বলতে থাকে। এই অনুষ্ঠানটিরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এটাও একটা আলোর উৎসব। মশাল জ্বালিয়ে কামনা করা হয়— মনের ও গ্রামের সমস্ত অন্ধকার দূর হোক, মনে আসুক উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি, সকলের মনে জাগুক সৌভ্রাতৃত্বের বোধ। একই সঙ্গে গ্রামের অমঙ্গলকারী সমস্ত অপশক্তিকে প্রতিহত ও দূরীভূত করাও এর লক্ষ্য। ছড়াগুলিতে আরো কয়েকটি

উদ্দেশ্যের কথা ফুটে উঠেছে। যেমন— খোস-পাঁচড়া থেকে মুক্তি, মশার বিনাশ ও গবাদি পশুর অনিষ্টকারী পশুদের বিতাড়ন। নীচে ইঁজর-পিঁজরের ছড়াগুলি দেওয়া হল।

১. সনকা পাটি রটপট
বাঘে করেই ছটপট।
ইঁজর-পিঁজর
খউসা বুড়িক খউস নাঞ।

২. ইঁজরে-পিঁজরে
সগগে বাতি জ্বলে রে
খউসা বুড়ি খউস লে
দাইদা বুড়ি দাদ লে।

৩. ইঁজরে-পিঁজরে
মরা বুড়ির পঁদ পুইড়ল রে।

৪. ধা মশা ধা
লকখি আইল
দারিদ্যি যা।

৫. ধা মশা ধা রে
আমাদের পাড়ার মশাগুলি
উ পাড়াকে যা রে।

৬. ধা মশা যা মশা
মশা গেল বনকে
লকখি আইল ঘরকে।

চার। গাই জাগানো:

অহিরে— আজঅ ত হেকই ভালা ভগবতিক পরব রে বাবু হউ
ঘারে ঘারে গেইআ রে জাগাই।
জাগে মা লকখি জাগে মা ভগবতি
জাগি লিহা আমাবইসাক রাইত।।

অহিরে— ডিগিমিগি ডিগিম্মিগি বাজনা বাজই রে বাবু হউ
কেথিকরঅ বাজনা বাজাই।

আজঅ ত হেকোই ভালা আমাবইসাক রাইত গউ

তাকরঅ বাজনা বাজাই।।

অমাবস্যার রাত মহাধূমধামের রাত। আজ জাগরণের রাত। জাগতে এবং জাগাতে হয়। খেতের ধান, বাঁধ-বাগান, কৃষি কাজের নানান উপকরণ, ঘরবাড়ি থেকে গৃহের সমস্ত তৈজস পত্রে গুঁড়ি ছিঁটিয়ে জাগানো হয়। কাঁচি-দুয়ারি করেই বাড়ির মহিলারা পিঠা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যা থেকেই সকলের মধ্যে পিঠা খাওয়ার ধূম পড়ে যায়। এরপর সকলের খাওয়া হয়ে গেলে রান্না ঘরের এঁটো থালা বাসন ধুয়ে নেয় এবং নিজেরা হাত-পা ধুয়ে নিয়ে শুদ্ধ হয়ে গোয়াল ঘরে যায়। সমস্ত গোরু-মহিষের সিং-এ তেল দেয়। গোয়ালঘরে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ঘি-এর জাগর বাতি। এই বাতি সারারাত ধরে জ্বলতে থাকে। এই সময় কিষাণ গেয়ে ওঠেন—

অহিরে— জাগহ চনদা জাগহ সুরজঅ রে বাবু হউ

জাগহ গহালিকর গাই।

জাগে কা পতিফল দেবে মাঞ লছঅমি

পাঁচঅ পুতা-দসঅ ধেনু গাই।।

আজ চন্দ্র, সূর্য ও গোয়ালের গাই সকলকে জাগানো হচ্ছে। প্রতিদানে কিষাণ মা লক্ষ্মীর কাছে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে ও দশটি ধেনু গাই বর চাইছে। কুড়মিদের হড়মিতান সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থায় কর্ম বিভাজনের রীতি অনুযায়ী আজকের গাই জাগানোর মূল দায়ীত্ব ডোম সম্প্রদায়ের। তারপর রাখাল-বাগালদের এবং গৃহস্থ কিষাণের। দলবদ্ধ হয়ে সকলে গাই জাগাতে যান। গাই জাগাতে যাওয়া দলকে বলা হয় ধিঙ্গুয়ান। ধিঙ্গুয়ান দলগুলি প্রথমে গ্রামের বিশেষ কোনো স্থানে জড়ো হয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে গ্রামের মাহাত বা মাঝি বা মোড়লের বাড়িতে প্রথমে যায়। সেখান থেকেই শুরু হয় গাই জাগানোর কাজ। এরপর একে একে সমস্ত বাড়িতে গিয়ে অহিরা গান গেয়ে গেয়ে সারারাত ধরে চলতে থাকে গাই জাগানো। গৃহস্থ কিষাণ প্রতিটি ধিঙ্গুয়ান দলকে যথাসাধ্য পিঠা, টাকা-পয়সা বা পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করেন। ধিঙ্গুয়ানের দল কিষাণকে অহিরা গানের মধ্যদিয়েই আশির্বাদ দিতে দিতে বিদায় নেয়—

অহিরে— সনেঁ সুতাঞ আঁটবউ সনেঁ সুতাঞ কাটবউ বাবু হউ

সহিরন দেখি ফেঁকবে পঁউআর।

বইনা বাঢ়তউ জবে কিসান বাঢ়তউ

হেইএ জাবে ধনে ধনমান।।

এইভাবে সারারাত প্রতিটি গ্রামের আকাশ বাতাস গীতে ও বাজ-বাজনায় মুখরিত হয়ে ওঠে। সকালে দাদুড় খেদা বা দাঁদড় খেলার মধ্য দিয়ে অমাবস্যার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পাঁচ। দাদুড় খেদা বা দাঁদড় খেলা : ধিঙ্গুয়ানের দল গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বাজনা বাজাতে বাজাতে যায়। এর উদ্দেশ্য দু'টি — ১. দাদুড় অর্থাৎ ব্যাঙ তাড়ানো। লোকবিশ্বাস যে ব্যাঙ থাকলে বৃষ্টি হবে। বাঁদনা পরবের পর যেহেতু মাঠের ফসল তোলার সময় তাই এই সময় বৃষ্টি কাম্য নয়। সুতরাং বৃষ্টি আটকাতে ব্যাঙ তাড়াও। ২. অপর একটি লোকবিশ্বাস বা সংস্কার যে অমাবস্যার পর বাড়ির ভাঙা জিনিস সঙ্গে ফেলে দিলে তার সঙ্গে বাড়ির অশুভ শক্তি বিদায় নেয়। তাই বাড়ির মহিলারা একটি পুরানো বাঁশের ঝুড়ি বা কুলোতে গুঁড়ি ও সিঁদুর লাগিয়ে তা কাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে ঘর থেকে বেরিয়ে তা ধিঙ্গুয়ানের দলের হাতে তুলে দেয়। আবার অনেকে ছোট বাচ্চাকে ধিঙ্গুয়ানের দলের সামনে শুইয়ে দেয়। দলের অনেকে শিশুটি ডিঙিয়ে পার হয়ে যায়। এতে ঐ শিশুটি অশুভ শক্তি থেকে মুক্তি পাবে বলে বিশ্বাস। গ্রামের শেষ প্রান্তের (কুলহির মুড়ায়) এক বিশেষ জায়গায় সংগৃহিত সমস্ত ভাঙা বস্তুগুলি আবর্জনা স্বরূপ ফেলে দেওয়া হয় এবং অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

গরইআ পূজা বা গহাইল পূজা : অমাবস্যার পরেরদিন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে হয় গরইআ পূজা বা গহাইল পূজা। যথারীতি এদিনও সকাল থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়। বাড়ির মহিলারা এদিনও ঘর আঙিনায় গোবর দিয়ে লিপা-লরা করে পরিষ্কার ও শুদ্ধ করে। আতপ চাল ভিজিয়ে রাখে। গোয়াল ঘরটিও সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়, কেননা আজ সেখানেই পূজা হবে। কিষান সকালেই পুকুর থেকে কিংবা অন্য কোথাও থেকে গরইআ ফুল (এক জাতীয় কলি শালুক ফুল) ও পাতা সংগ্রহ করে আনেন। কৃষি কাজের উপকরণ হাল, জোয়াল, মই ও রাসকা পুকুরের জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে তুলসি পিঁঢ়ার সামনে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়। পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত আজ কিষাণ কিষাণীকে উপবাসে থাকতে হয়। একটু বেলা বাড়লে কিষাণ পুকুরে স্নান করে খেত থেকে নতুন ধানের গাছি নিয়ে আসে এবং তিনটি মোড় (ধানের মুকুট) গেঁথে বাঁশের নতুন ঝুড়িতে তুলসি মঞ্চে রেখে দেয়। এরপর মাটি দিয়ে গম্বুজ আকৃতির একটি গরইআ গুসাঞ-এর প্রতিকৃতি তৈরি করে রোদে রেখে দেন। অন্যদিকে গৃহকর্ত্রী স্নান করে নতুন বস্ত্র পরে অন্যান্য মহিলাদের সাহায্য নিয়ে ঢেঁকিতে কুটে আতপ চালের গুঁড়ি তৈরি করেন। এরপর মাটির তৈরি নতুন চুল্লীতে মাটির নতুন কড়াই-এ ঘি দিয়ে গরইআ পিঠা ছাকেন। গরইআ পিঠার গুঁড়ি দুধ ও গুড় দিয়ে গুলতে হয়। পিঠা বানানো হয়ে গেলে গৃহকর্ত্রী একটি কাঁসার থালায় ধূপ, ধুনা, প্রদীপ, আতপ চাল,দুবঘাস, সিঁদুর, চালগুঁড়ি, গরইআ ফুল ও পাতা এবং পাঁচটি পিঠা

সাজিয়ে নেন। এরপর প্রথমে তুলসি মঞ্চে গিয়ে কিষাণকে সঙ্গে নিয়ে কৃষি কাজের উপকরণগুলিতে ও গেঁথে রাখা মোড়গুলিতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে চুমান। এরপর মোড়-এর ঝুড়ি ও পূজার থালাটি নিয়ে গোয়াল ঘরে পূজা করতে যান। ইতিমধ্যে গোট থেকে গরু ফিরে আসে এবং গোয়ালে তাদের রেখে খাবার দেওয়া হয়।

কিষাণ নিজেই গোয়াল পূজা করেন। গোয়ালঘরের কোনো একটি জায়গায় চালের গুঁড়ি দিয়ে একই সারিতে চৌকাকৃতির পাঁচটি ঘর কাটা হয়। এই ঘরগুলি হল পাঁচদেবতার নামে— গরইআ ঠাকুর, ছাঁদনদড়ি, বাঁধনদড়ি, বড়পাহাড় ও গজালড়ি। মাঝখানেরটি গরইআ ঠাকুরের। সেখানে গরইআ পাতা রেখে তার উপর মাটি দিয়ে তৈরি গম্বুজ আকৃতির গরইআ গুসাঞ্র-এর প্রতিকৃতিটিকে স্থাপন করা হয়। গৃহকর্ত্রী ধূপধুনা ও প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। এরপর প্রতিটি ঘরে ও গরইআ গুসাঞ্র-এর প্রতিকৃতিতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে প্রতিটি ঘরে একটি করে পিঠা নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হয়। গরইআ গুসাঞ্র-এর উপর গরইআ ফুল চাপানো হয়। প্রতিটি পিঠাতেও সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। এরপর আতপ চালের নৈবেদ্য নিবেদন করে উভয়েই মনস্কামনা জানায়। দুই দিকে জল ঢেলে উভয়ের প্রণাম জানানোর মধ্য দিয়ে পূজা শেষ হয়। অনেকে গোয়ালে মুরগা-মুরগি বা পাঁঠি ছাগল বলি দেয়। গরইআ পুজার পর শ্রীগাই ও শ্রীবলদের শিং-এ তেল-সিঁদুর দিয়ে মোড় পরানো হয়। কিষাণ শ্রীবলদের ও কিষাণী শ্রীগাই-এর কপালে সিঁদুরের টিপ দেয়। সবশেষে গৃহকর্ত্রী শ্রীগাই ও শ্রীবলদকে চুমানোর পর পা ধুয়ে দেন এবং প্রণাম করেন। এইভাবেই গো-দম্পতিকে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। কামনা জানানো হয় ধনসম্পদ বৃদ্ধির ও গবাদি পশুর প্রজনন শক্তির বৃদ্ধি। এটিকে বলা হয় 'গরুচুমান'। এরপর একটি মাটির সরাই আগুন নিয়ে তাতে ধুনা ও সরষে দিয়ে গৃহকর্ত্রী শ্রীগাই ও শ্রীবলদকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে নিজের বামপায়ের ফাঁক দিয়ে তিনবার ঘুরিয়ে গো-দম্পতিকে 'নিমছান'। তারপর কোনো দোপথায় গিয়ে সরাটি উপুড় করে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ভেঙে দেন। লোকবিশ্বাস যে গাই-গোরুকে নিমছালে তাদের কোনো অনিষ্ট হয় না। অবশিষ্ট মোড়টি গোয়ালঘরের খুঁটিতে বেঁধে দেওয়া হয়। এদিনেই বিকেলে লার (তিলগাছ, ভেন্ডি বা পান্যা লতের পিচ্ছল নির্যাস) দিয়ে চালের গুঁড়ি গুলে কুলহি থেকে আঙিনা পর্যন্ত চৌক পুরা (আলপনা) হয়। কুলহির যেখান থেকে চৌকপুরা হয় সেখানে প্রথম ঘরটিতে গোবর নাড়ুর উপর দুবঘাস গুঁজে দিয়ে তাতে সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। প্রথমে কোনো বাছুর বা গাই-গোরুকে ডিঙিয়ে তারপর মানুষ চৌক-এর উপর চলাফেরা করতে পারে। আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। রাতে ভালমন্দ খেয়ে আনন্দ করার পালা।

বলদ খুঁটা : শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে হয় গোরু বা বলদ খুঁটা। সকালেই আগের দিনের চৌক গোবর লিপে মিটিয়ে দেওয়া হয়। আতপচাল ধুয়ে ভিজতে দেওয়া হয়। এদিনেও কিষাণ-কিষাণী সকাল থেকে না খেয়ে থাকে। একটু বেলার দিকে কিষাণ পুকুরে স্নান করে মাঠ থেকে নতুন ধানের গোছা কেটে আনে এবং অনেকগুলি মোড় গেঁথে আগের দিনের মতোই ঝুড়িতে ঢুকিয়ে তুলসি মঞ্চে রেখে দেয়। ইতিমধ্যে বাড়ির মহিলারা ঢেঁকিতে আতপচালের গুঁড়ি কুটে নেয়। এরপর দুপুরে গোরু-মহিষ বাড়িতে ফিরে আসার আগেই আগের দিনের মতো চৌক পুরে। আজ কুলহি থেকে বাড়ির সারা উঠানসহ অলিগলি সর্বত্র চৌক পুরা হয়। চৌক-এর নিয়ম একই থাকে। তবে আজ চৌক-এর প্রতিটি চ্ছেদ বিন্দুতে সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। দুপুরে গোরু-মহিষ বাড়িতে আসার পর যথারীতি গোয়ালে বেঁধে খাবার দেওয়া হয়। এরপর কিষাণী একটি থালায় ধুপ, ধুনা, প্রদীপ, আতপ চাল, দুবঘাস, সিঁদুর ও চালগুঁড়ি নিয়ে প্রথমে তুলসি মঞ্চে গিয়ে মোড়ইলগুলি চুমান। তারপর কিষাণকে নিয়ে গোয়ালঘরে যান। কিষাণ সমস্ত গোরু-মহিষের শিং-এ তেল-সিঁদুর লাগিয়ে দেন। বলদের কপালে কিষাণ ও গাই-এর কপালে কিষাণী সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দেন। আজ সবার মাথাতেই (শিং না থাকলে গলায়) মোড় পরানো হয় এবং চুমানো হয়। চুমানের পর আগের দিনের মতোই ‘নিমছান’-এর মধ্য দিয়ে বাঁদনা পরবের আচার-অনুষ্ঠান এবছরের মতো শেষ হয়। এরপর খাওয়া দাওয়া করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের আনন্দ করার পালা। বিকেলে হবে বলদ খুটা। রসিক কিষাণ দুয়ারে কুলহিতে শক্ত করে খুঁটি পোঁতে এবং খুঁটির মাথায় ডালপাতা, বেলুন বেঁধে সাজায়। বলদ বা এঁড়ে গরু যাদের খোঁটানো হবে তাদের সারা শরীরে গুঁড়ির ছাপ ও অন্যান্য রঙ দিয়ে সাজায়। ধিঙ্গুয়ানের দল আসার আগে শক্ত দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে দেয়। ওদিকে ধিঙ্গুয়ানের দল গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় নানা রকম বাজ-বাজনা নিয়ে জড়ো হয় এবং খুঁটানো বলদ খেলা শুরু করে। চামড়া দিয়ে বলদ খেলা হয়। প্রথমে কেউ একজন বলদ খুঁটার অহিরা গান গেয়ে উঠে। বাজনদাররা বাজনা শুরু করলে একজন বলদের সামনে চামড়া তুলে ধরে। বলদ ছুটে এসে শিং দিয়ে চামড়াকে মারতে থাকে। সকলে উল্লাসে মেতে ওঠে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত বলদ মার করে তাকে নিয়ে খেলা হয়। সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে বলদ খুঁটা। ফলে আজ গোরু-মহিষের দু’বেলা সূর্যদেবকে দেখা হয়নি। তাই আজ তাদের দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখানো হয়। সন্ধ্যায় তাদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। গোয়াল থেকে বেরোনোর সময় পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। আকাশে চাঁদ উঠলে পুনরায় বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এবছরের মতো বাঁদনা পরব শেষ। এবার শুরু হবে টুসু গান।

বুড়ি (বুঢ়ি) বাঁদনা : বাঁদনা পরবের বর্ধিত দিন, বলা যায় মেলার দিন। এই দিনটিকে 'গুলহি' বা 'বুড়ি' বাঁদনা এবং 'কাড়া খুঁটা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিন কোনো নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান নেই। ফলে সব জায়গায় বুড়ি বাঁদনার মেলা হয় না। বুড়ি বাঁদনার মেলা গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে হয়। 'গুলহি' বা 'বুড়ি' বলতে কুড়মালিতে 'বাঁঝা'(বন্ধ্যা) বোঝায়। যে গাভী সন্তান ধারনে অক্ষম তাকে এইদিন খোঁটানো হত। এতে ওই গাভী সন্তান ধারণে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস। এই দিন কাড়া (পুরুষ মহিষ) খোঁটানো হয়। ছাড়াও এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি কাড়া লড়াই, মুরগা লড়াই, ঝুমুর নাচ, নাচনি নাচ, নাটুয়া নাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এখন তো ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাও যুক্ত হয়েছে। পুঞ্চা ব্লকের নপাড়া গ্রামের জামাই বনাম শ্যালকদের ফুটবল খেলা ঐ এলাকার আকর্ষনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মোটকথা পুরো দস্তুর আনন্দ সমারোহের মধ্য দিয়ে একবছরের মতো বাঁদনা পরবের সমাপ্তি ঘটে।

‘অহিরা’ নামকরণের কারণ

বাঁদনা পরবের গান বা গীতই হল অহিরা গান। অহিরা গান ‘সঁহরই’ বা ‘সহরই’ নামেও পরিচিত। বাঁদনায় গো বন্দনাই প্রধান। ছোটনাগপুর অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ তার নিজস্ব আচার রীতিতে এই বন্দনা সম্পন্ন করে। এই বন্দনায় কোনো বেদমন্ত্র বা সংস্কৃত পুরাণের মন্ত্র বা পুরোহিত লাগে না। এই অঞ্চলের মানুষ তার নিজের ভাষাতেই গান গেয়ে গরু-মোষের বন্দনা করেছে। কেবল বাঁদনা কেন, জাওয়া-করম, টুসু, সারহুল যাবতীয় কৃষিভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান উৎসবে গীতই হল এই অঞ্চলের মানুষের মন্ত্র। অহিরা বা সঁহরই গান বাঁদনা পরবের মন্ত্র স্বরূপ।

এখন প্রশ্ন হল— ‘অহিরা’ নামকরণের কারণ কী? এ প্রসঙ্গে যে অভিমতগুলি পাওয়া যায় তা হল—

১. আভির > আহির > অহিরা। অর্থাৎ গোপালক বা রাখাল বা বাগালদের গো-বন্দনার গান হল অহিরা।

২. গোপালক আভির (গোয়ালা) সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের গোবন্দনা সূচক গানই হল অহিরা গান। ড. বঙ্কিম-চন্দ্র মাহাত তাঁর ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য গ্রন্থে অহিরা গানকে বলেছেন ‘আহীরা গান’। বোঝা যাচ্ছে তিনিও আভির > আহির > আহীরা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।

কিন্তু, অহিরা গানের ভাষা, বিষয়, বিস্তার ও চর্চার কথা মাথায় রাখলে উপরি উক্ত অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ অহিরা গানগুলি কখনই আভির সম্প্রদায়ের গান নয়। অহিরা গান একান্তভাবেই কুড়মি সম্প্রদায়ের সৃষ্ট এবং কুড়মালি ভাষাতেই প্রথম রচিত হয়। একথা বঙ্কিমবাবুও উল্লেখ করেছেন— ‘অস্বীকার করার উপায় নেই যে আহীরা গান কুর্মালি উপভাষাতেই রচিত হয়েছিল।” (ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য, পৃ-৮৩)। আবার ড. সুধীর কুমার করণ তাঁর ‘সীমান্ত বাঙলার লোকযান’ গ্রন্থে অহিরা গানের পরিচয় দিতে গিয়ে পাদটীকায় বলেছেন— ‘মানভুম জেলার উত্তর সীমান্তে, হাজারীবাগ এবং সাঁওতাল

পরগণার আহির গোয়ালাদের মধ্যে খোট্টা বাঙলায় অথবা মগহী ভাষায় অথবা মিশ্র মৈথিলীতে এই ধরনের গান প্রচলিত' (পৃ- ৮৩)। কিন্তু ঐ একই পাদটীকায় তিনি বলেছেন— 'সীমান্ত বাঙলার মাহাতো সম্প্রদায়ই মূলত এই সমস্ত গানের প্রচলন করে। কুর্মালী উপভাষিক অঞ্চলেই এই সব গানের জন্ম, একথা নিশ্চিত'। অন্যত্রও একথার সমর্থন মেলে— 'ইসব গান মাহাতদের আপনা খবর কহতি হৈ। লেকিন মাঝি, মোহানি, মাহাতো, সভেঁকার গানা, কথা, কহবৎ মিলজুলকে এক অখন্ড সংস্কৃতি বন গৈল। হামে কহব, ই আচ্ছাই হুয়া।' [৫] সুতরাং যাঁরা অহিরা গানকে গোপালক আভির (গোয়ালা) সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের গোবন্দনা সূচক গান বলেছেন তাঁরাই আবার বলেছেন যে গানগুলি কুর্মালি (কুড়মালি) ভাষায় রচিত হয়েছিল। ফলে একথা মানতেই হয় যে কুড়মালি যাদের মাতৃভাষা সেই কুড়মি সম্প্রদায়ই অহিরা গানের স্রষ্টা। তাছাড়া যে সমস্ত এলাকায় এখন কুড়মালি ভাষার প্রচলন নেই, সেই সমস্ত এলাকাতে অহিরা গীত অবিকৃত কুড়মালি ভাষাতে এখনো গাওয়া হয় কিংবা গানগুলি ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষায় পরিবর্তিত করে গাওয়া হলেও তাতে প্রচুর পরিমাণে কুড়মালি শব্দ রয়ে গেছে। এমনকি সাঁওতালদের সহরায় গানের মধ্যেও কুড়মালি ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়—

> ''হাতে লেলা আরোয়া চাল
> গছা লেলা পাকাল পান
> চালি লেলা আমকি দেবী
> গাইয়ে চুমাই।
> একা চুম্বাই চুম্বাই লাগাল
> দুই চুম্বাই বাড়ায়ে পারি গেলা সিবা বরদা
> আকেকা লো।''[৪]

এই অহিরা গানটি কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার সংমিশ্রণে রচিত। আসলে কুড়মি সম্প্রদায় থেকে গানগুলি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রহণ করেছিল এবং গানগুলির মধ্যে তাদের ভাষার শব্দ ও উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য ক্রমশ স্থান লাভ করেছে। তাছাড়া কুড়মালি ভাষার সঙ্গে মগহী ও মৈথিলী ভাষার আত্মিক যোগ আছে। ভাষাগুলি একই ভাষা-বংশ মাগধী অপভ্রংশ থেকে জাত। ফলে অহিরা গানের ভাষায় মগহী ও মৈথিলীর ছাপ আছে ভেবে মগধ-মিথিলার অধিবাসী আভির (গোয়ালা) সম্প্রদায়ের গান বলে ভ্রম হয়েছে।

'অহিরা' এই অভিধাটি পরবর্তী কালের। আদিতে নাম ছিল সহরই বা সঁহরই গীত। এর মূলে আছে কুড়মালি 'সেঁউরন', 'সেঁহরা' বা 'সহরা' শব্দ। বাঁদনা পরবের আচার-অনুষ্ঠান

এবং অহিরা গীতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শব্দ তিনটির সাজুয্য রয়েছে। 'সেঁউরন' শব্দের অর্থ স্মরণ করা। এই গানগুলির মধ্যে কৃষিজীবী, সামাজিক ও সাংসারিক মানুষের কর্তব্যকর্ম ও আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত সেটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। 'সেঁহরা' শব্দের অর্থ স্নেহ করা বা যতন করা। বাঁদনা বা সহরই পরবে ঘর আঙিনার যেমন যত্ন নেওয়া হয় তেমনই গোরু-মোষ ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রীরও বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়। 'সহরা' শব্দের অর্থ বৃদ্ধি হওয়া। সহরই গীতে ধন-জন-গরু বৃদ্ধির কামনা জানানো হয়। তাই পরবের নাম 'সহরই'—এর নামানুসারেই বলা হত সহরই গীত। পরবর্তীকালে নাম 'অহিরা' গীত হল কেন? এর মূলে রয়েছে গানের শুরুতে উচ্চারিত 'অহিরে' শব্দটি। যেহেতু এই শব্দটি দিয়েই গানের শুরু তাই সমগ্র গানগুলিই অহিরা গান অভিধায় চিহ্নিত। এবার আসা যাক 'অহিরা' শব্দের উৎসে। অহিরা গানের 'অহিরে' শব্দটি একটি সম্বোধন সুচক শব্দ। গানের শুরুতে 'অহিরে' সম্বোধন সুচক শব্দটি ব্যবহৃত হয় বলেই গানের চরণের শেষে আবার 'বাবু হউ' এবং 'গউ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কুড়মালি সম্বোধন সুচক শব্দ 'হেঁরে' বা 'এহেরে' থেকে অহিরা শব্দটি এসে থাকতে পারে। আবার কুড়মালি শিসধ্বনি যুক্ত শব্দ 'হ', 'হিঁ' এবং 'হিঁরে' গরু মোষকে থামাতে বা সম্বোধন করতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু গানগুলি গরু-মোষের উদ্দেশ্যেও বলা হয় তাই ব্যবহৃত সম্বোধন সুচক শব্দ 'হ-হিঁরে' থেকেও 'অহিরে' শব্দটি গঠিত হয়ে থাকতে পারে। অহিরা গান উপস্থাপনের দিক থেকেও দেখা যায় যে, গায়ক অহিরে -এ-এ-এ বলে গাইতে আরম্ভ করলেই সকল বাজ-বাজনা থেমে যায় কিংবা শ্রোতারা নীরব হয়ে যায়। কৃষি ভিত্তিক উৎসবের গানে, বিশেষত কুড়মালি ভাষায় রচিত গানে সম্বোধন সুচক শব্দের ব্যবহার এই অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য গানেও আমরা দেখতে পাই। জাওয়া-করম গানে চরণের শুরুতে স্ত্রীবাচক সম্বোধন সুচক শব্দ (যেহেতু গানগুলি মেয়েরাই গেয়ে থাকে) এহেগ/এহেগে/ অগ (ইঅগ) এবং শেষে বা মাঝে গ/গো বা লো শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ছাড়ি দে অগ আখড়া
বাইরাই দে গ ডালোআ
ইঅগ, নাচি ডেগি ঘারা ঘুরি জাব।

যাই হোক সবদিক দিয়েই 'অহিরে' শব্দটি মানানসই এবং যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

অহিরা গানের বৈশিষ্ট্য

১. অহিরা বা সহরই গীত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন গীত।

২. অহিরা গানগুলি মূলত কুড়মালি ভাষায় রচিত।

৩. অহিরা গানগুলি ভণিতাহীন। ফলে নির্দিষ্টভাবে কোনো রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। বলা যায় এই গানগুলি সামগ্রিক ভাবে সামাজিক সৃষ্টি এবং গানগুলিতে সামাজিক মানুষের বিশ্বাস ও জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে।

৪. অহিরা গান বাঁদনা পরব উপলক্ষে গাওয়া হয়। করম পরবের পরদিন থেকে বুড়ি বাঁদনার দিন পর্যন্ত এই গান গাওয়ার সময়সীমা। বছরের অন্য সময় এই গান গাওয়ার রীতি নেই।

৫. গঠন ও গায়নরীতিতে অহিরা গান প্রধানত প্রশ্নোত্তর মূলক, কোথাও বা কথোপকথন মূলক। তবে এককভাবে দুই বা চার পংক্তির অহিরা গানও রয়েছে। দুই থেকে আট পংক্তির বিস্তৃতি থেকে সুদীর্ঘ পালার আকারেও এক-একটি গান দেখতে পাওয়া যায়। প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত গানগুলি সাধারণত ৪ ।৪ পংক্তির হয়ে থাকে। এ জাতীয় গানগুলির দু'টি অংশ- প্রথম চার পংক্তির অহিরা গানটি প্রশ্নের আকারে উপস্থাপিত এবং পরের চার পংক্তির অহিরা গানটি তার উত্তর। প্রতিটি গানের প্রথম লাইনের শুরুতে সম্বোধন বাচক 'অহিরে' শব্দটি অতিপর্বের মতো ব্যবহৃত হয় এবং শেষে 'রে বাবু হউ'(হো) শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো গানটি গাইবার সময় 'অহিরে' শব্দটির আগে 'ভালা' শব্দটি গায়কেরা যোগ করে থাকেন। অহিরা গান গাওয়ার সময় গায়ক দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির শেষে এসে থামেন। অর্থাৎ একসঙ্গে দু'টি পংক্তি গেয়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। ফলে দুই পংক্তি মিলে একটি চরণ গঠিত হয় এবং দুই পংক্তি মিলে একটি ত্রিপদী গঠিত হয়। সেদিক থেকে দেখলে অহিরা গীতের গঠন ত্রিপদীর মতোই। গানের তৃতীয় পংক্তির মাঝে কখনো কখনো 'ভালা' শব্দ এবং শেষে 'হউ'(হো), 'গউ'(গো) বা 'ভাই' শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং আংশিক বিরতি ঘটে। চতুর্থ

পংক্তির শেষে গায়ক পূর্ণ বিরতি দেন এবং মূল প্রশ্ন, উত্তর বা বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটে।

৬. বিষয়গত দিক থেকে অহিরা গান হল গো-বন্দনার গান। গোরু মহিষের সৃষ্টি, তাদের আচরণ, লালন-পালনের কথা যেমন আছে তেমনই বাঁদনা পরবের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের কথাও অহিরা গানের বিষয়।

৭. অহিরা গানগুলি এই অঞ্চলের আপামর কৃষিজীবী সামাজিক-সাংসারিক মানুষের লোকশিক্ষার এক বিশিষ্ট মাধ্যম।

৮. রচনা কালের দিক থেকে অহিরা গানগুলি বহু প্রাচীন, পূর্ব পুরুষের রচনা। অন্যান্য গানের মতো এই গান নিত্য নতুন রচিত হয় না। (যদিও ইদানিং সামাজিক মাধ্যমে দু-একটি নতুন গান পাওয়া যাচ্ছে)

অহিরা গানের শ্রেণি বিভাগ

বিষয় ও গঠনগত দিক থেকে অহিরা গানগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১. একক গান বা সহরই গীত।

২. কাহিনিধর্মী বা মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গান।

সহরই গীতগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ যায়—

১. লৌকিক বা জীবনমুখী অহিরা গান।

২. অনুষ্ঠানমূলক অহিরা গান।

লৌকিক বা জীবনমুখী অহিরা গানগুলি বিষয় অনুযায়ী দুই ধরনের— আগমনী গান ও শিক্ষামূলক অহিরা গান। অনুষ্ঠানমূলক অহিরা গানগুলি বাঁদনা পরবের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সময় গাওয়ার রীতি। এজাতীয় গানের শ্রেণি বিভাগগুলি হল—

১. তেল দেওয়ার গান।

২. গাই জাগানোর গান।

৩. গাই-গোরু চুমানের গান।

৪. বলদ বা গোরু খুঁটার গান।

কাহিনিধর্মী বা মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক অহিরা গানগুলি পরবর্তীকালের রচনা এবং মঙ্গলকাব্য প্রভাবিত। লোকসমাজে প্রচলিত এজাতীয় অহিরা গান গুলি হল—

১. শ্রীগাই কথা

২. মইসিনি কথা

৩. গটপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং

৪. গরইয়া পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা।

অহিরা গান বারমাস্যা গান নয়। বছরের বিশেষ একটি সময়ে বিশেষ উপলক্ষে গাওয়া হয়। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে প্রচলিত বারো মাসে তেরো পার্বনের সবকটি উৎসবের সঙ্গেই গান অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একটি পরব শেষ হলেই পরেরটির জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়

কথায় ও গানে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে জাওয়া-করম পরব পেরোলেই শুরু হয় অহিরা গান এবং আশ্বিন সংক্রান্তিতে পালিত জিহুড় বা বিজয়া দশমীর পরদিন (যেটি আগে আসে) শুরু হয়ে যায় বাঁদনা পরবের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি পর্বে যে অহিরা গাওয়া হয় সেগুলিকেই বলা যেতে পারে আগমনী বিষয়ক অহিরা গান। আগমনী বিষয়ক অহিরা গানগুলি হল সেই সমস্ত গান যেগুলিতে কিষাণকে মনে করিয়ে দেয় বাঁদনা পরবের কথা—

অহিরে— মাঞ বুঢ়িঞ আনল জিতা জিহুড় রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত আনই করম ডাইর।
গেইআ ধনিঞ আনইএ সহরই পরব ভাই
গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

আরো জানায়—

অহিরে— আসিন বাহিরাইতে কারতিক সামহাইতে রে বাবু হউ
কাঁদে লাগল সিরমনি গাই।
না কাঁদে না খিজু সিরমনি গাই গউ
সঁহরই পরবে দেবউ দুবাধান।।

আগমনী পর্বের গানগুলির বড় অংশ জুড়েই থাকে গোজাতির জন্ম, মর্ত্যে আগমন ও গোজাতির মাহাত্ম্যের কথা। শিক্ষামূলক অহিরা গানগুলি কৃষিজীবী মানুষের জীবন দর্শন লোকশিক্ষার পরম্পরাকে বহন করে চলেছে। এই গানগুলি বাঁদনা পরবের আগমনী পর্যায় থেকে বাঁদনা পরবের শেষদিন পর্যন্ত গাওয়া যায়।

ডহরিয়া / ডহর‍্যা গান : 'ডহর' শব্দের অর্থ পথ। ডহরিয়া বা ডহর‍্যা শব্দের অর্থ পথে চলা। তাই ডহরিয়া গান হল পথে চলার সময়ের গান। ধিঙ্গুয়ান বা ধাঁগড়ের দল গাই-গোরু জাগানোর সময় এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে আরেক গৃহস্থের বাড়িতে যাওয়ার সময় কিংবা বলদ খুঁটার সময় এক বলদ থেকে আরেক বলদের কাছে পৌঁছানোর মাঝের পথটুকুতে যে গান গায় সেগুলিই হল ডহরিয়া গান। ডহরিয়া গানগুলি অহিরা গান নয়। এগুলি আসলে দু-এক কলির চটুল ঝুমুর গান। ডহরিয়া গানের কথায় ও বিষয়ে থাকে স্থুল রসিকতা, কখনও বা কিছুটা অশ্লীলতাও। এইগান গাওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক সম্ভ্রম জানানোর রীতিনীতিতে যেন কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়। ডহরিয়া গানগুলি মূলত ধিঙ্গুয়ান বা ধাঁগড় দলের আনন্দ উচ্ছ্বাসের গান। রাতজাগার ক্লান্তি ও ঝিমুনি যাতে না আসে তার জন্য পথের মাঝে একটু চাঙা হয়ে নেওয়া, একটু ফূর্তি করে নেওয়া। একই ভাবে বলদ খুঁটার সময় নিজেরা যেমন আনন্দ করে তেমনই দর্শকদেরও আনন্দ দেওয়া এর উদ্দেশ্য।

অহিরা গানের সুর ও স্বরলিপি

অহিরা গানের সুরবৈচিত্র নেই বললেই চলে। সব গানই মোটামুটি একই সুরে গাওয়া হয়। বিশিষ্ট লোকশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীভক্তু মাহাত মহাশয় তাঁর 'পুরুলিয়ার বারমাস্যা সঙ্গীত' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ, ১৪১০,পৃ-১২৮) অহিরা গানের যে স্বরলিপিটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি হল—

মামা   পাধানিসা   সা—। — — — সারে।

বলে   অ০হি০   রে০   ০   ০   ০   কাঁ০

২

সারে   সারে   সানি   সাসা। সা-রেগ্রা রেসানিধা পাধামা- পাধা।

হাতো কপি   লাকর জন   ম০রে০   বা০বু০   হো০০০   কোনে

৩

নিনিধানি   পাপা ধাপামা- মা। — মা   পাধানিসা   নিনি।

কপিলাকে আন   ল০না   ভায়   ০ কো   নে-তো০ কপি

৫

ধা-নিধা   পা-ধাপা   মা-পাধা   মাপামা-। মা   পাধা   নিনি ধানি

লা০কে০ দে০শে০   দে০শে০   বাঁটোই০   ত   কোনে   কপিলাকে

৭

পা-ধাপা।   মাপামা—   মা   —   —।

ক০র০   ত০পা০   ল   ০   ন

৯

অহিরা গানের তাল

১. অহিরা তাল : ৪ মাত্রা, ২। ২ ছন্দ

কাটান : তুংধা ধাধা। তুংধা ধাধা। একবার

X ২

ঠেকা : তুং ধাতুং। ধাতুং ধাধা। তুং বাজতে থাকবে

X ২

যতক্ষণ না অন্য অহিরা গাওয়া হয় ততক্ষণ চলতে থাকে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার সময় ডহরিয়া ঝুমুর গেয়ে গেয়ে কাঁঠি তাল বাজাতে বাজাতে যায়।

২. গরু-কাড়া খুঁটানের অহিরা : ত্রিপদী ছন্দ

অহিরে— এতেকদিন জে খালে বাছা কচাঞ খাঁধাঞ রে বাবু হউ
আজি তহর দেখব বলিয়ান।
আগলি মারবে বাছা পেছলি ঘুরবে রে
সিঙে ত বধবে ধিঙ্গুয়াইন।।

খুঁটান তাল : ৪।৪।১০ মাত্রা, ২।২ ছন্দ

মাদল ও ঢোল

কাটান – মাদল : ধাকধাক ধাকধাক। তুংধাক ধাকধাক

X ২

কাটান – ঢোল : তাকাতাকা তাকতাক। ত্রেখেটতাক তাকতাক

X ২

মাদল – ঠেকা : ধাতুং ধাকতুং। ধাধাতুং ধাধাতুং। ধাতুং।

X ২ X

ঢোল – ঠেকা : গেড়েনেটি গেনঝেন। গেজেঘেন গেজেঘেন। গেড়েনেটি

X ২

মাদল : ঠেকা : ১০ মাত্রা, ২।২ ছন্দ

ধাতুং ধাকতুং। তাকতুং ধাধাতুং। তাগেড়গেড় ধাকতুং।

X ২ ৩

ধাধাতুং ধাতুং। তাকতুং ধাধাতুং। ধাতুং

৪ ৫ X

ঢোল : ঠেকা : ১০ মাত্রা, ২।২ ছন্দ

গেড়েনেটি গেনঝেন। তাকঝেন গেজেঘেন। জা–ঘেন তাকঝেন

X ২ ৩

তাকঝেন গেড়েন। তাকঝেন গেজেঘেন। গেড়েনেটি

৪ ৫ X

ডহরিয়া ঝুমুর গানের স্বরলিপি ও তাল :

গান— শালুক ঢেঁটার ঘর তুলেছি করে হেঁকের পেঁকের রে
করে হেঁকের পেঁকের।
ও প্রাণের নিমাইরে কাইল আনেছি পরের বিটি
পাছে ডুবে মরে রে পাছে ডুবে মরে।।

স্বরলিপি—

মাপা পাপা পাধা পা—ধাপা। মাপা পাপা পাধা পা—পাধা।
সালুক ঢেঁঠার ঘরতু লে০ছি০ করে হেঁকের পেঁকের রে০০০
X

মা-পাপা গারে গামা —। সা নিনি ধা-নিধা পাধাপামা।
ক০রে০ হেঁকের পেঁকের ০ ও পানের নি০মাই রে০০০
৩ ৪

মাপা পাপা পাধা পা—পাধা। মা—পামা গারে গামা মা।
কাইলা নেছি পরের বি০টি০ পা০ছে০ ডুবে মরে রে
৫

মা— পামা গারে গামা —।
পা০ছে০ ডুবে মরে ০
৭

তাল— ৮ মাত্রা, ২। ২ ছন্দ

ঠেকা— ৮ মাত্রা, ২। ২ ছন্দ

তুং ধাধা। ধাতুং তাক। ধাতুং ধাধা। ধাতুং তাক। তুং ধাধা

X ২ ৩ ৪

কাটান— ৮ মাত্রা, ২। ২ ছন্দ

ধাতুং তাকধা। তুংতাক ধাধা। তুংতা খেটতাক। তিনতাক তিনতাক

X ২ ৩ ৪

একবার বাজিয়ে ঠেকা বাজাতে হয়। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা পরিবর্তন হয়। অহিরা তালের কাটান থেকে আরম্ভ করে পরপর বাজনা বাজাতে হয়। যেমন— ঢোলের বাজনার—

কাটান: তাকতাক তাকতাক। ত্রেখেটতাক তাকতাক

X ২

ঠেকা: গেড়েনেটি গেজেঝেন। তাকঝেন গেজেঝেন

X ২

গেড়েনেটি অথবা ঠেকা ৮ মাত্রা, ২/২ ছন্দ।

X

গেড়েনেটি গেজেঝেন। তাকঝেন গেজেঝেন। জা— ঘেন তাকঝেন।

X ২ ৩

তাকঝেন গেজেঝেন। গেড়েনেটি ঘুরে ফিরে বাজানো হয়।

৪ X

** ছন্দ ও তাল মাত্রাগুলি শ্রীভক্তু মাহাত রচিত 'পুরুলিয়ার বারমাস্যা সঙ্গীত' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অহিরা গান : কৃষিজীবী মানুষের জীবন দর্শন ও লোকশিক্ষার পরম্পরা

কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষের গীত বা গানই হল জীবন। বারো মাসে তেরো পার্বনের সবকটি উৎসবের সঙ্গেই গান অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। হাঁটতে-চলতে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে করতে, পূজা-পার্বন উৎসবে সকল স্থানেই গীত। গীতগুলি কেবল উৎসবের দিনগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। উৎসব শুরু হওয়ার আগে থেকেই গাওয়া হয়। আসলে একটি পরব শেষ হলেই পরেরটির জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় কথায় ও গানে। তাই দেখা যায়—মনসা পূজা পেরোলেই জাওয়া-করম গান গাওয়া শুরু হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে জাওয়া-করম পরব পালিত হলেও তার সাত বা নয় দিন আগে থেকেই জাওয়া পাতা হয় এবং আখড়াতে নাচগান শুরু হয়। করম পেরোলেই শুরু হয় অহিরা গান এবং আশ্বিন সংক্রান্তিতে পালিত জিহুড় বা বিজয়া দশমীর পরদিন (যেটি আগে আসে) শুরু হয়ে যায় বাঁদনা পরবের প্রস্তুতি। একইভাবে পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু পরব পালিত হলেও টুসু পাতা হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে এবং পুরো পৌষমাস জুড়েই প্রতি সন্ধ্যায় টুসুগান গাওয়া হয়। জাওয়া-করম, টুসু বা অহিরা সব গীতই এই অঞ্চলের মানুষের জীবনবোধে পরিপুষ্ট। যখন প্রথাগত শিক্ষার আলো এই অঞ্চলে পৌঁছায়নি, তখন এই সমস্ত গানগুলিই ছিল লোকশিক্ষার প্রধান মাধ্যম। সামাজিক রীতি-নীতি, জীবনদর্শন সবই তুলে ধরা হত গানে গানে। লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অহিরা গানের গুরুত্ব অপরিসীম।

অহিরা গানের প্রধান উপজীব্য বাস্তব কাহিনি, বাস্তব বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা। কল্পনা নয়, সংসারের বাস্তব নরনারী এর প্রধান লক্ষ্য। তাই সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখের কথা সহজ সরল নিরলংকৃত ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। কেবল মানুষ নয়, পশুপাখি, গাছপালার কথাও এগানের উপজীব্য। অহিরা গানের বিষয় বস্তুতে বৈচিত্র্য আছে। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের কৃষিজীবী-আদিবাসী সমাজের বাস্তব সংসারের বিভিন্ন খুঁটিনাটি কথা এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুর্বপুরুষ তথা বড়দের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান উত্তরপুরুষ

তথা বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াই হল অহিরা গানের প্রধান উদ্দেশ্য। দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত পরিচিত বস্তু ও জীবনাচরণগুলি পরিবারের বা সমাজের ভাবী কর্ণধাররা কতটুকু জানে বা বোঝে তা জানবার জন্যই যেন ধাঁধাঁর আকারে প্রশ্ন করা হয়, পরে উত্তরটাও জানিয়ে দেওয়া হয়। এ হল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া।

অহিরা গানের প্রাথমিক বিষয় হল 'সিরি (শ্রী) গাই কথা', 'মহসিনি কথা', 'গটপুজা ও গরইয়া পুজার মাহাত্ম্য' বর্ণনা। এই অংশে কৃষিজীবী মানুষকে গো-ধনের প্রতি যত্ন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শ্রীগাই-এর অবহেলার ফলে কীভাবে মানুষের দুর্দশা নেমে আসে, কাহিনির মধ্য দিয়ে তা তুলে ধরা হয়েছে। তাই গরু বৃদ্ধ হলেও অবহেলা করতে নেই। ধনের গর্ব বিনাশের কারণ হয়। ধন থাকলেও পরিশ্রম করে যেতে হয়। ধনহীন ব্যক্তিকে মহাজনেরা কীভাবে শোষণ করে তার কথাও বলা হয়েছে—

অহিরে— একঅ কাঠঅ দেউঅব দিঅ কাঠঅ দেউঅব বাবু হউ
তিনঅ কাঠে বধব পরান।

এই অংশ থেকে আরো দু'একটি গানের প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরা যেতে পারে-

১. 'বুঢ়া বাপকে সেঁউরই সারাখন।'

২. 'মাঞ বিনু দুনিআ আঁধার।'

৩. অহিরে— ধনেক ফুটানিঞ তহরা ভুললাইহা সিরি গেইআ বাবু হউ
বিসরঅলাইহা আদরেকা মাঞ।
সেঁহ দসে আইজ এসন দসা গউ
মনে মনে ঠানি দেখা নঅ।।

৪. অহিরে— ধনেক গরব ভালা পাপেক কারনঅ রে বাবু হউ
এহে কথা খেআল রাখি চলবে ডহর গউ
ধন লকখিঞ নিঁ ছাড়তউ ঘার।। —ইত্যাদি

অহিরা গানের প্রধান অংশ হল 'সহরই গীত' নামে চিহ্নিত গানগুলি। বহুমাত্রিক এই গানগুলি বাঁদনা বা সহরই পরবের মূল তাৎপর্যকে আপামর মানুষের কাছে তুলে ধরে। কৃষিজীবী, শ্রমজীবী সাংসারিক সামাজিক মানুষকে তার জীবনাচরণের বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, এই গানগুলি কেবল বাঁদনা পরবের পাঁচ বা সাতদিন মাত্র গাওয়া হয় না। গানগুলি গাওয়া শুরু হয় কোথাও করমের পর থেকেই, কোথাও বা জিহুড় কিংবা বিজয়া দশমীর পর থেকেই। স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় সহরই পরবের কথা—

অহিরে—   আসিনঅ বাহিরাইতে কারতিক সামহাইতে রে বাবু হউ
কাঁদে লাগল সিরমনি গাই।
না কাঁদে না খিজু সিরমনি গাই গউ
সঁহরই পরবে দেবউ দুবাধান।।

কিন্তু এই যে নানান পরব-অনুষ্ঠান, সেগুলি কে আনল?

অহিরে—   কনেহি আনইএ জিতা জিহুড়অ রে বাবু হউ
কনেঁ তঅ আনই করম ডাইর।
কনেহি আনইএ সহরই পরব ভাই
গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

অহিরা গান কৃষিজীবী মানুষের পরব-তিহারের পরম্পরার দিকটি তুলে ধরে জানায়—

অহিরে—   মাঞ বুড়িঞ আনল জিতা জিহুড় রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত আনই করম ডাইর।
গেইআ ধনিঞ আনইএ সহরই পরব ভাই
গাহা গিতা সঁগঅ সাথ।।

অর্থাৎ পুর্বপুরুষদের আচরিত এই পরবগুলি আমাদেরও সমবেতভাবে করতে হবে, ঐতিহ্যকে রক্ষা করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কৃষিজীবী মানুষের সম্পদ গোরু-মোষ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং মানুষকে তাঁর উপহার সেকথাও জানায় অহিরা গান—

অহিরে—   ইসসরে গে গাইআ সিরিজলউ বাবু হউ
আজা বুঢ়াঞ তকে আনলউ নাভাই।
আজি বুড়িঞ গে গাইআ ঘারে ঘারে বাঁটলউ
ঘারে ঘারে দেলউ ছপলাই।।

ঈশ্বর প্রদত্ত এই গো-ধন, তাকে মানুষ কেমনভাবে দেখবে? অহিরা বলে—

অহিরে—   আউএ ন রে বাছুরা সঁগঅ ধরি বসবঅ বাবু হউ
তঁহি হেকিস সহদরঅ ভাই।
তরহিঁ সঁগা ধরি জিনগানি পুহাঅবঅ
গাহবঅ সুখঅ রে দুখ।।

গোরু কৃষিজীবী মানুষের সহোদর ভাইয়ের মতো। তারা তাদের জীবন সংগ্রামে যেন একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। তাই গোরুর যত্ন নেওয়া, তাদের দেখভাল করার কথা বলে অহিরা গান—

অহিরে— কাহাঁহি অহিরাঞ গেইআনি চরাউঅই রে বাবু হউ
কাহাঁ অহিরাঞ পানিআ পিআই।
কাহাঁ অহিরাঞ গেইআনি গঠাউএ গউ
কতিখনে ঘারা ত ঘুরাই।।

অহিরে— রনে বনে অহিরাঞ গেইআনি চরাউঅই রে বাবু হউ
মালাদহে অহিরাঞ পানিআ পিআই।
বড়া পিঁপড়অ তরে অহিরাঞ গেইআনি গঠাউএ গউ
সাঁঝে অহিরাঞ ঘারা ত ঘুরাই।।

গোরু-মোষকে যত্ন নেওয়ার প্রসঙ্গেই অহিরা গান কিষাণকে স্মরণ করিয়ে দেয় বৎসরান্তে গো-বন্দনার কথা, বাঁদনা পরবের কথা, গোরু-মোষ যার জন্য অপেক্ষা করে থাকে—

অহিরে— নিরন মাসে গেইআ ছপলি চরলউ বাবু হউ
রপা মাসে লেলউ গুটিআই।
ভাদর জে মাসে গাই কচি ঘাঁসঅ ভাঁগতউ
কাটেইন মাসে লেতউ দুবা ধান।।

গ্রীষ্মকালে গোরু মোষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে চরে বেড়ায়, রপা মাস অর্থাৎ চাষের সময় এক জায়গায় গুটিয়ে চরাতে হয়, ভাদ্রমাসে খেত খামারের কচি ঘাস কেটে খাওয়াতে হয় আর কার্তিক মাসে ধান-দুর্বা দিয়ে বন্দনা করতে হয়। কারণ—

অহিরে— বেটি ছউআঙ সেউএ ভাদর মাস ভাই
গেইআ ধনিঞ সেউএ কাটইন মাস।।

এই অঞ্চলের মেয়েরা ভাদ্রমাসের অপেক্ষা করে আর গোরুমোষ অপেক্ষা করে কার্তিক মাসের। কেন এই অপেক্ষা—

অহিরে— করম লাইএ সেউরইএ ভাদরঅ মাস ভাই
সঁহরই লাইএ সেউরএ কাটইন মাস।

মেয়েরা অপেক্ষা করে ভাদ্রমাসে করম পরবের জন্য আর গোরু অপেক্ষা বাঁদনা বা সহরই

পরবের জন্য। সুতরাং কার্তিকমাসের অমাবস্যায় বাঁদনা পরব পালন করা সকলের অবশ্য কর্তব্য। কীভাবে পালন করতে হবে তারও খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে অহিরা গানে। বাঁদনা পরবের কোন তিথিতে গোরু-মোষকে তেল দিতে হবে, কবে গাই জাগানো হবে, কবে গাই-গোরু চুমাতে হবে অহিরা গান কিযানকে জানিয়ে দেয়—

অহিরে— তের দিনেক চাঁদে তেলা লাগাউঅল বাবু হউ
চউদঅ দিনে ঘাউআ মানি জাই।
আমাবইসাক জে তিথে অহিরাঞ গেইআ জাগাউএই ভাই
পহিল চাঁদে দেলা দুবা ধান।।

ত্রয়োদশীতে গোরুমোষের শিং-এ তেল দিতে হবে, পরের দিন ঘাউআ, আর কার্তিকী অমাবস্যার রাতে গাই জাগানো এবং পহিল চাঁদ অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে গাই-গোরুকে চুমাতে হবে। কীভাবে এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করতে হয় সেকথাও অহিরা গীতের মধ্য দিয়েই জানানো হয়—

অহিরে— সিঁঘে লেবে বরদা তেল সিঁদুরঅ রে বাবু হউ
মুড়ে লেবে ধান সিস।
গড়েঁ লেবে ভালা ঝারি ঝরনাক পানি হউ
সুপেহিঁ লেবে দুবা ধান।।

কীভাবে গাই জাগাবে—

অহিরে— বাজবাজনাঞ জাগাউবউ জে ঘারা কিসানা রে বাবু হউ
গুঁড়ি দেইএ জাগাউবউ সিরি গাই।
দেইএ জাগাউবউ ধনেকরঅ ভাঁড়ার ভাই
জাগি জাহউ আমাবইসাক রাইত।।

জাগরণ কেবল গোরুমোষের নয়, গৃহস্থ কিষাণেরও। এর ফল লক্ষ্মীলাভ, ধনবৃদ্ধি। অহিরা গান তাই কিযানকেও জাগরণের আহ্বান জানায়—

অহিরে— জাগে মাঞ ভগবতী জাগে মাঞ বসুমতি
পড়ি গেলা অমাবইসাক রাইত।
জাগে কা পতিফল দেবে গউ মা লকখি
রহত তর ঘারে সিঁগালাক।।

অহিরে— জাগে মা লকথি জাগে মা ভগবতি

জাগহ আজি আমাবস্যাক রাইত।

জাগে কা পতিফল দেবে হউ গরইআ

পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই।।

যারা গাই জাগায় কিংবা নিজেরা জাগে তারা তার প্রতিফল পায়। কেবল অমাবস্যার রাতই নয়, কিষানকে সারা বছরই নির্দিষ্ট সময় জাগতে হয়- চন্দ্রসূর্যের মতোই নিয়ম মেনে। একটি অহিরা গানে সেকথাই বলা হয়েছে—

অহিরে— সাঁঝে বিহানে জাগইএ চনদা সুরুজ রে বাবু হউ

আধা রাতিঞ জাগই ধেনু গাই।

ভিনসারে জাগইএ ঘারা কিসানা ভাই

গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

সন্ধ্যায় জাগে চন্দ্র, সকালে সূর্য। আর মাঝরাতে জাগে গাই, তার সন্তানকে দেখতে। ভিনসারে অর্থাৎ ভোররাতে কিষানকে জাগতে হয় গোরুমোষকে খড় দিয়ে পরিচর্চা করতে হয়। সকালে মাঠে যাওয়ার আগে দেখে নিতে হয় তারা সুস্থ আছে কিনা।

অমাবস্যার রাতে ধিগুঁইয়ানরা আসে গাই জাগাতে। তাদের যথাযথ সম্মান করা গৃহস্থের কর্তব্য—

অহিরে— বনে বাদাড়ে নাচতঅ ইঁদুরঅ বাঁদরঅ রে বাবু হউ

আঁগনাঞ নাচতঅ ধিঁগুআইন।

মুনা চুকাঞ নাচতঅ আনা চারি পইসা ভাই

সেহ পইসা ধিঁগুআনিক লাই।

সেহ পইসা দেইএ ভউজি করবে বিদাই গউ

এরিআক পেরিআ রহি জাতউ নাম।।

বাঁদনা পরবে বাড়ির মহিলাদেরও নির্দিষ্ট কাজ থাকে। কে গুঁড়ি কুটবে, কে চোক (চালগুঁড়ির আলপনা) পুরবে বা কে গোরু চুমাবে তার নির্দেশও রয়েছে অহিরা গানে—

অহিরে— কনঅ সুরঁগিঞ ভালা গুঁড়ি কুটঅই রে বাবু হউ

কনঅ সুরঁগিঞ গুঁড়ি ঝাড়ই।

কনঅ সুরঁগিঞ পুরই গজমতি চউক গউ

কনঅ সুরঁগিঞ দেই দুবা ধান।।

অহিরে— বহু সুরঁগিঞ ভালা গুঁড়ি কুটই রে বাবু হউ
বহিনি সুরঁগিঞ গুঁড়ি ঝাড়ই।
ভউজি সুরঁগিঞ পুরই গজমতি চউক গউ
মাঞে তঅ দেই দুবা ধান।।

অহিরা গানে পারিবারিক সম্পর্ক ও পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং বন্ধনের কথাও বলা হয়েছে। গৃহস্থ কিষাণের জীবনে গোরুমোষ, মা-বোন ও স্ত্রীর গুরুত্ব কতখানি তা অহিরা গানের মধ্য দিয়েই কিষাণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত অহিরা গানটি দেখলেই তা বোঝা যায়—

অহিরে— বেচিহিঁ বেচিহিঁ সঞআ সুরঅধনি মইসিনি বাবু হউ
লেইএ লিহিঁ জড়া ধেনু গাই।
বেরা উগাঞ বাহরাবে বেরাডুবাঞ সামহাবে গউ
বড়ি সুখে বিতব জে রাইত।।

স্বামী রাত থাকতেই কাড়া-মোষ নিয়ে মাঠে চলে যায়। বঞ্চিত স্ত্রী তাই মোষ বিক্রি করে গাই কিনতে বলেছে। এতে পুরো রাতটাই সে স্বামীকে পাশে পাবে। কিন্তু স্বামী তা চায় না। তাই বলে—

অহিরে— তকেহিঁ বেচবঅ ধনি মইসি নেহি বেচবঅ বাবু হউ
লেইএ লেবঁ জড়া মইসিনি।
আধা রাতিঞ বাহরাবঅ পহর রাতিঞ সামহাবঅ গউ
ভিনসারে খাব দুধা ভাত।।

স্বামীর কাছে স্ত্রী অপেক্ষা মহিষ প্রিয় এবং সে স্ত্রীকে বিক্রি করার কথা ভাবতে পারে কিন্তু মহিষকে বিক্রি করবে না একথা শুনে স্ত্রী মর্মাহত হয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় সংসারে ও তার জীবনে নিজের গুরুত্বের কথা—

অহিরে— মকে বেচলে সঞা কনে কনে দেতউ রাধিঁ রে বাবু হউ
কনে তকে করতউ সুসার।
কনেহি রে সঞা সঁগে সাথে বুলতউ গউ
কনে তকে পাড়তউ টকাইর।।

উত্তরে কিযান স্বামী জানায় যে মা তাকে রান্না করে খাওয়াবে, বোন সেবা যত্ন করবে, তার হাতের লাঠি তার সঙ্গে ঘুরবে এবং বাঁশি তার সঙ্গে কথা বলবে—

অহিরে— মাঞ বুড়িঞ গে ধনি রাধিঁবাঁটি দেউঅতই রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত করতঅ সুসার।
আড়রি পাড়রি ঠেঁগা সঁগে সাথে বুলতউ গউ
বাঁসিআঞ ত পাড়অতি টকাইর।।

স্ত্রী স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয় স্বামীর জীবনে মা, বোন, লাঠি এবং বাঁশির ক্ষণস্থায়িত্ব—

অহিরে— মাঞ বুড়ি রে সঞা মরি হারাই জাউঅতউ রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত জাতউ সসুর ঘার।
আড়রি পাড়রি ঠেঁগা ভাঁগিভুঁগি জাউঅতউ গউ
বাঁসিআঞ ত ঘুনঅ লাগি জাই।।

জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই মা একদিন ছেড়ে চলে যাবেন, সংসারের নিয়মে বোন চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। আর বাঁশের লাঠি বা বাঁশি হয় ভেঙে যাবে কিংবা ঘুন ধরে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামীর জীবনে সুখে দুঃখে, কাজেকর্মে পাশে থাকবে তার স্ত্রী। সুতরাং মা ও বোনের প্রতি মমত্ব স্বীকার করেও স্ত্রীর ভূমিকাকে স্মরণ করায় অহিরা গান।

অন্যদিকে নারীর জীবনে তার মা, বাবা, ভাই ও স্বামীর গুরুত্ব কতখানি- অহিরা গান সেটাও তুলে ধরে—

অহিরে— কনে জে দেতউ ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
কনে ত দেতউ ধেনু গাই।
কনে জে দেতউ ভালা দিঅ কানে সনা গউ
কনে দেতউ সিঁথেকে সিঁদুর।।

অহিরে— মাঞে জে দেতউ ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
বাপে ত দেতউ ধেনু গাই।
দাদাঞ জে দেতউ ভালা দিঅ কানে সনা গউ
সঞাঞ দেতউ সিঁথেকে সিঁদুর।।

মা মেয়েকে রংবেরঙের শাড়ি দেবে, বাবা দেবে ধেনু গাই, দাদা বোনকে অলংকারে সাজিয়ে দেবে আর স্বামীর কাছ থেকে সে পাবে মাথায় সিঁথের সিঁদুর। নারীর জীবনে এগুলির মধ্যে মহামূল্যবান কোনটি? অহিরা গান জানায়—

অহিরে— ছিঁটি ফাটি জাতউ ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
মরি হেজাই জাতউ ধেনু গাই।
বিকি কিনি খাতউ ভালা দিঅ কানে সনা গউ
রহি জাতউ সিঁথেকে সিঁদুর।।

মায়ের দেওয়া শাড়ি একদিন ছিঁড়ে যাবে, বাপের দেওয়া গাই মরে বা হারিয়ে যাবে, অভাবের দিনে হয়তো দাদার দেওয়া কানের সোনা বিক্রি হয়ে যাবে, কিন্তু নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ অহংকার স্বামীর দেওয়া সিঁথির সিঁদুর থেকে যাবে। নারীর জীবনে স্বামীর দেওয়া সিঁথির সিঁদুরের গুরুত্ব আরেকটি গানে তুলে ধরাহয়েছে—

অহিরে— কনঅ জে ফুলা ভালা অরিধনঅ পরিধনঅ রে বাবু হউ
কনঅ ফুলা নিতেই রে আহার।
কনঅ জে ফুলা ভালা চিকন চাকন গউ
কনঅ ফুলাঞ রাখলঅ সংসার।।

অহিরে— কাপাসঅ জে ফুলা ভালা অরিধনঅ পরিধনঅ রে বাবু হউ
ধান ফুলা নিতেই রে আহার।
রাইঅ সরিসাক জে ফুলা ভালা চিকন চাকন গউ
সিঁদুর ফুলাঞ রাখলঅ সংসার।।

এইভাবেই অহিরা গান পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে সবার পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতাকে তুলে ধরে এবং পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখতে শেখায়। পরিবারে একেক জনের অনুপস্থিতি যে শূন্যতার সৃষ্টি করে অহিরা গান সেটা তুলে ধরেছে—

অহিরে— কনে মরঅলে অহিরা কাঁনচঅ কুঁঅর রে বাবু হউ
কনে মরঅলে রে টুঅর।
কনে মরঅলে অহিরা বাঁহিক বলঅ টুঁটই হউ
কনে মরঅলে সুনা ঘার।।

অহিরে— বাপঅ মরঅলে অহিরা কাঁনচঅ কুঁঅর রে বাবু হউ
মাঞ মরঅলে রে টুঅর।
ভাই মরঅলে অহিরা বাঁহিক বলঅ টুঁটই হউ
ভউজি মরঅলে সুনা ঘার।।

কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা আর প্রাত্যহিক জীবনের উপলব্ধ জ্ঞান থেকেই এই মর্মকথা প্রকাশিত হয়েছে যে পিতার মৃত্যুতে মানুষ নাবালক, মায়ের মৃত্যুতে অনাথ হয়ে যায়। ভাইয়ের মৃত্যুতে বাহুবলের হানি হয় আর অসময়ে স্ত্রীবিয়োগ ঘটলে সমস্ত সংসার শূন্য হয়ে যায়। সুখের সংসার হয়ে ওঠে গভীর বেদনার। সাংসারিক মানুষের এরকম অসহায়ত্বের দিকটি তুলে ধরে যে শিক্ষা গানে গানে তুলে ধরা হয়েছে তা তুলনাহীন।

অহিরা গানের মধ্যদিয়ে কৃষিজীবী মানুষের জীবনদর্শনের কথাও সঞ্চারিত হয় বংশ পরম্পরায়। বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, মান-অভিমান, আশা-নিরাশার পাশাপাশি নশ্বরজীবনের নানান দিক তুলে ধরা হয়েছে। একটি অহিরা গানে প্রকাশিত হয়েছে ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনের কথা—

অহিরে— মানব জনম ভালা ঝিঙা ফুলেক কলি রে বাবু হউ
সাঁঝে ফুটে বিহানে মলিন।

মানুষের জীবন ঝিঙাফুলের মতো। ঝিঙাফুল সন্ধ্যা বেলায় ফুটে আর সকালেই ঝরে যায়। তার আয়ু মাত্র একরাতের, তবু সে এই অল্প সময়েই নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরে এবং অন্যদের আকৃষ্ট করে। মানুষের জীবনও তো কয়েকটা বছরের জন্য মাত্র। জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু হবেই। এই সহজ সত্যটিকে মনে রেখেই নিজেকে সৎ ভাবে সমাজে মেলে ধরতে হবে, সকলের শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে হবে।

মরণশীল মানুষের কথা আরেকটি গানে তুলে ধরা হয়েছে—

অহিরে— সভে পরব ভালা ঘুরি ফেরি আউঅএ রে বাবু হউ
নেহি ঘুরেই মরল মানুস।
ঘুরি বছর বাঁচবঅ এহে আঁগনাঞ নাচবঅ
মরলে দুনিয়া আঁধার।।

মরণশীল মানুষ কে কখন মরবে কেউ জানে না। আর একবার মরে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। কিন্তু পালা-পার্বনগুলি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বারবার ফিরে আসে। অমাবস্যার রাতে গাই জাগাতে আসা লোকেরা গৃহস্থের কাছে এই বাস্তব সত্যটিকে তুলে ধরে।

অহিরা গান যেমন পারিবারিক নিবিড় বন্ধনের কথা বলে তেমনই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত গভীর কঠিন-কঠোর বাস্তবকেও তুলে ধরে যা স্বাভাবিক। নীচের গানটি লক্ষ্য করা যাক—

অহিরে— কনে ত কাঁদেই ভালা জনম জনম রে বাবু হউ
কনে ত কাঁদেই ছঅ মাস।
কনে ত কাঁদেই ভালা ডেড় পহর রাতি গউ
সিঁদুরে কাজরে টলমল।।

পরিবারের যে কারোর মৃত্যুই গভীর বেদনার। তবে সেই বেদনা সবার মনে সমান অভিঘাত সৃষ্টি করে না। কেউ সারা জীবন তা বয়ে বেড়ায়, কারো মনে বা ছয়মাস স্থায়ী হয় আবার কেউ বা নিঝুম রাতে বিনিদ্র অবস্থায় কাটায় শোকে মূহ্যমান হয়ে। কে তারা? অহিরা গান বলে—

অহিরে— মাঞ বুঢ়ি কাঁদেই ভালা জনম জনম রে বাবু হউ
বহিনি ত কাঁদে ছঅ মাস।
পরেক বেটি কাঁদেই ভালা ডেড় পহর রাতি গউ
বহুজিকর আঁখিহু নি লর।।

সন্তানের মৃত্যুতে শোকাতুর মা আজীবন সন্তানের জন্য কাঁদে। বোন সহোদর ভাইকে সহজে ভুলতে পারে না, ছয়মাস পর্যন্ত চোখের জল ফেলে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর জগৎ-সংসারে নেমে আসে অনিশ্চয়তার অন্ধকার। নিজের ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন ও নিরাপত্তার কথা ভেবে শোকাতুরা স্ত্রীর চোখের জল থামতেই চাই না। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে মধ্যরাতেও। আর বউদিদের চোখে হয়তো বা একফোঁটাও জল আসে না।

অহিরা গান অল্পকথায় সহজ ভাষায় মানুষের জীবনদর্শনকে যেভাবে তুলে ধরে তা তুলনাহীন। বিত্তহীন, বছরের বেশিরভাগ সময়ে অভাবগ্রস্থ মানুষের কাছে ধন নয়, অন্য কিছুর গুরুত্ব অনেক বেশি। একটি অহিরা গানে তাই গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করে—

অহিরে— কিআ বিনু গে মালিন অঁগগঅ বিরঁগগঅ রে বাবু হউ
কিআ বিনু কেসঅ রে মলিন।
কিআ বিনু গে মালিন সিঁথে ধুরা উড়অএ গউ
কিআ বিনু দুনিআ আঁধার।।

কিসের অভাবে দেহের রঙ বিবর্ণ হয়, মাথার চুল অবিন্যস্ত আলুলায়িত থাকে, কেনই বা সিঁথের সিঁদুর মুছে যায় কিংবা দুনিয়াটা আঁধার হয়ে যায়? ধন সম্পত্তির অভাবে? না, অহিরা গান জানায়—

অহিরে— অননঅ বিনু গে ধনি অঁগগঅ বিরঁগগত রে বাবু হউ
তেলঅ বিনু কেসঅ রে মলিন।
সঞা বিনু গে মলিনঅ সিঁথে ধুরা উড়অএ গউ
পুতা বিনু দুনিআ আঁধার।।

দেহ সৌন্দর্যের জন্য সুষম খাদ্য প্রয়োজন। তাই খাদ্যের অভাবে দেহের রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়। তেলের অভাবে মাথার চুল উসকো খুসকো দেখায়। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর সিঁথের সিঁদুর মুছে যায় আর পুত্রের অভাবে দুনিয়াটা আঁধার বলে মনে হয়।

অহিরা গানে উচ্চারিত হয়েছে জগৎ ও জীবনের নানান চিরন্তন সত্য কথা। পার্থিব বস্তুর ক্ষণস্থায়ীত্বকে সহজ-সরলভাবে সুরেলা কথায় এমনভাবে তুলে ধরেছে যা কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের মনে সহজেই গেঁথে যায়। পার্থিব বিষয়-আশয়ে নিমজ্জিত, আত্মসুখে বিভোর মানুষের দিকে অহিরা গান প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়—

অহিরে— কেথিক লাগি ভালা আঁচির পাঁচিরঅ রে বাবু হউ
কেথিক লাগি ধন বিসই।
কেথিক লাগি ভালা সনাক অঁগঅ দেহ ভাই
কেথিক লাগি ভবেরই বাজার।।

উত্তরটাও জানিয়ে দেয়—

অহিরে— দেখন সভাক লাগি ভালা আঁচির পাঁচিরঅ রে বাবু হউ
নামেক লাগি ধন বিসই।
কামেক লাগি ভালা সনাক অঁগঅ দেহ ভাই
ফুর্তিক লাগি ভবেরই বাজার।।

ঘরবাড়ি ইত্যাদি কেবল লোক দেখানোর জন্য, আর নামের জন্য ধন। কাজের জন্যই আমাদের দেহখানি আর এই ভবসংসার হল আনন্দ করার আখড়া। তাই মানুষের জন্য কাজ করে আনন্দে দিন কাটানোই হল আসল। ক্ষণস্থায়ী মরণশীল জীবনের চরম সত্যকে তুলে ধরেছে অহিরা গানটির শেষ অংশ—

অহিরে— আঁচির পাঁচির ভালা ভাগিঁচুরি জাতউ রে বাবু হউ
ধন বিষয় উড়ি চলি জাই।
সনাক অঁগঅ দেহ ভালা মাটিঞ মিলাতউ গউ
রহি জাতউ ভবেকেরি বাজার।।

তাই তো অহিরা এককথায় বলে দেয়—

অহিরে— মানব জনম ভালা ঝিঙা ফুলেক কলি রে
সাঁঝে ফুটে বিহানে মলিন।

এইভাবেই দেখা যায় জগৎ ও জীবনের বাস্তব সত্য ও জ্ঞান সুরেলা অহিরা গীতের মাধ্যমে আপামর মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। শ্রমজীবী কৃষক মেহনতী নিরক্ষর মানুষও জানত গো-পূজার তাৎপর্য, সংসারে নিজের কর্তব্য কর্ম, জীবনের সার সত্যকে। প্রথাগত শিক্ষার জগৎ থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী এই সমস্ত মানুষ বংশ পরম্পরায় এইভাবেই তাদের ঐতিহ্যকে লালন পালন করে উত্তর পুরুষের কাছে হস্তান্তর করে চলেছে। সুদৃঢ় করেছে তার পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে প্রকৃত শিক্ষা কী তা বলতে গিয়ে বলেছেন— 'চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্য্যে উৎসাহ— এই শিক্ষায় শিক্ষা।' তিনি একথাও বলেছেন যে— 'বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া' বা 'ব্যাকরণ জ্যামিতিতে' সে শিক্ষা হয় না। তাহলে উপায়? উপায় হল লোকশিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষার নানাবিধ উপায়ের কথা বলতে গিয়ে 'কথকতা'র কথা বলেছেন এবং আক্ষেপ করে বলেছেন- 'সেদিনও ছিল— আজ আর নেই'।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি করে আমরাও বলতে পারি যে, মানভূম তথা ছোটনাগপুর অঞ্চলে সুদূর অতীত থেকে লোকশিক্ষার অনেক উপায় ছিল। যেমন— রাত কহনি, ভাঙান কহনি, বিভিন্ন লোকগান— টুসু, ভাদু, ঝুমুর, অহিরা প্রভৃতি। অহিরা গান প্রাচীনত্বের দিক থেকে কথকতারও পূর্বের, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মুক্ত অনার্য জনজাতির সৃষ্ট। অহিরা গানের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত যে প্রকৃত শিক্ষা তা অহিরা গানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হত। সমাজের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমাজ ও সংসারের জ্ঞান লাভ করত অহিরা গানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে কথকতার মতো অহিরা গানও আজ বিলুপ্ত প্রায়। একদিকে একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের ভাঙন ও কৃষি জমির ছোট ছোট জোতে বিভাজনের ফলে কৃষি নির্ভর মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কৃষককে কৃষির পাশাপাশি অন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হচ্ছে। কৃষক ও কৃষিশ্রমিক অন্যান্য শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। ফলে প্রতিটি পরিবারে আগের মতো গাই-গোরু-মোষ পালন করা সম্ভব হচ্ছে না, প্রয়োজনও পড়ছে না। কেননা, কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার হাল-বলদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়েছে। ফলস্বরূপ গোরু-মোষকে কেন্দ্র করে মানুষের আবেগও আর আগের মতো নেই। তাছাড়া প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের দল চিরাচরিত লৌকিক গানের চর্চা করতে

এগিয়ে আসছে না। (তবে ইদানিং সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে)। বর্তমান সময়ে তাই বাঁদনা পরবের উন্মাদনা যেমন দেখা যায় না তেমনই অহিরা গান গাওয়ার লোকও খুব বেশি দেখা যায় না। পরিণামে লোকসমাজ থেকে লোকশিক্ষার এক অনন্য মাধ্যম অহিরাগান ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ভয় হয়, একদশক পরে হয়তো অহিরা গান কেবল ছাপার অক্ষরেই থাকবে, সুর সহযোগে 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিবে' না। তাই সুরসহ অহিরা গান সংরক্ষণের পাশাপাশি এর চর্চা যাতে হারিয়ে না যায় তার উদ্যোগ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অহিরা গানের ভাষা

অহিরা গান একান্তভাবেই কুড়মি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং কুড়মালি ভাষাতেই প্রথম রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তবে কুড়মি জনজাতি অধ্যুষিত ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলটি রাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন রাজ্যে ও ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভক্ত হওয়ার ফলে প্রচলিত অহিরা গানগুলিতে সেই সেই অঞ্চলের ভাষার প্রভাব পড়েছে। যেমন- পশ্চিমবঙ্গে মানভূমী বাংলা, ঝাড়খন্ড ও ছত্রিশগড়ে হিন্দি এবং উড়িষ্যায় উড়িয়া ভাষার প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাব দু'দিক থেকে পড়েছে- ১. শব্দগত এবং ২. ধ্বনিগত। ফলে কুড়মালি ভাষায় রচিত মূল গানটির অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। কুড়মালি ভাষার বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বোধন পদগুলি অপরিবর্তিত থাকলেও ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপ বদলেছে। আবার অন্য ভাষার ধ্বনিগত প্রভাবে উচ্চারণে ও সুরে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বর্তমানে বেশিরভাগ অহিরা গানই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায় এবং বলা যায় মিশ্রভাষায় পাওয়া যায়। তবে কুড়মালি ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে প্রচলিত অহিরা গানগুলি অনেকটাই মূল রূপে বিদ্যমান। তবে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমানে কুড়মালি ভাষারও উপবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা মহকুমার কুড়মালি ভাষা আর ঝাড়খণ্ডের কুড়মালি ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার প্রভাব পড়েছে। ফলে একই গান দুই অঞ্চলে দুই রূপে পাওয়া যায় বা শোনা যায়। আবার, দুই অঞ্চল পাশাপাশি হওয়ায় একই অঞ্চলে দু'টি রূপই পাওয়া যায়। যাই হোক, এই সংকলনে মূলত কুড়মালি ভাষার রূপটিই তুলে ধরা হয়েছে এবং গানগুলি বোঝবার সুবিধার্থে কুড়মালি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

কুড়মালি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

কুড়মিদের নিজস্ব ভাষা কুড়মালি। তবে কেবল কুড়মিরাই নন, এদের সঙ্গে বসবাস করা অন্যান্য জনজাতির মানুষও কুড়মালি ভাষায় কথা বলেন। বর্তমানে কুড়মালি ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে, কুড়মালি ভাষার অঞ্চল সংকুচিত হচ্ছে। বর্তমানে পুরুলিয়ার পশ্চিম অংশের (ঝালদা মহকুমা) এবং ঝাড়খন্ডের কুড়মিরা কুড়মালি ভাষায় কথা বলেন। অন্যান্য অঞ্চলে মূলতঃ ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষা প্রচলিত। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন গীত অহিরা গানগুলি কুড়মালি ভাষাতেই রচিত। পরবর্তীকালে বহু গান ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষায় বা মানভূমী বাংলায় রুপান্তরিত হয়েছে। অহিরা গানগুলি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তাই কুড়মালি ভাষার কতকগুলি সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল।

১. ধনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১.১ কুড়মালি ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি মাত্র পাঁচটি, অ, আ, ই, উ, এ। যৌগিক স্বরধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অই, অউ, আই, এই, এউ, উই। সব স্বরধ্বনির উচ্চারণই মৌখিক বা অনুনাসিক হয়।

১.২ কুড়মালি ভাষায় শব্দের আদিতে অবস্থিত স্বরধ্বনির পরিবর্তনে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। যথা—

ও > অ : ওঝা > অঝা, দোকানি > দকানি, গোটা > গটা।

অ > এ : করল > কেরল, করবে > কেরবে, নদী > নেদি।

আ > এ : কাহিনি > কেহিনি, হারায় > হেরাই।

অ > আ : ঝরণা > ঝারনা, অবস্থা > আবস্থা।

এ > ই : এগুলি > ইগিলিন, এখানে > ইখানে।

উ > অ : পুঁটি > পঁঠি, চুঁটি > চঁটি।ইত্যাদি

১.৩ কুড়মালি ভাষার শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন, খাভলা (কামড়), খপাঁ। তবে শব্দটি দুটির বেশি দল নিয়ে গঠিত হলে শব্দটির একক উচ্চারণে প্রতিটি দলেই শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন— কারেকার (খুব কালো)। কিন্তু শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হলে কেবল প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে।

১.৪ কুড়মালি ভাষায় শব্দে পাশিপাশি একাধিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন— পাউঅই (পায়), নিঅর (মতো), খাঅইআ (যে খেতে পারে/খায়) ।

১.৫ কুড়মালি ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— কুড়মালিতে কোনোরূপ ব্যঞ্জন সন্ধি নেই। স্বাভাবিকভাবে স্বরসন্ধিও দেখা যায় না। তবে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে বা ধাতুতে প্রত্যয় যুক্ত হলে 'অ' বা 'আ' স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনিতে যুক্ত হয়। যেমন-

দম + আলঅ = দমালঅ (যার ওজন আছে)

মাস+ আলঅ = মাসালঅ (যার মাংস আছে)

কুদ + অনি = কুদনি (যে ছুটে) ইত্যাদি।

১.৬ কুড়মালি ভাষার না বাচক শব্দ 'নাঞ' এর সঙ্গে আহ (আছ) ধাতু যুক্ত হলে 'আহ' এর জায়গায় 'খ' যুক্ত হয়। যেমন—

নাঞ + আহ + এ = নাঞখে (সে নেই)

নাঞ + আহ + ত = নাঞখত (তারা নেই)

নাঞ + আহ + ইঅ = নাঞখিঅ (আমি নেই) ।

১.৭ কুড়মালি ভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জন ধ্বনি গুলি হল— ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, র, ল, স, হ, ড়, ঢ় (মোট ৩০টি)। ণ, শ, ষ এর ব্যবহার নেই।

কুড়মালিতে যুক্ত ব্যঞ্জনও ব্যবহৃত হয় না।

১.৮ কুড়মালি ভাষায় শব্দস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দুই বা তিন ব্যঞ্জনধনি বিশিষ্ট শব্দের শেষ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির স্বরহীন (হলন্ত) উচ্চারণ হয়। যেমন— মগ, তখড়, জঁখ, কড়ল ইত্যাদি। চার ব্যঞ্জন বিশিষ্ট শব্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ব্যঞ্জন স্বরহীন (হলন্ত) উচ্চারিত হয়।

যেমন— হড়্বড়, ধড়্কন্, মল্কন্।

কখনো কখনো চারটি ব্যঞ্জনই স্বরান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন— ঝকঅঝলঅ, কচকল ।

ছয় ব্যঞ্জন বিশিষ্ট শব্দের তৃতীয় ও ষষ্ঠ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্বরবিহীন হয়। যেমন— অজড়্বঝড়্, গদর্গদর্।

১.৯ কুড়মালি ভাষায় শব্দস্থিত 'ল'ধ্বনি অনেক সময় 'র' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— চাল > চার, ফল > ফর, বেলা > বেরা, ধুলা > ধুরা, সাঁওলা > সাঁওরা, হাল > হার।

১.১০ কুড়মালি ভাষায় স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতা যেমন রয়েছে তেমনই শব্দস্থিত অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরের প্রবণতাও দেখা যায়। যেমন— হাত > হাঁথ, পুঁটি > পঁঠি, কুড়া > কুঁঢ়া, পিড়া > পিঁঢ়া, সুপারি > সুফারি, সবে > সভে, ভাবনা > ভাভনা ইত্যাদি।

১.১১ ধ্বনি পরিবর্তনের অন্যান্য রূপ গুলিও কুড়মালিতে দেখা যায়। যেমন—

ধ্বনি বিপর্যয় , আন্দাজ > আনজাদ, বাতাস > বাসাত।

ধ্বনিলোপ - মহুয়া > মওহা, উপবাস > উপাস।

ব্যঞ্জনাগম - ওর > অকর, খামার > খামহার, ধুঁয়া > ধুঁগা ইত্যাদি।

২। কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

২.১ কুড়মালি ভাষায় তিনটি পুরুষে ব্যবহৃত সর্বনামের রূপ হল—

উত্তম পুরুষে— হামি, মঞ, মর, নিজ, হামর, মকে, আপন, হামরা।

মধ্যম পুরুষে— তঞ, তহরা, তর, তকে।

প্রথম পুরুষে— ই, অঞ, অরা, অকে, অখরা, এখরা, কাখরা, ফানলা, কন, জাকর, সভে।

২.২ কুড়মালিতে লিঙ্গ দুই প্রকার। যথা— পুংলিঙ্গ (নর) ও স্ত্রীলিঙ্গ (মেদি)। ক্লীবলিঙ্গ কুড়মালিতে নেই।

সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু হয় পুংলিঙ্গ নয়তো স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। আকাশের সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু এবং ছোটো বস্তু স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। আর বড় আকারের বস্তু পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— চাঁদটি উঠলাহি। ডুভিটি (বাটি) আনিহিঁ। আমটি গিরলি। পাহাড়টা জরেহেক (জ্বলছে)। কুড়মালিতে পুরুষবাচক শব্দে 'টা' ও স্ত্রীবাচক শব্দে 'টি' নির্দেশক যুক্ত হয়। কুড়মালিতে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরের নিয়মগুলি হল—

২.২.১ জাতিবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে 'ন' ,'ইন' ও ,'আইন' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক

শব্দ গঠিত হয়। যেমন— হাড়ি > হাড়িন , মাঝি > মাঝিন / মাঝাইন, মাহাত > মাহাতাইন, কামার > কামারিন।

২.২.২ আ-কারান্ত বিশেষণ পদকে ই-কারান্ত শব্দে পরিণত করলে শব্দটি স্ত্রীবাচক হয়। যেমন— বড়কা > বড়কি, কানা > কানি, লেলহা > লেলহি, পাঁঠা > পাঁঠি।

২.২.৩ প্রাণী বা পশু বাচক শব্দে 'ইন' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন-বাঘ > বাঘিন, সিআর > সিআরিন, ফুল > ফুলিন ।

২.২.৪ কুড়মালিতে ধাতুর সঙ্গে 'অইআ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পুরুষবাচক শব্দ ও 'অনি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—

লেখ + অইআ = লেখইআ, লেখ + অনি = লেখনি

আন + অইআ = আনইআ, আন + অনি = আননি

২.৩ কুড়মালিতে বচন দুই প্রকার— এক বচন ও বহু বচন। কুড়মালি ভাষায় বিভিন্ন ভাবে বহু বচনাত্মক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—

২.৩.১ এক বচনাত্মক শব্দের সঙ্গে গিলা, গিলিন বা গিলি যুক্ত হয়ে বহু বচনাত্মক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—

খুকড়ি (মুরগি) > খুকড়িগিলা, খুকড়িগিলিন, খুকড়িগিলি

কলম > কলমগিলা, কলমগিলিন, কলমগিলি

লক > লকগিলা ইত্যাদি।

২.৩.২ ব্যক্তিবাচক ও জাতিবাচক শব্দে এবং বিশেষণ পদে 'রা' যোগ করে এক বচনকে বহু বচনে পরিণত করা হয়। যেমন— কুড়মি > কুড়মিরা , রামু > রামুরা, সাহেব > সাহেবরা ।

২.৩.৩ বিশেষ্য পদের আগে সভে, বহুত, দমে (অনেক), আনখাঞ (অসংখ্য), দমতক, বেজাঞ (খুব) ইত্যাদি যোগ করে বহু বচন বোঝানো হয়। যেমন— দমে লক, দমতক মাছ, সভে গরু, আনখাঞ টাকা ইত্যাদি।

২.৩.৪ কুড়মালিতে সমষ্টি বাচক শব্দ হিসেবে দল, ঝাঁক, হুজা, ঝাইল, ডাব, খাতা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

হুজা হুজা লক। (দলে দলে লোক)

এক ঝাইল ছুমছুমি। (এক জোড়া করতাল)

এক ডাব গরু। (এক দল গরু)

২.৩.৫ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ দ্বিত্ব হয়েও বহু বচন সূচিত করে। যেমন—

পাকল পাকল ফর। (পাকা পাকা ফল)

লকে লকে ভরি গেলা। (লোকে লোকে ভরে গেল)

২.৪ কুড়মালি ভাষায় ব্যবহৃত বিভক্তি চিহ্নগুলি হল— শূন্য, এ, এঁ, ঞ, ক, কা, কে, কর, কেরি, কুন, লে, লাই, কেরা ও -সে। বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি চিহ্নগুলি হল নিম্নরূপ—

২.৪.১ কর্তৃকারকে- 'শূন্য', 'এ', ও ,'ঞ' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যথা—

চিল বসলেই কুঁটা লেই।

মাঞহারিঞ ডাকেইসাহি।

লকে কহত।

২.৪.২ কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি ও 'টা' নির্দেশক এবং গৌণ কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—

গঞঠা (ঘুঁটে) দেইকে আউবে।

মাড়টা খাইকে বাইরাঁই।

চর গরুকে বাউরি বাগাল।

রামুআকে কহি দেবসিক।

২.৪.৩ করণ কারকে -এঁ, -সে, -ঞ, -ঞে, -হঁ, -কে, -একুন ও, রেঁ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

হামসে নেহি হেতি। (আমার দ্বারা হবে না)

লাল কারিঁই লিখিস না। (লাল কালিতে লিখবে না)

বঠিন দেইকে কাটে। (বঁটি দিয়ে কাটো)

ধমকানিঞ সব ভুলি গেলঁ। (ধমকে সব ভুলে গেলাম)

লুগাগ খুঁটে ঘাম পঁছেই। (কাপড়ের আঁচলে ঘাম মোছে)

রাউঞে চিনহাই জাইত, কুলাচারে পাঁইত।

২.৪.৪ অপাদান কারকে, লে, -সে ও, কে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

হাটলে কিনি আনলিঅ।

বেটাসে নাতি পিআরা।

ভুতেক ডর।

২.৪.৫ অধিকরণ কারকের বিভক্তি হল— এ, -এঁ, -ই, ও ,লে। যেমন—

আঘন মাসে ধান পাকেক।

অখরা রপা মাসেঁ ঘার ঘুরতা।

হামর ছাদলে অকে দেখলঁ।

পানিই কুমহির, টাঁড়িই বাঘ।

২.৪.৬ কুড়মালি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সম্বন্ধ পদে বিভক্তি হিসেবে, ক, -এক, -কর, -কেরি, -কের বা -কা বিভক্তির ব্যবহার। যথা—

রাজাক গড়, সনাক গহনা।

চৈতা নাচেক আসর ঘুরিকে গেলাক।

রাজাকর গড়, বাপকা বেটা।

গাঁউএক কেনিআই সিঁঘন নাখি।

বাঁধ দেলে রাজা দেসেকেরি অড়ে।

২.৫ যে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ কুড়মালি ভাষাকে অন্যান্য মধ্য বা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে পৃথক করেছে তার অন্যতম হল কুড়মালি ভাষার ক্রিয়াপদ গঠনের বিশিষ্টতা। যথা—

২.৫.১ কুড়মালি ভাষায় ধাতুর সঙ্গে রহ, হেলি, হেলে, হেলা, তেলি, তেলা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন— পঢ় রহে (পড়েছিল), খাই হেলা (খাচ্ছিল), জাই তেলি (যেত)।

২.৫.২ কুড়মালিতে বিশেষ্য পদের সঙ্গে করা, জড়া, লাগা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যুক্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

ভাগ করা, ভুখ লাগা, কথা জড়া, গড় লাগা ইত্যাদি।

২.৫.৩ কুড়মালিতে মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আউ' বা 'ইআই' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রযোজক ক্রিয়া গঠিত হয়।

যেমন— ছউআটিকে দুধ পিআউ (পি + আউ) লেহিঁ।

সভেকে পরব দেখিআই (দেখ + ইআই) আনবেহে।

২.৫.৪ কুড়মালিতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'এত' ও ,'ইতে' যুক্ত হয়ে দ্বিত্ব হলে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

কুদ + এত = কুদেত কুদেত (দৌড়াতে দৌড়াতে)

পঢ় + ইতে = পঢ়ইতে পঢ়ইতে (পড়তে পড়তে)

আবার, মূল ক্রিয়ার শেষে ইকে, -ইকুন, -ইখুন প্রত্যয় যুক্ত হলেও অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন- পঢ় + ইকে/ ইখুন = পঢ়িকে / পঢ়িখুন

কহ + ইকে/ ইকুন/ইখুন = কহিকে / কহিকুন / কহিখুন

২.৫.৫ কুড়মালিতে ধাতুর সঙ্গে ইঅ, এই, ইস, ইহা, অত, ল, আহিস, আইহত ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কালের সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন—

কহ + ইঅ = কহিঅ / কইহঅ (বলি)

জা + আহিস = জাহিস (যাচ্ছিস)

কহ + অত = কহত (·বলে থাকে)

পঢ় + ল = পঢ়ল (পড়া) ইত্যাদি

২.৫.৬ কুড়মালি ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার তিনটি কাল। যথা— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্তমান কালের তিনটি প্রকার— সাধারণ, ঘটমান ও পুরাঘটিত। অতীত কালের চারটি প্রকার— সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত ও নিত্যবৃত্ত। ভবিষ্যত কালের কেবল সাধারণ ও ঘটমান প্রকার ব্যবহৃত হয়।

কুড়মালি ভাষায় উত্তম পুরুষে একটি, মধ্যম পুরুষে সাধারণ তুছ এবং প্রথম পুরুষে একটি অর্থে ক্রিয়ার রূপ বদলায়। তবে প্রথম পুরুষের লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার রূপ বদলায়। এদিক দিয়ে বিচার করলে পুরুষভেদে কুড়মালি ভাষায় ক্রিয়ার পাঁচটি রূপ।

৩। কুড়মালি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার :

কুড়মালি ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষা বংশের অন্তর্গত। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা পূর্বী মাগধী প্রাকৃত থেকে নব্য ভারতীয় ভাষা হিসেবেই এর উদ্ভব বলে মনে হয়। তবে কুড়মিদের প্রধান আবাসভূমি ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তের দুর্গমতা তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলি থেকে একে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। ফলে মাগধী প্রাকৃত থেকে

উদ্ভুত অন্যান্য নব্য ভারতীয় ভাষাগুলির বিবর্তন যেভাবে ঘটেছে কুড়মালি ভাষার বিবর্তন সেভাবে ঘটেনি। ফলে ভাষাটির মধ্যে প্রাচীনতা রক্ষিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের বেশিরভাগ শব্দ বা ধাতুর মূল খুঁজে পাওয়া যাবে সংস্কৃত, প্রাকৃত, মাগধী বা তা থেকে জাত নব্য ভারতীয় ভাষাগুলিতে। বাংলা এবং হিন্দি হল কুড়মালি ভাষার নিকটতম ভাষা। এছাড়াও এঅঞ্চলে কুড়মিদের সঙ্গে বিভিন্ন অষ্ট্রিক জনজাতি- সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাঁও প্রভৃতির বসতি বহুকাল ধরে গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই কুড়মালি ভাষায় সাঁওতালি, মুন্ডারি, ওরাঁও প্রভৃতি ভাষার শব্দ ও ধ্বনিগত প্রভাব পড়েছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকেও এই অঞ্চলটি বাংলা, বিহার (বর্তমানে ঝাড়খন্ড) ও উড়িষ্যার মধ্যে বিস্তৃত ও বিভক্ত। ফলে হিন্দি, মৈথিলী ও ভোজপুরী ভাষার শব্দ কুড়মালিতে সহজেই প্রবেশ করেছে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ এবং সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার শব্দ অন্যান্য ভাষার মতো কুড়মালি ভাষাতেও গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়, তার নিদর্শন দেওয়া বাহুল্যমাত্র। কুড়মালিতে ব্যবহৃত অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

৩.১ **মুন্ডারী শব্দ :** আফর, আঁজির, আঁইয়া, বাদ, ডাবু, ডাঙ্গা, ধাধস, কুলহি, হড়পা, লেড়ো, গোঁধি, আড়া, ডিংলা, ভালা, খালই ইত্যাদি।

৩.২ অন্যান্য অষ্ট্রিক মূল শব্দ : কাতলা, কুড়ি, খুঁটি, গড় (পা), ঢেলা, ঢেঁকি, পেট, চাঙ্গা, ঢাকা, ঢোল,ডাব, ডাহা, ডিহি, ডাঁসা, ঝাঁটা, ঢাল ইত্যাদি।

অষ্ট্রিক মূল ধাতু : ঢুঁড় (খোঁজা), হাঁক (ডাকা), ঢাক (আবৃত করা), মুড় (কাটা/বাকানো), ঢুক (প্রবেশ করা) ইত্যাদি।

৩.৩ মৈথিলী শব্দ : পহিল, বিহান।

৩.৪ ভোজপুরী শব্দ : ভাখি, সাঁওলা, পিপড়, হার, গা'র ইত্যাদি।

৩.৫ হিন্দি শব্দ : পতহু, ভৌজাই, নাতা, কাঁহা, রিচেক, নেহি ইত্যাদি।

হিন্দি ধাতু : ফেঁক, ভাগ, ভেজ, পুছ, চুক, কুদ, পকড়, ঠহর, ঠাহর ইত্যাদি।

৩.৬ কুড়মালি ভাষায় প্রচুর অনুকার শব্দ ব্যবহৃত হয়। কুড়মালি অনুকার শব্দগুলির গঠন বাংলা অনুকার শব্দ গঠনের অনুরূপ। মূল অর্থবহ শব্দের প্রথম ধ্বনিটির জায়গায়— ট, ফ, স বা ম ,এই চারটি ব্যঞ্জনধ্বনির কোনো একটি বসিয়ে অনুকার শব্দগুলি গঠিত হয়। যেমন— চাঁড়েমাড়ে, আদাইসাদাই, লুগাফাটা, জড়সড়, ভাতফাত, ভুজলমুজল, পিঠামিঠা, গালসাল, পানিমানি ইত্যাদি।

ছদ্ম অনুকার শব্দও কুড়মালিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন— ভাভরাতাভরা, বিহাতিহা, ধুকুচপুকুচ, ছুতানাতা, ছিতিরবিতির ইত্যাদি।

৩.৭ কুড়মালি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ : হদহদিঞ, চভলাঙ, ভদলাস, ঘেচাঙ, ঝুনুকঝুনুক, পুরুক,গাঁদারগুঁদুর, ধুম, মট ইত্যাদি।

৩.৮ কিছু কুড়মালি শব্দের নিদর্শন যা প্রচলিত বাংলা বা হিন্দি ভাষায় ব্যবহৃত হয় না , (কিছু শব্দ মানভূমী বাংলায় ব্যবহৃত হয়): কঁকা (বোবা), চাঁড় (তাড়াতাড়ি), গেঁড়অ (হাঁস), ঝরক (তাপ), খেরই (খামার), তিতকি (জ্বলন্ত সরু কাঠি), লুগা (কাপড়), ইজতিআ (জ্যোতস্না), কালহা (ঠান্ডা), আজা (দাদু), সাড়হু (শ্যালিকার বর), সরঅজিন (শ্যালকের স্ত্রী), বউআসিন (ছোট ভাইয়ের স্ত্রী), জেঠানি (ভাসুরের স্ত্রী), জেনি (স্ত্রী লোক), থুভড়া (অবিবাহিত ছেলে), থুভড়ি (অবিবাহিত মেয়ে), পুতহু (পুত্র বধূ), লেড়হা (খোঁড়া), সাঁড়হা (মোরগ), ফেটাইন (বকনা), কটইর (ডিম পাড়েনি এমন মুরগি), কাড়া (পুরুষ মোষ), খুখড়ি (মুরগি), ঢাইড় (মা পশু/পাখি), ভালা (দেখা), নিঅর (মতো), মেনেক (কিন্তু), কুদা (দৌড়ানো), উগা (উদিত হওয়া), উগরা (প্রথম লাঙ্গল দেওয়া) ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র

১. মাহাতো, ড.ক্ষীরোদচন্দ্র, ঝাড়খন্ডের কৃষি উৎসব : বাঁদনা পরব, মারাংবুরু, দ্বিতীয় বর্ষ ২য় সংখ্যা,২০০৯, পৃ-১৫১

২. মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র, ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য, প্রথম বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ, ২০০০, পৃ-৯৭

৩. করণ, ড.সুধীর কুমার, সীমান্ত বাঙলার লোকযান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, করুণা প্রকাশনী, পৃ-১৪৯

৪. মারাং বুরু (বাঁদনা পরব সংখ্যা), সম্পা. সাধন মাহাত, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০০৯, পৃ- ৭৬

৫. সেনগুপ্ত, মিহির, মানুষ জনম ভালা ঝিঙাফুলের কলি, মারাংবুরু, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০০৯,পৃ-১৮২

৬. মাহাত, শ্রীভক্ত, পুরুলিয়ার বারমাস্যা সঙ্গীত, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০, পৃ- ১২৮-১৩০

দ্বিতীয় ভাগ

আগমনী অহিরা গান

(১)

অহিরে— কনেহি আনইএ জিতা জিহুড়অ রে বাবু হউ
কনেঁ তঅ আনই করম ডাইর।
কনেহি আনইএ সহরই পরব ভাই
গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

অহিরে— মাঞ বুঢ়িঞ আনল জিতা জিহুড় রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত আনই করম ডাইর।
গেইআ ধনিঞ আনইএ সহরই পরব ভাই
গাহা গিতা সঁগঅ সাথ।।

(২)

অহিরে— কনঅ তিথিই হেউয়েই পুরুবা করমঅ রে বাবু হউ
কনঅ তিথিই হেউয়েই জিতিআ জিহুড়।
কনঅ তিথিই হেউয়েই বাঁদনা পরব গউ
গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

অহিরে— ভাদরঅ তিথিই হেউয়েই পুরুবা করমঅ রে বাবু হউ
আসিনঅ তিথিই হেউয়েই জিতিআ জিহুড়।
কারতিক তিথিই হেউয়েই বাঁদনা পরব গউ
গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

(৩)

অহিরে— কনেঁহি গে গাইআ সিরিজলউ বাবু হউ
কনেঁ তকে আনলউ নাভাই।
কনেঁহি গে গাই ঘারে ঘারে বাঁটলউ
কাঁহা তকে দেলউ ছপলাই।।

অহিরে— ইসসরে গে গাইআ সিরিজলউ বাবু হউ
আজা বুঢ়াঞ তকে আনলউ নাভাই।
আজি বুঢ়িঞ গে গাই ঘারে ঘারে বাঁটলউ
ঘারে ঘারে দেলউ ছপলাই।।

অহিরে— ইসসর মহাদেবে তকে না সিরিজল বাবু হউ
গসাঞ রাই তঅ নাভাই মততভুম।
পারবতিঙ রে গেইআ ঘারে ঘারে বাঁটল
মততভুমে দেলউ ছপলাই।।

অহিরে— ইসসর মাহাদেবে তকে ন সিরজল বাবু হউ
গসাঞ রাই জে আনল নাভাই।
গরআঁই জে গেইআ ঘারে ঘারে বাঁটল
মততভুমে দেলউ ছপলাই।।

(রূপান্তর)

(৪)

অহিরে— কাকরঅ সিরিজলঅ ভুঞ বসমতা বাবু হউ
কাকরঅ সিরিজল গাই।
কাকরঅ সিরিজল বেটা দুলাইড়া ভাই
রগদি ঘুরাউএ ধেনু গাই।।

অহিরে— ইসসরে সিরিজলঅ ভুঞ বসমতা বাবু হউ
অকরে সিরিজল গাই।
মাঞে বাপে সিরিজল বেটা দুলাইড়া ভাই
রগদি ঘুরাউএ ধেনু গাই।।

(৫)

অহিরে— আসিন বাহিরাইতে কারতিক সামহাইতে রে বাবু হউ
কাঁদে লাগল সিরমনি গাই।
না কাঁদে না খিজু সিরমনি গাই গউ
সঁহরই পরবে দেবউ দুবাধান।।

(৬)

অহিরে— গাই লাগইএ মরঅ মাঞঅ রে বাবু হউ
বাছুরি লাগইএ সঁগঅ ভাই।
আউএ রে মানউআ সঁগঅ জড়ি বসবে
সুখ দুখ দেবউ রে সুনাই।।

অহিরে— আউএ ন রে বাছুরা সঁগা ধরি বসবঅ বাবু হউ
তঁহি হেকিস সহদরঅ ভাই।
তরহিঁ সঁগা ধরি জিনগানি পুহাঅবঅ
গাহবঅ সুখঅ রে দুখ।।

(৭)

অহিরে— কাঁহাহিঁ রে বরদা তহরি জনম রে বাবু হউ
কাঁহা ত লেলে গিরহ বাস।
কনেহিঁ রে বরদা পাললঅ পসলঅ
কনে ত দেলউ ভউরা নাম।।

অহিরে— পসছিমে রে বরদা তহরি জনম রে বাবু হউ
সিখর ভুঞে লেলে গিরঅহ বাস।
গলাহিঁ রে বরদা পাললঅ পসলঅ
বাগালাঞ ত দেলউ ভউরা নাম।।

(৮)

অহিরে— কিআ বরন বরদা তর আঠ অঁগ রে বাবু হউ
কিআ বরন দুইঅ চইখ।

কিআ বরন বরদা তর দুইঅ কান রে

কিআ বরন দুইঅ সিঁগ।।

অহিরে— ধলা বরন বরদা তর আঠ অঁগঅ রে বাবু হউ

সুরুজ বরন দুইঅ চইখ।

সুপতি বরন বরদা তর দুইঅ কান রে

কুঁদলা কুঁদল দুইঅ সিঁগ।।

(৯)

অহিরে— কাকরঅ দুধা লাগই উথাল পাথাল রে বাবু হউ

কাকরঅ দুধা লাগই নিরমান।

কাকরঅ দুধা অহিরাঞ কনঠে ভরি পিঅলউ

সেহঅ খাইএ ছাঁটলঅ জুআন।।

অহিরে— মইসি দুধা লাগই উথাল পাথাল রে বাবু হউ

গেইআক দুধা লাগই নিরমান।

মাঞেক দুধা অহিরাঞ কনঠে ভরি পিঅলউ

সেহঅ খাইএ ছাঁটলঅ জুআন।।

(১০)

অহিরে— কনঅ মাসে গেইআ ছপলি চরলউ বাবু হউ

কনঅ মাসে লেলউ গুটিআই।

কনঅ জে মাসে গাই কচি ঘাঁসঅ ভাঁগতউ

কনঅ মাসে লেতউ দুবা ধান।।

অহিরে— নিরন মাসে গেইআ ছপলি চরলউ বাবু হউ

রপা মাসে লেলউ গুটিআই।

ভাদর জে মাসে গাই কচি ঘাঁসঅ ভাঁগতউ

কাটইন মাসে লেতউ দুবা ধান।।

(১১)

অহিরে— কনঅ মাসেঁ বরদা ধুরাঞ ধুসঅড় রে বাবু হউ
কনঅ মাসেঁ দুখে গিরি জাই।
কনঅ মাসেঁ বরদাঞ কচি ঘাসঅ ভাঁগতঅউ
কনঅ মাসেঁ লেতউ দুবা ধান।।

অহিরে— চইত বইসাখ মাসেঁ বরদা ধুরাঞ ধুসঅড় রে বাবু হউ
আসাঢ় সরাবন মাসেঁ দুখে গিরি জাই।
ভাদরঅ আসিনঅ মাসেঁ বরদাঞ কচি ঘাসঅ ভাঁগতঅউ
কাততিক মাসেঁ লেতউ দুবা ধান।।

(১২)

অহিরে— কনেঁহি সেউঅইএ নিরন মাস অ রে বাবু হউ
কনেঁ ত সেউএ রপা মাস।
কনেঁ সেউএ ভালা ভাদরঅ মাস ভাই
কনেঁ সেউঅইএ কাটেইন মাস।।

অহিরে— ছাগেইর ভেড়িঞ সেউঅইএ নিরন মাস অ রে বাবু হউ
ঘাঁসাই ত সেউএ রপা মাস।
বেটি ছউআঙ সেউএ ভাদর মাস ভাই
গেইআ ধনিঞ সেউএ কাটেইন মাস।।

(১৩)

অহিরে— কিআ লাগি সেউরএ নিরন মাস অ রে বাবু হউ
কিআ লাগি সেউরএ রপা মাস।
কিআ লাগি সেউরএ ভাদরঅ মাস ভাই
কিআ লাগি সেউরএ কাটেইন মাস।।

অহিরে— রউদ লাগি সেউরইএ নিরন মাসঅ রে বাবু হউ
পানি সেউরএ রপা মাস।

করম লাইএ সেউরইএ ভাদরঅ মাস ভাই
সঁহরই লাইএ সেউরএ কাটেইন মাস।।

(১৪)

অহিরে— কইসে চিনবে বাবু চইত বইসাখ মাস রে বাবু হউ
কইসে চিনবে আসাড় মাস।
কইসে চিনবে বাবু কাততিক মাস
জে পঁহচল রিতকেরি দিন।।

অহিরে— ধুরাঁই চিনবে বাবু চইত বইসাখ মাস রে বাবু হউ
কাদাঁই চিনবে আসাড় মাস।
ধান ফুলে চিনবে বাবু কাততিক মাস
জে পঁহচল রিতকেরি দিন।।

(১৫)

অহিরে— কাঁহাকা দুবে অহিরাঞ হারা জতলে বাবু হউ
কাঁহাকা দুবে গেইআনি চরাই।
কাঁহাকা দুবা অহিরাঞ ছলিছাঁছি ফেঁকতউ
কাঁহাকা দুবে দেতউ দুবাধান।।

অহিরে— খেতেকা দুবে অহিরাঞ হারা জতলে বাবু হউ
টাঁড়িকা দুবে গেইআনি চরাই।
খেরইএকা দুবা অহিরাঞ ছলিছাঁছি ফেঁকতউ
কুলহিকা দুবে দেতউ দুবাধান।।

(১৬)

অহিরে— কনঅ জে গেইআ ভালা ধারিঞ চলি জাইঅতঅ বাবু হউ
কনঅ গেইআঞ লেলা দুবা ধান।
কনঅ জে গেইআ ভালা সুপঅ দেখি ভিড়কইএ গউ
কনঅ গেইআ ফরঅকি ডাঁঢ়াই।।

অহিরে— রেঁগড়ি জে গেইআ ভালা ধারিঞ চলি জাইতত‌অ বাবু হউ
ধলি গেইআঞ লেলা দুবঅ ধান।
লালি জে গেইআ ভালা সুপঅ দেখি ভিড়কইএ গউ
কুইলি গেইআ ফরঅকি ডাঁঢ়াই।।

(১৭)

অহিরে— কনঅ জে গেইআ ভালা উরঁগি সুরঁগি রে বাবু হউ
কনঅ গেইআ বরনে ডাঁঢ়াই।
কনঅ জে গেইআঞ কহেই ডাঁঢ়াই নঅ গে বহিনি
খাইএ লিঅ কই মুঠা ঘাঁস।।

অহিরে— রাঁগি জে গেইআ ভালা উরঁগি সুরঁগি রে বাবু হউ
ধলি গেইআ বরনে ডাঁঢ়াই।
কুইলি জে গেইআঞ কহেই ডাঁঢ়াই নঅ গে বহিনি
খাইএ লিঅ কই মুঠা ঘাঁস।।

(১৮)

অহিরে— কাঁহাহিঁ নাভঅএ কারিঝুরি মইসিনি রে বাবু হউ
কাঁহাহিঁ নাভই ধেনু গাই।
কাঁহাহিঁ নাভঅএ জাইলাকেরি পুতা গউ
কনঅ দহে ফেঁকেই মাহাজাল।।

অহিরে— ঝুঁড়ে পাতে নাভঅএ কারিঝুরি মইসিনি রে বাবু হউ
ছেরে ত নাভই ধেনু গাই।
নদি নালাঞ নাভঅএ জাইলাকেরি পুতা গউ
মালাদহে ফেঁকেই মাহাজাল।।

(১৯)

অহিরে— কনঅ ধনি চরঅএ চিঁহকি চমকি রে বাবু হউ
কনঅ ধনি চরেই নিরাধার।

কনঅ ধনি চরঅএ অরুনবনে গউ
কিসানিআঞ চামর ডলাই।।

অহিরে— হরিনি চরঅএ চিঁহকি চমকি রে বাবু হউ
মইসি ধনি চরেই নিরাধার।
গেইআ ধনি চরঅএ অরুনবনে গউ
কিসানিআঞ চামর ডলাই।।

(২০)

অহিরে— কিআ ধেইআনে গেইআ ঘারলে বাহিরালি বাবু হউ
কিআ ধেইআনে বনে জাই।
কিআ ধেইআনে গেইআঞ নদিঞ জমপা মারতউ
কিআ ধেইআনে ঘুরতউ ঘার।।

অহিরে— সুরুজ ধেইআনে গেইআ ঘারলে বাহিরালি বাবু হউ
ঘাঁস ধেইআনে বনে জাই।
পানি ধেইআনে গেইআঞ নদিঞ জমপা মারতউ
বাছুরি ধেইআনে ঘুরতউ ঘার।।

(২১)

অহিরে— কিআ বইরঁগগি মেঘা বাদরি রে বাবু হউ
কিআ বইরঁগগি মহাজাল।
কিআ বইরঁগগি হেকউ বনেকেরি বাঘুআ গউ
চমকি চমকি চরইএ ধেনু গাই।।

অহিরে— পানি বইরঁগগি মেঘা বাদরি রে বাবু হউ
মাছ বইরঁগগি মহাজাল।
গেইআ বইরঁগগি হেকউ বনেকেরি বাঘুআ গউ
চমকি চমকি চরইএ ধেনু গাই।।

(২২)

অহিরে— কাহাঁহি অহিরাঞ গেইআনি চরাউঅই রে বাবু হউ
কাহাঁ অহিরাঞ পানিআ পিআই।
কাহাঁ অহিরাঞ গেইআনি গঠাউএ গউ
কতিখনে ঘারা ঘুরাই।।

অহিরে— রনে বনে অহিরাঞ গেইআনি চরাউঅই রে বাবু হউ
মালাদহে অহিরাঞ পানিআ পিআই।
বড়া পিঁপড়অ তরে অহিরাঞ গেইআনি গঠাউএ গউ
সাঁঝে অহিরাঞ ঘারা ঘুরাই।।

(২৩)

অহিরে— কতেক ধুরে আহউ ভালা তরঅ বাপঅ রে বাবু হউ
কতেক ধুরে আহউ তরঅ মাঞ।
কতেক ধুরে আহউ বাঁদনা পরব গউ
ঘারে ঘারে গেইআ রে জাগাই।।

অহিরে— কুলহিক পিঁঢ়াই আহে ভালা মরঅ বাপঅ রে বাবু হউ
ঘারে ত আহি মরঅ মাঞ।
গাঁউএহিঁ আহেক বাঁদনা পরব ভালা গউ
ঘারে ঘারে গেইআ রে জাগাই।।

(২৪)

অহিরে— কিআ কিআ খাউতঅ মরঅ বাপে রে বাবু হউ
কিআ খাউতঅ মরঅ মাঞ।
কিআ দেইএ পুজবঅ বাঁদনা পরব গউ
ঘারে ঘারে গেইআ রে জাগাই।।

অহিরে— দুধভাত খাউতঅ মরঅ বাপে রে বাবু হউ
ডাইল ভাত খাউতঅ মরঅ মাঞ।

দুবা ধানে পুজবঅ বাঁদনা পরব গউ
ঘারে ঘারে গেইআ রে জাগাই।।

(২৫)

অহিরে— পুরুব পসছিমে সইঞে নাভল কুটুমঅ রে বাবু হউ
বইসা কুটুম গড় পসরাই।
খেতে জে আহি মর জঅ গহম গউ
গেইআ ধনি আহি জে গাভিন।।

অহিরে— কবেহিঁ রে অহিরা পাকতউ জঅ গহম রে বাবু হউ
কবে ত গেইআ ধেনুআই।
কবেহিঁ রে অহিরা সতুআ কুটাঅবে রে
কবে ত করবে বিদাই।।

অহিরে— মধু মাসে রে অহিরা পাকতউ জঅ গহম রে বাবু হউ
আসাড় মাসে গেইআ ধেনুআই।
কাততিক মাসে রে অহিরা সতুআ কুটাউঅব
বাঁদনাই ত করবে বিদাই।।

(২৬)

অহিরে— কাঁহাহিঁ আহউ তর গুরু মাঞ বাপ রে বাবু হউ
কাঁহা ত আহউ সিরিগাই।
কাঁহাহিঁ আহেই ভালা ধানি ডিমনি গউ
কাকর সিরজল হার।।

অহিরে— ভিতর ঘারে আহউ ভালা গুরু মাঞ বাপ রে বাবু হউ
গহালে ত আহউ সিরিগাই।
খেতে খেরইএ আহেই ভালা ধানি ডিমনি গউ
গুসাঞ রাই সিরিজল হার।।

(২৭)

অহিরে— কাঁহা পাউঅব হামে কাঠ না বাঁস রে বাবু হউ
কাঁহা পাউঅব খেঁড় ঘাঁস।
কাঁহা পাউঅব হামে চিহড় লতা গউ
কেইসে ঘার করব তিআর।।

অহিরে— পাহাড়েহিঁ আহউ দেখেঁ কাঠ না বাঁস রে বাবু হউ
ডুগুঁরিঞ ত রহই খেঁড় ঘাঁস।
খেড় বনে আহউ দেখে চিহড় লতা গউ
জড়া ঘারা করব তিআর।।

(২৮)

অহিরে— কাকর পুতা ভালা নাবালক রে বাবু হউ
কাকর পুতা বলিমান।
কাকর পুতা ভালা বার হাত ঝাঁপাউঅইএ গউ
রগড়ি ধরঅএ ধেনু গাই।।

অহিরে— গেইআ ধনিক পুতা ভালা নাবালক রে বাবু হউ
মইসিকর পুতা বলিমান।
বাঘাকর পুতা ভালা বার হাত ঝাঁপাউঅইএ গউ
রগড়ি ধরঅএ ধেনু গাই।।

(২৯)

অহিরে— কাকর সিঁগ ভালা হেঁকচঅ না পেঁকচঅ রে বাবু হউ
কাকর সিঁগ করিল পঁগ।
কাকর সিঁগ ভালা কানফেটিঞ ঘুরইএ গউ
কাকর সিঁগ ছিতরাল।।

অহিরে— মইসিকা সিঁগ ভালা হেঁকচঅ না পেঁকচঅ রে বাবু হউ
বরদাক সিঁগ করিল পঁগ।
ভেড়াকর সিঁগ ভালা কানফেটিঞ ঘুরইএ গউ
কাড়রুআকা সিঁগ ছিতরাল।।

(৩০)

অহিরে— কার জে বঠে ভালা বনজগঁল রে বাবু হউ
কার ত বঠে খেড় ঘাস।
কার জে বঠে ভালা ভৈঁসি ধনির পাল রে
ঠরকা ঠুঁকিএ বনে জাই।
অহিরে— রাজার বঠে ভালা বনজগঁল রে বাবু হউ
পরজারত বঠে খেড় ঘাস।
নন্দ গআলার বঠে ভালা ভৈঁসি ধনির পাল রে
ঠরকা ঠুঁকিএ বনে জাই।।

(৩১)

অহিরে— কিআ হেউঅল ভালা বনজগঁল রে বাবু হউ
কিআ হেউঅল খেড় ঘাস।
কিআ হেউঅল ভালা ভৈঁসি ধনির পাল গউ
ঠরকা ঠুঁকিএ বনে জাই।
অহিরে— কাটি কুটি গেলউ ভালা বনজগঁল রে বাবু হউ
ডুঁড়কিএ গেলউ খেঁড় ঘাস।
মরি হারাই গেলউ ভালা ভৈঁসি ধনিক পাল গউ
ঠরকা রহল টাগাঁইল।।

বাঁদনা পরবের গান

১. তেল সিঁদুর দেওয়ার অহিরা গান

(১)

অহিরে— কিআ তিথে তেলা লাগাউঅল বাবু হউ
কিআ তিথে ঘাউআ মানি জাই।
কিআ জে তিথে অহিরাঞ গেইআ জাগাউএ ভাই
কিআ তিথে দেলা দুবা ধান।।

অহিরে— তের দিনেক চাঁদে তেলা লাগাউঅল বাবু হউ
চউদঅ দিনে ঘাউআ মানি জাই।
আমাবইসাক জে তিথে অহিরাঞ গেইআ জাগাউএ ভাই
পহিল চাঁদে দেলা দুবা ধান।।

(২)

অহিরে— কাঁহাহিঁ লেবে বরদা তেল সিঁদুরঅ রে বাবু হউ
কাঁহাহিঁ লেবে ধান সিস।
কাঁহাহিঁ লেবে ভালা ঝারি ঝরনাক পানি হউ
কাঁহাহিঁ লেবে দুবা ধান।।

অহিরে— সিঁঘে লেবে বরদা তেল সিঁদুরঅ রে বাবু হউ
মুড়ে লেবে ধান সিস।
গড়েঁ লেবে ভালা ঝারি ঝরনাক পানি হউ
সুপেহিঁ লেবে দুবা ধান।।

(৩)

অহিরে— লিপলঅ আমা লিপলঅ জামা রে বাবু হউ
লিপলঅ চারি চউক কুন।
এহঅ বাটে বাহরাতউ সিরমনি গেইআ গউ
লেইএ লেতউ টিকলি সিঁদুর।।

(৪)

অহিরে— কন মালংকাকেরি নারায়ণ তেল রে বাবু হউ
কন মালংকা কে সিঁদুর।
কন মালংকাকেরি রাই জে ধুনা গউ
রাই ধুনাই করে মহমহ।।

অহিরে— কুলহু মালংকাকেরি নারায়ণ তেল রে বাবু হউ
বান্যা মালংকা কে সিঁদুর।
খাড়িআ মালংকাকেরি রাই জে ধুনা গউ
রাই ধুনাই করে মহমহ।।

(৫)

অহিরে— কইসে রাখবে মালিন নারায়ণ তেল রে বাবু হউ
কইসে রাখবে সিঁদুর।
কইসে রাখবে মালিন রাই জে ধুনা গউ
করবে ভগবতিক পুজা।।

অহিরে— সিসিএঁ রাখব নারায়ণ তেল রে বাবু হউ
সিঁদুর কউটাঞ রাখব সিঁদুর।
মাটিক সরাঞ রাখব রাই জে ধুনা গউ
করব ভগবতিক পুজা।।

গাই জাগানোর গান / ধিগুঁআনি গীত

(১)

অহিরে— আজঅ ত হেকই ভালা ভগবতিক পরব রে বাবু হউ
ঘারে ঘারে গেইআ রে জাগাই।
জাগে মা লকখি জাগে মা ভগবতি
জাগি লিহা আমাবইসাক রাইত।।

(২)

অহিরে— জাগে মাঞ লছমি জাগে মাঞ সিরমনি
জাগে ত আমাবইসাক রাইত।
আগু জাগাউলঁ অহিরা গাঁওএক গরাম গউ
তবে জাগাঅব সিরিগাই।।

অহিরে— জাগহ চনদা জাগহ সুরজঅ রে বাবু হউ
জাগহ গহালিকর গাই।
জাগে কা পতিফল দেবে মাঞ লছঅমি
পাঁচঅ পুতা—দসঅ ধেনু গাই।।

অহিরে— জাগে মা লকখি জাগে মা ভগবতি
জাগে ত আমাবস্যার রাইত।
জাগে কা পতিফল দেবে মা লছুমন
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই।।

অহিরে— জাগু মাঞ ভগবতি জাগু মাঞ বসুমতি
জাগে ত অমাবইসাক রাইত।
জাগে কা পতিফল দেবে মা লকখি
একলাঞে বাঢ়াবে সিঁগালাক।।

(৩)

অহিরে— কাকর সিরিজল দিআরা রে বাবু হউ
কাকর সিরিজল বাতি।
কাকর সিরিজল রাই সরিসা তেল
জরে লাগলঅ আমাবইসাক রাইত।।

অহিরে— কুমহারেকর সিরিজল দিআরা রে বাবু হউ
ভউজিকর সিরিজল বাতি।
বরদাকর সিরিজল রাই সরিসা তেল
জরে লাগলঅ আমাবইসাক রাইত।।

(৪)

অহিরে— কাঁহা দেখঅলে গেইআ কাঁচি দুআরি রে বাবু হউ
কাঁহা দেখঅলে খেড়অ ঘাঁস।
আঁগিনাঞ আহউএ একা তুলঅসি
উপরে তঅ ঘুরই হাঁসা রাই।।

অহিরে— কুলহিক দুআরিঞ হামে দেখাউলঁ কাঁচি দুআরি রে বাবু হউ
গহালিঞ দেখঅলঁউ খেড়অ ঘাঁস।
আঁগিনাঞ আহউএ একা তুলঅসি
উপরে তঅ ঘুরই হাঁসা রাই।।

অহিরে— দুআরাহিঁ দেখেঁ বরদা কাঁচা দিআ রে বাবু হউ
গহালিঞ তঅ দেখিহিঁ জাগর।
কাটল ঘাঁসে বরদা উঠেহিস বসেহিস গউ
সনা মুহে কাটেহিস পাগুড়।।

(৫)

অহিরে— আজুকা রাতি ভালা বড় জাগেকঅ রাতি রে বাবু হউ
জাই হেতেউ দুআইরে দুআইর।

নেহি জে গেলে অহিরা বাখান পাড়তউ হউ
গাইএ রে সাঁপে নি বাঁচই ছইঅ মাস।।

(৬)

অহিরে— খজা খজইতে আওলঁ পঁছা পঁছইতে রে বাবু হউ
কতি ধুরে অহিরাকা ঘার।
অহিরাকা ঘারে আহি সিরমনি গেইআ ভাই
আউলিঅ গেইআ রে জাগাই।।

অহিরে— খজা খজইতে আওলঁ পঁছা পঁছইতে রে বাবু হউ
কতি ধুরে অহিরাকা ঘার।
অহিরাকা ঘারে ভালা তুলসিকা পিঁঢ়হা হউ
উপরেতঅ উড়ে রাজ হাঁস।।

(৭)

অহিরে— ডিগিমিগি ডিগিমিগি বাজনা বাজই রে বাবু হউ
কেথিকরঅ বাজনা বাজাই।
আজঅ ত হেকোই ভালা আমারইসাক রাইত গউ
তাকরঅ বাজনা বাজাই।।

(৮)

অহিরে— কেথিঞ জাগাউবউ জে ঘারা কিসানা রে বাবু হউ
কেথিঞ জাগাউবউ সিরি গাই।
কিআ দেইএ জাগাউবউ ধনেকরঅ ভাঁড়ার ভাই
জাগি জাহউ আমাবইসাক রাইত।

অহিরে— বাজবাজনাঞ জাগাউবউ জে ঘারা কিসানা রে বাবু হউ
গুঁড়ি দেইএ জাগাউবউ সিরি গাই।
বততন দেইএ জাগাউবউ ধনেকরঅ ভাঁড়ার ভাই
জাগি জাহউ আমাবইসাক রাইত।।

(৯)

অহিরে— কতিখনে জাগইএ চনদা সুরুজ রে বাবু হউ
কতিখনে জাগই ধেনু গাই।
কতিখনে জাগইএ ঘারা কিসানা ভাই
গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

অহিরে— সাঁঝে বিহানে জাগইএ চনদা সুরুজ রে বাবু হউ
আধা রাতিঞ জাগই ধেনু গাই।
ভিনসারে জাগইএ ঘারা কিসানা ভাই
গাহা গিতা জাগা সঁগঅ সাথ।।

(১০)

অহিরে— কনঅ খাড়িকের ইআরা দিআরা রে বাবু হউ
কনঅ খাড়িকের তেল।
কনঅ গেইআকেরঅ বাতিআ ধরাই দিহা
জরত কুইলি আধা রাইত।।

অহিরে— চনদনঅ খাড়িকের ইআরা দিআরা রে বাবু হউ
কাপাস খাড়িকেরঅ তেল।
ধলি গেইআকেরঅ বাতিআ ধরাই দিহা
জরত কুইলি আধা রাইত।।

(১১)

অহিরে— হামরা জে জাই হেলঁ বাটে বাটে রে বাবু হউ
তহর গেঞাই আনল ঘুরাই।
বিসরলে বিসরলে হামর গলা ঘার
হামর গলা বড়ি পুইননঅবান।

অহিরে— উপর কুলহিঞ খেলেহেলঁ নাচেহেলঁ বাবু হউ
তরঅ বরদাঞ আনলঅ ডাকাই।

চালে রে ধিঁগুআইন মরঅ কিসানা ঘার
মদে পিঠাঞ করবউ মাতাল।।

অহিরে— বাটে বাটে হামে জাই হেঁলঅ রে বাবু হউ
তরঅ গেইআঞ আনল ঘুরাই
চলে রে ধিঁগুআইন হামর কিসানা ঘার
ঝঁট বেগে করত বিদাই।।

(১২)

অহিরে— ভাচাক ভুচুক দিআ জরই রে বাবু হউ
মানুসেকর ছাহিঁর না মিলাই।
উঠেরে অহিরা জাগে রে অহিরা
গেইআ ধনিকে দেবে দুবা ধান।।

অহিরে— দিঅরা জরে ভালা ভাচাক ভুচুকঅ রে বাবু হউ
কিসাইনা ত রহল নিদাই।
হামে জে রে ভালা ধিগুঁআনি আউঅলঁ
খলেঁ অহিরা মহলঅকে বাড়।।

(১৩)

অহিরে— হামরা জে লইহঅ ভালা বাটঅ ভিখারি রে বাবু হউ
লইহঅ হামরা পেটেকঅর কাঁগাল।
হামরা জে হেকিঅ ভালা গাঁউএকর ধিঁগুআইন গউ
ঘারে ঘারে গেইআ রে জাগাই।।

অহিরে— নেহি জে আউলাহঁ মাঞ হেঁড়িআকা লভে গউ
নেহি আআঁ পিঠাকর লভে।
তহর ঘারে আহউ পাঁচপুতা লছমি গউ
দশ ধেনু গহাইলে জাগাই।।

(১৪)

অহিরে— কিসাইনা জে হেকে ভালা বড়ি ঢিটমান রে বাবু হউ

মাঝঅ আগঁনাঞ রাখলা ডাঁড়াই।

কতেকে নাচবঅ কতেকে খেলবঅ গউ

কতেকে লাগাঅব পরব।।

অহিরে— অহিরে রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি পানিআ বরসে বাবু হউ

আগিঁনাঞ ত কাঁইঅ পড়ি গেল।

কতেকে নাচবঅ কতেকে খেলবঅ

আগিঁনাঞ ত কাদা ফুটি গেল।।

(১৫)

অহিরে— কতেকে নাচলঁ কতেকে ডেগলঁ রে বাবু হউ

তাহুঁ অহিরাক না লাগই পরব।

কৈসন গিত হামে কহেঁ ন সুনাঅব গউ

তহর ঘারে লাগাঅব পরব।।

নাচিকে ডেগিকে অহিরা হেলঁ থকিত মান গউ

এবে হামে মাগহঁ বিদাই।।

(১৬)

অহিরে— কাঁহা নাচতঅ ইঁদুরঅ বাঁদরঅ রে বাবু হউ

কাঁহা নাচতঅ ধিঁগুআইন।

কাঁহা নাচতঅ আনা চারি পইসা ভাই

সেহ পইসা ধিঁগুআনিক লাই।।

অহিরে— বনে বাদাড়ে নাচতঅ ইঁদুরঅ বাঁদরঅ রে বাবু হউ

আঁগনাঞ নাচতঅ ধিঁগুআইন।

মুনা চুকাঞ নাচতঅ আনা চারি পইসা ভাই

সেহ পইসা ধিঁগুআনিক লাই।

সেহ পইসা দেইএ ভউজি করবে বিদাই গউ

এরিআক পেরিআ রহি জাতউ নাম।।

অহিরে— এতেক দিন জে খালউ ভালা বাট ভিখারিঞ রে বাবু হউ

আজতঅ মাগে ধিঁগুআইন।

ধিঁগুআইনকে দেলে ভালা পানিঞ নেহি পড়তউ

জুগে জুগে রহেতেলউ নাম।।

(১৭)

অহিরে— কাহে বাবু হুলুকে কাহে বাবু ভুলুকে রে বাবু হউ

কাহে বাবু টাটি কুনে ঠাড়।

নেহি জদি আঁটইএ নেহি জদি জুটইএ

চলি জাব দসরঅ দুআইর।।

অহিরে— কিআ রে ধিঁগুআইন পইসা পইসা করইহা রে বাবু হউ

পইসা তঅ কিনা এসন ছার।

একঅ টাকা দেউঅব দিঅ টাকা দেউঅব

তিনঅ টাকাঞ করবঅ বিদাই।।

(১৮)

অহিরে— কনে জে খালউ ভালা উপরে উপরে রে বাবু হউ

কনে জে খালউ পিঁদাড় কল।

কনে জে খালউ ভালা মাঝ আগিঁনাঞ বসি হউ

কনে জে খালউ মাইঝা ঘার।।

অহিরে— চিলহে জে খালউ ভালা উপরে উপরে রে বাবু হউ

সিআরে তঅ খালউ পিঁদাড় কল।

ধিঁগুআনিঞ খালউ ভালা মাঝ আগিঁনাঞ বসি হউ

ছউআ পুতাঞ খালউ মাইঝা ঘার।।

(১৯)

অহিরে— ভাত খাওয়ালে পিঠা খাওয়ালে রে বাবু হউ
সেহ পিঠা টঁটাঞ লাগি জাই।
মাহাত ঘারে আহোই মহুয়াকা পানিয়া
সেহ দেলে পিঠা পাইরাই জাই।।

(২০)

অহিরে— পিঠা জে দেলে ভালা মুহ ভেলি সিঠা রে বাবু হউ
মদঅ বিনু রহি গেলি আস।
তেঁতইর পাতেক দনাঞ দনা দুইএক পাউএতেলঁ
জুগে জুগে রহেতেলউ নাম।।

(২১)

অহিরে— কাকরঅ আঁগিনাঞ বেথা জাতনা রে বাবু হউ
কাকরঅ আঁগিনাঞ ধিঁগুআইন।
কাকরঅ আঁগিনাঞ কাঞঅ পড়ি জাই
ফুলে ফরে ঝবরল ডাইর।।

অহিরে— কাকাকর আঁগিনাঞ বেথা জাতনা রে বাবু হউ
জেঠাকর আঁগিনাঞ ধিঁগুআইন।
দাদাক আঁগিনাঞ কাঞঅ পড়ি জাই
ফুলে ফরে ঝবরল ডাইর।।

(২২)

অহিরে— কনে হি মেধল ভুমঅ পিথিবি রে বাবু হউ
কনে হি মেধল আকাস।
কনে হি মেধল চারিকুন বাখঅইল ভাই
কনে তঅ জাগাই চলি জাই।।

অহিরে— ঘাঁসে পালহাঁই মেধল ভুমঅ পিথিবি রে বাবু হউ
কুরুআঞ মেধল আকাস।
ধনে পুতে মেধল চারিকুন বাখঅইল ভাই
ঝাঁগইড়ারা জাগাই চলি জাই।।

(২৩)

অহিরে— চারি পহরঅ রাতি কাঁহাহিঁ বিতলঅ রে বাবু হউ
বিহান রাইতে আইলে হামর ঘার।
হামর জে গেইআ ধনি চরে গেলা বিজুবন
কাকে জাগাই জাবে ঘার।।

অহিরে— চারি পহরঅ রাতি নগরে বিতলঅ রে বাবু হউ
বিহান রাইতে আইলিঅ তর ঘার।
তরঅ জে গেইআ ধনি চরে গেলা বিজুবন
কাকে জাগাই জাবে ঘার।।

(২৪)

অহিরে— কেহ যে লেগে ভালা উপরে উপরে রে বাবু হউ
কেহ ত লেগে বাড়ির পথে রে।
কেহ ত লেগে ভালা বুকে টাড়া দিয়ে রে
কেহ লেগে রিঝাঁই বুঝাঁই।।

অহিরে— চিলহে যে লেগে ভালা উপরে উপরে রে বাবু হউ
শিয়ালে ত লেগে বাড়ির পথে।
চরে যে লেগে ভালা বুকে টাড়া দিয়ে ভাই
ঝাঁগড়্যায় লেগে রিঝাঁই বুঝাঁই।।

(২৫)

(ঘরমালিক কিষান ও অহিরার প্রশ্নোত্তর)

১.

অহিরে— পুরুবে পছিমে তহিঁ অহিরা আউঅলে রে বাবু হউ
গুরু গাওনা করলে সভে গিত গাউঅলে
তরঅ গিত গেলউ গঁগা পার।
উপরে ত কাঁড়অ বাঁশে হেকেই ছারনি ঘার
তাকরঅ নাম ধরি দিহা।।

অহিরে— গুরু গাওনা করলঁ সভে গিত গাউঅল রে বাবু হউ
তরঅ গিত গেলউ গঁগা পার।
আরে উপরে ত কাঁড় বাঁশ হেঁঠে ছারনি ঘার গউ
তাকরঅ নাম হেকেক 'ঘঁগ'।।

২.

অহিরে— গুরু গাওনা করলে সভে গিতঅ গাউঅলে রে বাবু হউ
তরঅ গিত গেলউ গঁগা পার।
আর গাছ উপরে ভঁইসি ধেনুআই গউ
তাকরঅ নাম ধরি দিহা।।

অহিরে— গুরু গাওনা করলঁ সভে গিত গাউঅল রে বাবু হউ
তরঅ গিত গেলউ গঁগা পার।
আর গাছ উপরে ভঁইসি ধেনুআই গউ
তাকরঅ নাম হেকেক 'চিড়রা'।।

৩.

অহিরে— পুরুবে পছিমে তহিঁ অহিরা আউঅলে রে বাবু হউ
তর গিত ত মনে না লাগেই।
গুরু গাওনা করলে সভে গিতঅ গাউঅলে
তরঅ গিত গেলউ গঁগা পার।।

দেঁরে জবাব অহিরা মঞ করহঁ সওআল।
আর দস সির রাবন লহে, রমনিক হাঁথে মৃত্যু
তাকরঅ নাম ধরি দিহা।।
অহিরে— গুরু গাওনা করলঁ সভে গিত গাউঅল রে বাবু হউ
তরঅ গিত গেলউ গঁগা পার।
আর দস সির রাবন লহে, রমনিক হাঁথে মৃত্যু
তাকরঅ নাম হেলেক ভাই 'ঝিঁঙা'।।

৪.

অহিরে— গুরু গাওনা করলে সভে গিতঅ গাউঅলে রে বাবু হউ
তর গিত ত মনে না লাগেই।
আর উপরে চুলহা হেঁঠে তাওআ
তাকরঅ নাম ধরি দিহা।।
অহিরে— গুরু গাওনা করলঁ সভে গিত গাউঅল রে বাবু হউ
তরঅ গিত গেলউ গঁগা পার।
আর উপরে চুলহা হেঁঠে তাওআ
তাকরঅ নাম হেলেক ভাই 'চিলুম হুঁকা'।।

৫.

অহিরে— রহলঁ চন্দন বনে পড়লঁ সুজান ঘাটে রে বাবু হউ
এসন নিঠূরঅ পিআ।
কুকুরে চঁথলাক মর কাআ গউ
তাকরঅ নাম ধরি দিহা।।
অহিরে— রহলি চন্দন বনে পড়লি সুজান ঘাটে রে বাবু হউ
এসন নিঠূরঅ পিআ।
কুকুরে চঁথলেক কাআ গউ
তাকরঅ নাম হেকেক 'পতরি' ।।

৬.

অহিরে— দেঁই ত দেঁই জাকে তাকে রে বাবু হউ
দেঁই ত পথে ঘাটে দেঁই।
পর পুরুষে দেই, আপন পুরুষে নেহি দেই
তাকরঅ নাম ধরি দিহা।।

অহিরে— দেঁই ত দেঁই জাকে তাকে রে বাবু হউ
দেঁই ত পথে ঘাটে দেঁই।
পর পুরুষে দেই, আপন পুরুষে নেহি দেই
তাকরঅ নাম হেকেক 'ঘুমটা'।।

গাই চুমানোর গান

(১)

অহিরে— কনঅ পাহাড়েকেরি কচি কনচি বাঁসঅ রে বাবু হউ
কনঅ নগরেকা ডমিনি।
সরু সরু বেতিআঞ সুপঅ বুনতঅ হউ
সেহঅ সুপেঁ গেইআ রে চুমাই।।

অহিরে— পরেসনাথ পাহাড়েকেরি কচি কনচি বাঁসঅ রে বাবু হউ
হরদি নগরেকা ডমিনি।
সরু সরু বেতিআঞ সুপঅ বুনতঅ হউ
সেহঅ সুপেঁ গেইআ রে চুমাই।।

(২)

অহিরে— কনঅ সুরাঁগিঞ ভালা গুঁড়ি কুটঅই রে বাবু হউ
কনঅ সুরাঁগিঞ গুঁড়ি ঝাড়ই।
কনঅ সুরাঁগিঞ পুরই গজমতি চউক গউ
কনঅ সুরাঁগিঞ দেই দুবা ধান।।

অহিরে— বহু সুরাঁগিঞ ভালা গুঁড়ি কুটই রে বাবু হউ
বহিনি সুরাঁগিঞ গুঁড়ি ঝাড়ই।

ভউজি সুরাঁগিঞে পুরই গজমতি চউক গউ
মাঞে তঅ দেই দুবা ধান।।

(৩)

রূপান্তর

অহিরে— কন মাল্যানী ভালা গুঁড়ি যে কুটে রে বাবু হউ
কন মাল্যানে গুঁড়ি ঝাড়ে।
কন মাল্যানী ভালা চোক যে পুরে রে
দাঁয়ে বাঁয়ে ফেঁকে তরু ডাইর।।

অহিরে— বড়কি মাল্যানী ভালা গুঁড়ি যে কুটে রে বাবু হউ
মাঝলি মাল্যানে গুঁড়ি ঝাড়ে।
ছটকি মাল্যানী ভালা চোকপ যে পুরে রে
দাঁয়ে বাঁয়ে ফেঁকে তরু ডাইর।।

(৪)

অহিরে— ছুটমুটু ছুটমুটু মাল্যানের বিটি রে বাবু হউ
লেখাপড়াই সরগ পাতাল।
আঁগিনাঞে ত লেখে ভালা চাঁদ সুরুজ রে
কপাটে ত লেখে হনুমান।।

অহিরে— কুন্ডল বাঁকা কাঁখে চিপি ধরবে গে ধনি
ঠমকি চলঅবে গহাইল ঘার।
আটরি পাটরি শাড়ি পিঁধঅবে গউ
মুহে লেবে মুখভরি পান।।

অহিরে— আগুঁই আগুঁই বুনলিঅ রাই বুঁগি ধান রে বাবু হউ
তাকর পেছুঁই বুনলঅ খেড়ি গুঁদলি।
মুহে লেলঁ পাকলঅ পান খঁছলে লেলঁ আরুআ চার
চলি গেলা হামর গলিন গাইআ চুমাই।।

(৫)

অহিরে— কিআ চুমাইহা মাঞ জড়ে বিজড়ে রে বাবু হউ
কিআ চুমাইহা পাঁতা সাইর।
কিআ চুমাইহা মাঞ কুঁঅড়া ছামড়াঞ গউ
তাঁহি বাজই নাগড়া নিসান।।

অহিরে— গাইই চুমাইহা মাঞ জড়ে বিজড়ে রে বাবু হউ
বাছুরি চুমাইহা পাঁতা সাইর।
পুতা পুতহু চুমাইহা মাঞ কুঁঅড়া ছামড়াঞ গউ
তাঁহি বাজই নাগড়া নিসান।।

(৬)

অহিরে— কনঅ মইসি মর সুপ দেখি ভিড়কই রে বাবু হউ
কনঅ মইসি ডহরে চরই।
কনঅ মইসি মর পুরুব মুহে ডাঁঢ়াইএ
কনঅ মইসি লেইএ দুবা ধান।।

অহিরে— পেঁড়রি মইসি মর সুপ দেখি ভিড়কই বাবু হউ
কারি মইসি ডহরে চরই।
সির মইসি মর পুরুব মুহে ডাঁঢ়াইএ
সেহ মইসি লেইএ দুবা ধান।।

(৭)

অহিরে— কেহ জে চুমাই ভালা কাড়া ন মইসঅ রে বাবু হউ
কেহ ত চুমাই ধেনু গাই।
আর কেহ জে চুমাই ভালা কাঠকেরি পইলা
কেহ ত মাগে মহাবর।।

(৮)

অহিরে— এক চুমাই চুমাউঅলঁ দুই চুমাই চ়মাউঅলঁ
তিন চুমাই পড়ি গেলা সিরি বরদা।
না কানদঅ ন খিজ রে সিরি বরদা
তরঅ গলিন দেঅত দুবা ধান।।

(৯)

অহিরে— ধনিমানে চুমাই ভালা কাড়া ন মইসঅ রে বাবু হউ
ভাগগঅমানে চুমাই ধেনু গাই।
আর রাড়িঁ দুখি চুমাই ভালা কাঠকেরি পইলা গউ
থুবড়িএ মাগে মহাবর।।

(১০)

অহিরে— বড় পাহাড়ে সাজাউলে কেসন রগেঁ রে বাবু হউ
কুঁদেলা দুইঅ সিঁগ।
এহঅ বরদা গড়লাগি গরইআ গউ
দেহা মাঞগ পাঁচপুতাই দস ধেনু গাই।।

(১১)

অহিরে— কাকে জে সাজেই ভালা জুঁহি চমকি রে বাবু হউ
কাকে জে সাজেই টগর ফুল।
কাকে তঅ সাজেই ভালা লাল সালুকের ফুল
কাকে তঅ সাজেই ঝিগাঁ ফুল।।

অহিরে— ইসসরকে জে সাজেই ভালা জুঁহি চমকি রে বাবু হউ
মহাদেবকে জে সাজেই টগর ফুল।
আর গরআকে সাজেই ভালা লাল সালুকের ফুল
বাগালকে তঅ সাজেই ঝিগাঁ ফুল।।

(১২)

অহিরে— কিআ ফুলে পুজে সিব বুঢ়াবাপঅ রে বাবু হউ
কিআ ফুলে পুজে করম ডাইর।
কিআ ফুলে পুজে দুরগা মহামাঞ গউ
কিআ ফুলে পুজে ধেনু গাই।।

অহিরে— বেইল ফুলে পুজে সিব বুঢ়াবাপঅ রে বাবু হউ
ধান ফুলে পুজে করম ডাইর।
নিল জে পদদঅ ফুলে পুজে দুরগা মহামাঞ গউ
দুববা ঘাঁসে পুজে ধেনু গাই।।

(১৩)

অহিরে— অরুন বনেক তরুন লতা রে বাবু হউ
সেহ লঁতাঞ লবঘনে ভাঙঅব যঁত রে।
সেহ যঁতে বাঁধবঅ কপিলাকা পুতা ভাই
বাঁধি রাখি করবঅ অচলা।।

আশীষ দেওয়ার গান

(১)

অহিরে— তকে জে হামে কিআ আসিস দেবউ রে বাবু হউ
তরঅ কহইতে ছটঅ হেইএ জাব।
তকে জে মহাদেবে আসিববাদ করতঅউ
একা বইনাঞ বাঢ়তউ সিঁগালাখ।।

(২)

অহিরে— সনেঁ সুতাঞ আঁটবউ সনেঁ সুতাঞ কাটবে রে বাবু হউ
সহিরন দেখি ফেঁকবে পঁউআর।
বইনা বাঢ়তউ জবে কিসান বাঢ়তউ
হেইএ জাবে ধনে ধনমান।।

দসঅ লেইএ উঠবে দসঅ লেইএ বসবে
সনাক থারিঞ খাবে দুধঅ ভাত।।

(৩)

অহিরে— উততরে দকখিনে বাঁগলা বাঢ়াউবে রে বাবু হউ
পুরুবে তঅ রাখবে দুআইর।
বাহিরাতে সামহাইতে গেইআঞ সুরুজ সেউঅতউ
একাহিঁ বাঢ়তউ সিঁগালাখ।।

(৪)

অহিরে— সভে পরব ভালা ঘুরি ফেরি আউএই রে বাবু হউ
নেহি আউঅই মরলঅ মানুস।
জাগেকা পতিফল দেবে মাঞ লছমি।
একঅ পুতা দসঅ ধেনু গাই।।

(৫)

অহিরে— কাকর বাঢ়ইএ অগি বল ডগি রে বাবু গউ
কাকর বাঢ়ইএ সিঁগার পাত।
কাকর বাঢ়ইএ সিঁগালাখা পুতা গউ
একাহিঁ বাঢ়তউ সিঁগালাখ।।

অহিরে— আঁখেকা বাঢ়ইএ অগি বল ডগি রে বাবু হউ
ধানেকা বাঢ়ইএ সিঁগার পাত।
গেইআ ধনিক বাঢ়ইএ সিঁগালাখা পুতা হউ
একাহিঁ বাঢ়তউ সিঁগালাখ।।

বলদ খুঁটার অহিরা গান

(১)

অহিরে— গেইআকা ছেরে ছেরে ছাঁছলঁ ছছলঁ রে বাবু হউ
আখড়াঞ ত গাড়েঞ মালখাম।
সেহঅ খামে বাঁধলঅ সিরিগাইএক পুতা গউ
খেলাউঅত সাঠিস জুআন।।

(২)

অহিরে— কেথিঞ সাজাউবঁ বরদা তরি আঠঅ অঁগঅ রে বাবু হউ
কেথিঞ সাজাউবঁ দুইঅ সিঁগ।
কেথিঞ সাজাউবঁ বরদা তরি দিঅ চইক হউ
কেথিঞ সাজাউবঁ দুইঅ কান।।

অহিরে— গুঁড়িঞ সাজাউবঁ বরদা তরি আঠঅ অঁগঅ রে বাবু হউ
তেল-সিঁদুরে সাজাউবঁ দুইঅ সিঁগ।
কাজরে সাজাউবঁ বরদা তরি দিঅ চইক হউ
মড়ইরে সাজাউবঁ দুইঅ কান।।

(৩)

অহিরে— কনঅ জে বরদা ভালা রাঁগা রসিকা রে বাবু হউ
কনঅ বরদা বড়ি মাতুআল।
কনঅ জে বরদা ভালা দুধেকা সিসু হউ
আঁচরে ঢরকি খসে লর।।

অহিরে— রেগিঁআ জে বরদা ভালা রাঁগা রসিকা রে বাবু হউ
ধলা বরদা বড়ি মাতুআল।
কুইলা জে বরদা ভালা দুধেকা সিসু হউ
আঁচরে ঢরকি খসে লর।।

(৪)

অহিরে— কতিখনে রে বরদা মাল মাটি মাখবে বাবু হউ
কতিখনে করবে সিনান।
আর কতিখনে রে বরদা সাজনি সাজবে
খুঁটাক ধারিঞ করবে জে মাইর।।

অহিরে— বিহানে রে বরদা মাল মাটি মাখবে বাবু হউ
বেসিআমে করবে সিনান।
আর দুপহরে রে বরদা সাজনি সাজবে
খুঁটাক ধারিঞ করবে জে মাইর।।

(৫)

অহিরে— ছটঅ মটঅ লাগএ কেরিআ বরদা রে বাবু হউ
চরি বনে গেলা বড়ি ধুর।
চরিচরি রে বরদা লটঅলে আউঅই গউ
এবে নেহি চিনহইএ কিসান।।

(৬)

অহিরে— কনঅ যে বিরঅ হেকে এহঅ গাঁউঅ বাঁধলউ বাবু হউ
কনঅ বিরে আখড়া ছলই
কনঅ বিরেক বেটাঞ মালঅ ধুরা মাখই ভাই
আখড়া ত লেতউএ ছাড়াই।।

অহিরে— মাহাতঅ জে বিরঅ হেকে এহঅ গাঁউঅ বাঁধলউ বাবু হউ
রাজাক বেটাঞ আখড়া ছলই।।
রিঝুআড়েক বেটাঞ মালঅ ধুরা মাখই ভাই
আখড়া ত লেতউএ ছাড়াই।।

(৭)

অহিরে— কনঅ মাসেঁ বরদা ধুরাঞ ধুসঅড় রে বাবু হউ
কনঅ মাসেঁ দুখে গিরি জাই।
কনঅ মাসেঁ বরদাঞ কচি ঘাসঅ ভাঁগতঅউ
কনঅ মাসেঁ লেতউ দুবা ধান।।

অহিরে— চইত-বইসাখ মাসেঁ বরদা ধুরাঞ ধুসঅড় রে বাবু হউ
আসাঢ়-সরাবন মাসেঁ দুখে গিরি জাই।
ভাদরঅ আসিনঅ মাসেঁ বরদাঞ কচি ঘাসঅ ভাঁগতঅউ
কাতিক মাসেঁ লেতউ দুবা ধান।।

(৮)

অহিরে— ছুটু তঅ মুটু ধলা রেগিঁআ বরদারে বাবু হউ
উমকি উঠঅলে পাহাড়।
চারি জে ঠেঁগে বরদা বসঅমতা ধরঅবে রে
দুইঅ সিঁঘে ঠেলঅবে পাহাড়।।

(৯)

অহিরে— এতেক দিন জে বাছা, বাছা বাছা করইহ রে বাবু হউ
আইজ বাছা দেখাঁউএ মসিআনি।
খুঁটাকা ফেড়ে ফেড়ে ঘুরঅবে রে বরদা
জুগে জুগে রহি জাতউ নাম।।

(১০)

অহিরে— কাহে জে কাহে বরদা ঢুলু ঢুলু বাবু রে
কাহে তঁহি রহলে ডাঁঢ়াই।
গাইরঅ জে দেথু গটা নগরেকঅ লকে ভাই
হাঁসি দেহউ নিজেকঅ কিসান।।

(১১)

অহিরে— এতেক দিন জে বরদা কচাঞ খাঁধাঞ চরঅলে রে বাবু হউ
আইজ বরদা রহলে ডাঁঢ়াই।
মাঞঅ বহিনে বরদা গাইর পাড়হউ রে
হাঁসি দেহথু নগরেকা লক।।

(১২)

অহিরে— বাছরি বাছরি কহি দুধঅ পিআউলঅ রে বাবু হউ
আরঅ খাউআউলিঅ কাটলঅ ঘাঁস।
চারঅ ঠেঙে ডাঁড়াউবে দুইঅ সিং-এ মারঅবে
বাঘুআকে রাখঅবে ঘলটাই।।

(১৩)

অহিরে— আপন ছউআক পারা বাছুরা দুধঅ পিআউলঅ রে বাবু হউ
বঝা বঝা দেলঁ কাটল ঘাঁস।
চারঅ ঠেঙে খুঁটবে দুইঅ সিং-এ গুতাঅবে
রাখি দেবে বাপেকেরি নাম।।

কাড়া খুঁটার অহিরা গান

(১)

অহিরে— এতেক দিন জে রে কাড়া কচাঞ খাঁধাঞ চরঅলে রে বাবু হউ
আইজঅ ত দেখব মরদানি রে।
আর একঅ সিঙে মারঅবে ঢলঅ মাদইরা রে
একঅ সিঙে মারঅবে মাতাল।।

(২)

অহিরে— কিআ বরন কাড়া তরঅ আঠ অঁগগ রে বাবু হউ
কিআ বরন চারি ঠেঁগ।
কিআ বরন তরঅ দুইঅ সিঁগ রে
কিআ বরন দুইঅ চইখ।।

অহিরে— মেঘ বরন কাড়া তরঅ আঠ অঁগগ রে বাবু হউ
ঘাস বরন চারি ঠেঁগ।
কেরিআ বরন তরঅ দুইঅ সিঁগ রে
রেঁগিআ বরন দুইঅ চইখ।।

(৩)

অহিরে— কতি খনে রে কাড়া চরঅলে বসঅলে রে বাবু হউ
কতি খনে করঅলে নাহান।
কতি খনে রে কাড়া খুঁটা তরে বাঁধালে
কতি খনে হেলে রে মাতাল।।

অহিরে— বিহানে রে কাড়া চরঅলে বসঅলে রে বাবু হউ
বেসিআমে করঅলে নাহান।
দুপহরে রে কাড়া খুঁটা তরে বাঁধালে
সাঁঝ বেরি হেলে রে মাতাল।।

(৪)

অহিরে— এতেকদিন জে খালে কাড়া বঝা বঝা ঘাঁসঅ রে বাবু হউ
আইজঅ ত দেখব মরদানি রে।
চারঅ ঠেঙে জাঁকবঅ দুইঅ শিংএ মারবঅ
যেসন সরগলে পাতালে ধুরা উড়ি জাই।।

(৫)

অহিরে— এতেকদিন জে খালে বাছা কচাঞ খাঁধাঞ রে বাবু হউ
আজি তহর দেখব বলিয়ান।
আগলি মারবে বাছা পেছলি ঘুরবে রে
সিঙে ত বধবে ধিঙ্গুয়াইন।।

জীবনমুখী অহিরা গান

(১)

অহিরে— বাঁধঅ জে দেলে আজা দেসে কেরি অড়ে রে বাবু হউ
পিড়িআ তঅ দেলে অজগড়।
আর ঝলকইএ আউঅইএ সিরকে গগরিআ গউ
মলকিএ আউএই পেনিহর।।

(২)

অহিরে— কিআ জনম তুরুতে ডামাঅল রে বাবু হউ
কিআ জনমে ছইঅ মাস।
কিআ জনমে দস দিসে উড়ি গেল গউ
কিআ জনমে বহি বান।।

অহিরে— বাছুরি জনম তুরুতে ডামাঅল রে বাবু হউ
হড় জনমে ছইঅ মাস।
পঁকখি জনমে দস দিসে উড়ি গেল গউ
মাছঅ জনমে বহি বান।।

(৩)

অহিরে— কাকরঅ বাঢ়লঅ ডগা না ডগি রে বাবু হউ
কাকরঅ বাঢ়ি গেলা ধান।
কাকরঅ বাঢ়লঅ সিঁগা লাখা জঅ গউ
কাকর বাঢ়লঅ সিঁগা লাখা বইনা।।

অহিরে— ভাইগঅ মানেক বাঢ়লঅ ডগা না ডগি রে বাবু হউ
অভাগাক বাঢ়ি গেলা ধান।
কঢ়িকর বাঢ়লঅ সিঁগা লাখা জঅ গউ
চাসাক বাঢ়লঅ সিঁগা লাখা বইনা।।

(৪)

অহিরে— কেথিকে চিকনঅ ভালা বনেকে তিতিরঅ রে বাবু হউ
কেথিকে চিকনঅ ধেনু গাই।
কেথিকে চিকনঅ ভালা খাউআসিনি বেটি গউ
কুলহিক মাঝেঁ টহবরে জাই।।

অহিরে— ধুরাকে চিকনঅ ভালা বনেকে তিতিরঅ রে বাবু হউ
ঘাসেকে চিকনঅ ধেনু গাই।
তেলে চিকনঅ ভালা খাউআসিনি বেটি গউ
কুলহিক মাঝেঁ টহবরে জাই।।

(৫)

অহিরে— কাকরঅ বেটা ভালা পঢ়ুআ পনডিতঅ রে বাবু হউ
কাকরঅ বেটা বসেই রে দরবার।
কাকরঅ বেটা ভালা হেকে বলিমান গউ
রগদি ঘুরাউএ ধেনু গাই।।

অহিরে— রাজাকরঅ বেটা ভালা পঢ়ুআ পনডিতঅ রে বাবু হউ
দেউআনেক বেটা বসেই রে দরবার।
কিসানেক বেটা ভালা হেকে বলিমান গউ
রগদি ঘুরাউএ ধেনু গাই।।

(৬)

অহিরে— কনঅ জে ফুলা ভালা অরিধনঅ পরিধনঅ রে বাবু হউ
কনঅ ফুলা নিতেই রে আহার।

কনঅ জে ফুলা ভালা চিকন চাকন গউ

কনঅ ফুলাঞ রাখলঅ সঁগসার।।

অহিরে— কাপাসঅ জে ফুলা ভালা অরিধনঅ পরিধনঅ রে বাবু হউ

ধান ফুলা নিতেই রে আহার।

রাইঅ সরিসাক জে ফুলা ভালা চিকন চাকন গউ

সিঁদুর ফুলাঞ রাখলঅ সঁগসার।।

(৭)

অহিরে— কেইসে চিনহবে ভালা অরিধনঅ পরিধনঅ রে বাবু হউ

কেইসে চিনহবে ধান ফুল।

কেইসে চিনহবে ভালা চিকন চাকন হউ

কেইসে চিনহবে সিঁদুর ফুল।।

অহিরে— পরহিতে চিনহব ভালা অরিধনঅ পরিধনঅ রে বাবু হউ

খাইত্যে চিনহব ধান ফুল।

মাখইত্যে চিনহব ভালা চিকন চাকন গউ

সিঁথাই ত চিনহব সিঁদুর ফুল।।

(৮)

অহিরে— কাকর সিরজলঅ ভালা উঁচঅ উঁচঅ বাখলি রে বাবু হউ

কাকর সিরজলঅ ধান।

কাকর সিরজলঅ সাঁখা সাড়ি গউ

বহু বেটি করেই ঝলমল।।

অহিরে— মইসি সিরজলঅ ভালা উঁচঅ উঁচঅ বাখলি রে বাবু হউ

বরদাকর সিরজলঅ ধান।

বেটিছআক সিরজলঅ সাঁখা সাড়ি গউ

বহু বেটি করেই ঝলমল।।

(৯)

অহিরে— কনঅ জে চাসা ভালা ঠেঁগা হারে ঘুরই রে বাবু হউ
কনঅ চাসা গাঢ়াঞ ভাসি জাই।
কনঅ জে চাসা ভালা মইধ খাঁধাঞ ঘুরই গউ
কনঅ চাসা পিটিকে বাঢ়াই।।

অহিরে— মাহাতঅ জে চাসা ভালা ঠেঁগা হারে ঘুরই রে বাবু হউ
জলহা চাসা গাঢ়াঞ ভাসি জাই।
তেলি জে চাসা ভালা মইধ খাঁধাঞ ঘুরই গউ
কামার চাসা পিটিকে বাঢ়াই।।

(১০)

অহিরে— কাঁহা হেরাউলে ভালা ঝিরিহিরি বাঁসিআ রে বাবু হউ
কাঁহা হেরাউলে ধেনু গাই।
কাঁহা হেরাউলে ভালা আড়রি পাড়রি ঠেঁগা হউ
কাঁহা হেরাউলে দসঅ ভাই।।

অহিরে— গঠে হেরাউলঅ ভালা ঝিরিহিরি বাঁসিআ রে বাবু হউ
বনে হেরাউলঅ ধেনু গাই।
বুলইতে হেরাউলঅ ভালা আড়রি পাড়রি ঠেঁগা হউ
বচনে হেরাউলঅ দসঅ ভাই।।

(১১)

অহিরে— কইসে চিনহবে ভালা ঝিরিহিরি বাঁসিআ রে বাবু হউ
কইসে চিনহবে ধেনু গাই।
কইসে চিনহবে ভালা আড়রি পাড়রি ঠেঁগা হউ
কইসে চিনহবে দসঅ ভাই।।

অহিরে— ফুঁকইতে চিনহব ভালা ঝিরিহিরি বাঁসিআ রে বাবু হউ
বরনে চিনহব ধেনু গাই।

ধরইতে চিনহব ভালা আড়রি পাড়রি ঠেঁগা গউ
ধচরে চিনহব দসঅ ভাই।।

(১২)

অহিরে— কাকে দেখি বহুঞ ঘুঘা টানলঅ রে বাবু হউ
কাকে দেখি ঠমঅকি ডাঁড়হাই।
কাকে জে দেখি বহুঞ মুচুকি মুচুকি হাঁসঅএ গউ
কাকে দেখি মচড়ালে জাই।।

অহিরে— সসুরাকে দেখি বহুঞ ঘুঘা টানলঅ রে বাবু হউ
ভেঁসুর দেখি ঠমঅকি ডাঁড়হাই।
দেউরাকে দেখি বহুঞ মুচুকি মুচুকি হাঁসঅএ গউ
সঞা দেখি মচড়ালে জাই।।

(১৩)

অহিরে— কাকরঅ লরেঁ ভালা গঁগগা জবুনা রে বাবু হউ
কাকরঅ লরেঁ সমুনদর।
কাকরঅ লরেঁ ভালা গামঅছি ভিজঅইএ
কাকরঅ আঁখিহুঁ নাহি লর।।

অহিরে— বাপেকা লরেঁ ভালা গঁগগা জবুনা রে বাবু হউ
মাঞেকা লরেঁ সমুনদর।
ভাইএকা লরেঁ ভালা গামঅছি ভিজঅইএ গউ
বহুজিকর আঁখিহুঁ না লর।।

(১৪)

অহিরে— কনঅ পাত ভালা উলটি পালটি রে বাবু হউ
কনঅ পাত বড়ি রে গমভির।
কনঅ জে পাত পুজা সেবাঞ লাগতউ
অহিরাকা ধিঁধা লাগি জাই।।

অহিরে— জইড় পাত ভালা উলটি পালটি রে বাবু হউ
বড় পাত বড়ি রে গমভির।
বেইল জে পাত পুজা সেবাঞ লাগতউ গউ
অহিরাকা ধিঁধা লাগি জাই।।

(১৫)

অহিরে— কাঁহাহিঁ কুহকএ কুইলি বেসঅরা রে বাবু হউ
কাঁহা কুহকই রে মেজুর।
কাঁহাহিঁ কুহকএ পেঁড়রি মইসিনি গউ
কাঁহা তঅ কুহকই কিসান।।

অহিরে— ডাইরে বসি কুহকএ কুইলি বেসঅরা রে বাবু হউ
বেড়া ভুঞে কুহকই রে মেজুর।
ছাপর গাড়িঞ কুহকএ পেঁড়রি মইসিনি হউ
ঘারে বসি তঅ কুহকই কিসান।।

(১৬)

অহিরে— কিআ লাইএ কুহকএ কুইলি বেসঅরা রে বাবু হউ
কিআ লাইএ কুহকই রে মেজুর।
কিআ লাইএ কুহকএ পেঁড়রি মইসিনি হউ
কিআ লাইএ কুহকই কিসান।।

অহিরে— ডিমা লাইএ কুহকএ কুইলি বেসঅরা রে বাবু হউ
জড়অ লাইএ কুহকই রে মেজুর।
ছউআ লাইএ কুহকএ পেঁড়রি মইসিনি হউ
দুধা লাইএ কুহকই কিসান।।

(১৭)

অহিরে— কতি ধুরে আউঅইএ হাঁতি বল ঘড়া রে বাবু হউ
কতি ধুরে আউঅই রে বরিআত।

কতি ধুরে আউঅইএ নইনা সুনদরা বর
চাঁদে সুরুজে ঝলমল।।

অহিরে— বিসঅ কসে আউঅইএ হাঁতি বল ঘড়া রে বাবু হউ
দসঅ কসে আউঅই রে বরিআত।
পাঁচ কসে আউঅইএ নইনা সুনদরা বর গউ
চাঁদে সুরুজে ঝলমল।।

(১৮)

অহিরে— কাহাঁহি রাখবঅ হাঁতি বল ঘড়া রে বাবু হউ
কাহাঁ রাখবঅ রে বরিআত।
কাহাঁহি রাখবঅ নইনা সুনদরা বর
চাঁদে সুরুজে ঝলমল।।

অহিরে— খামহারে রাখবঅ হাঁতি বল ঘড়া রে বাবু হউ
আঁগনাঞ রাখবঅ রে বরিআত।
মাঝা ঘারে রাখবঅ নইনা সুনদরা বর
চাঁদে সুরুজে ঝলমল।।

(১৯)

অহিরে— কিআ দেইএ বধবঅ হাঁতি বল ঘড়া রে বাবু হউ
কিআ দেইএ বধবঅ বরিআত।
কিআ দেইএ বধবঅ নইনা সুনদরা বর
চাঁদে সুরুজে ঝলমল।।

অহিরে— ঘাঁসে পাতে বধবঅ হাঁতি বল ঘড়া রে বাবু হউ
মাসভাতে বধবঅ বরিআত।
বেটি দেইএ বধবঅ নইনা সুনদরা বর
চাঁদে সুরুজে ঝলমল।।

(২০)

অহিরে— কনঅ বাটে উমড়লঅ কনঅ বাটে বরসলঅ বাবু হউ
কনঅ বাটে লেগলঅ ধউআই।
কনঅ বিরিখঅ তরে কনঅ ধনি ভিজঅইএ গউ
আরঅ ভিজঅই সিঁথেকা সিঁদুর।।

অহিরে— পুরুব বাটে উমড়লঅ কনঅ বাটে বরসলঅ বাবু হউ
নামহালে লেগলঅ ধউআই।
তেঁতইরঅ বিরিখঅ তরে চনদারানি ভিজঅইএ গউ
আরঅ ভিজঅই সিঁথেকা সিঁদুর।।

(২১)

অহিরে— কনে মরঅলে অহিরা কাঁনচঅ কুঁঅর রে বাবু হউ
কনে মরঅলে রে টুঅর।
কনে মরঅলে অহিরা বাঁহিক বলঅ টুঁটই হউ
কনে মরঅলে সুনা ঘার।।

অহিরে— বাপঅ মরঅলে অহিরা কাঁনচঅ কুঁঅর রে বাবু হউ
মাঞ মরঅলে রে টুঅর।
ভাই মরঅলে অহিরা বাঁহিক বলঅ টুঁটই হউ
ভউজি মরঅলে সুনা ঘার।।

(২২)

অহিরে— জালঅ ফেঁকেইতে জাইলা ডুবিএ মরল রে বাবু হউ
মাহাজাল ত রহলঅ ছাঁকাই।
কনে কাঁদতঅ ভালা জনমঅ জনমঅ হউ
কনে কাঁদতঅ ছইঅ মাস।।

অহিরে— মাঞ বুঢ়ি কাঁদতঅ জাইলা জনমঅ জনমঅ রে বাবু হউ
বহিনি কাঁদতঅ ছইঅ মাস।

পরেক বেটি কাঁদতঅ ডেড় পহর রাইত গউ
বহুজিকর আঁখিহুঁ নি লর।।

(২৩)

অহিরে— কনে ত কাঁদেই ভালা জনম জনম রে বাবু হউ
কনে ত কাঁদেই ছঅ মাস।
কনে ত কাঁদেই ভালা ডেড় পহর রাতি গউ
সিঁদুরে কাজরে টলমল।।

অহিরে— মাঞ বুঢ়ি কাঁদেই ভালা জনম জনম রে বাবু হউ
বহিন ত কাঁদেই ছঅ মাস।
পরেক বেটি কাঁদেই ভালা ডেড় পহর রাতি গউ
সিঁদুরে কাজরে টলমল।।

(২৪)

অহিরে— কনঅ পড়অলে ভালা দেখতঅ রে বাবু হউ
কনঅ পড়অলে দউড়ি জাই।
কনঅ পড়অলে ভালা কেহ তঅ না দেখইএ গউ
কনঅ জনম দিনা চাইর।।

অহিরে— বনঅ পড়অলে ভালা দেখতঅ রে বাবু হউ
ঘারঅ পড়অলে দউড়ি জাই।
মনঅ পড়অলে ভালা কেহ তঅ না দেখইএ গউ
জিবঅ জনম দিনা চাইর।।

(২৫)

অহিরে— কনে জে দেতউ ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
কনে ত দেতউ ধেনু গাই।
কনে জে দেতউ ভালা দিঅ কানে সনা গউ
কনে দেতউ সিঁথেকে সিঁদুর।।

অহিরে— মাঞে জে দেতউ ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
বাপে ত দেতউ ধেনু গাই ।
সসুরে জে দেতউ ভালা দিঅ কানে সনা গউ
সঞাঞ দেতউ সিঁথেকে সিঁদুর।।

(২৬)

অহিরে— কেইসে রাখবে ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
কেইসে রাখবে ধেনু গাই।
কেইসে রাখবে ভালা দিঅ কানে সনা গউ
কেইসে রাখবে সিঁথেকে সিঁদুর।।

অহিরে— পেড়িএ রাখব ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
গহালে রাখব ধেনু গাই।
কানে রাখব ভালা দিঅ কানেক সনা গউ
সিঁথাই রাখব সিঁথেকে সিঁদুর।।

অহিরে— ছিঁটি ফাটি জাতউ ভালা ঝিলিমিলি সাড়ি রে বাবু হউ
মরি হেজাই জাতউ ধেনু গাই
বিকি কিনি খাতউ ভালা দিঅ কানে সনা গউ
রহি জাতউ সিঁথেকে সিঁদুর।।

(২৭)

অহিরে— কিআ বিনু গে মালিন অঁগগঅ বিরঁগগঅ রে বাবু হউ
কিআ বিনু কেসঅ রে মলিন।
কিআ বিনু গে মালিন সিঁথে ধুরা উড়অএ গউ
কিআ বিনু দুনিআ আঁধার।।

অহিরে— অননঅ বিনু গে মালিন অঁগগঅ বিরঁগগঅ রে বাবু হউ
তেলঅ বিনু কেসঅ রে মলিন।
সঞা বিনু গে মালিন সিঁথে ধুরা উড়অএ গউ
পুতা বিনু দুনিআ আঁধার।।

(২৮)

অহিরে—　কনে জে দেতউ ভালা পানি বল পিঁঢ়া রে বাবু হউ
কনে জে দেতউ অন্নজল।
কনে জে তহর সগেঁ সগেঁ ঘুরঅএ
কনে তঅ দেই হুঁঞকার।।

অহিরে—　বহিন জে দেতউ ভালা পানি বল পিঁঢ়া রে বাবু হউ
মাঞে তঅ দেতউ অন্নজল।
পাড়ই ঠেঁগা ভালা সগেঁ সগেঁ ঘুরঅএ
বাঁসিআঞ তঅ দেই হুঁঞকার।।

(২৯)

অহিরে—　কিআ জে হেতউ অহিরা আঁচির পাঁচির রে বাবু হউ
কিআ হেতউ ধন বিসই।
কিআ জে হেতউ অহিরা সনাক অগঁ দেহি হউ
কিআ হেতউ ভভেকর বাজার।।

অহিরে—　ভাঁগি ধসি জাতঅউ অহিরা আঁচির পাঁচির রে বাবু হউ
ধন বিসই উড়ি পাড়ি জাই।
গলি পচি জাতউ সনাক অগঁ দেহি হউ
রহি জাতউ ভভেকর বাজার।।

(৩০)

অহিরে—　সভে পরব ভালা ঘুরি ফেরি আউঅএ রে বাবু হউ
নেহি ঘুরেই মরল মানুস।
বনেকেরি কাঠ বল গাএকেরি আগি গউ
ঝরি ঝরি খসত অঁগার।।

(৩১)

অহিরে— কাকরঅ বাদি ভালা মেঘ বাদল রে বাবু হউ
কাকরঅ বাদি মাআজাল।
কাকরঅ বাদি ভালা জড়া সতিন ভাই
লুটি লেলউ সিঁথাক সিঁদুর।।

অহিরে— বেরাকরঅ বাদি ভালা মেঘ বাদল রে বাবু হউ
মাছেকরঅ বাদি মাআজাল।
বেটি ছউআক বাদি ভালা জড়া সতিন ভাই
লুটি লেলউ সিঁথাক সিঁদুর।।

(৩২)

অহিরে— কিআ রে মুরগি আধা রাতিঞ ডাকলে রে বাবু হউ
সঁঞা মর লেগলে ভুলাই।
আঝহু রে মুরগি দুইঅ ডেনা ভাঁগবঅ রে
মুড়িআ ত দেবঁ রে বিড়রাই।।

অহিরে— কিআ জে ভালা দুইঅ ডেনা ভাঁগবে রে বাবু হউ
মুড়িআ গউ দেবে বিড়রাই।
মইসিনি রে তর সইতিনি
সঁঞা তর লেগল ভুলাই।।

অহিরে— মইসিনি গে মইসিনি তঁহি ত মর সইতিনি বাবু হউ
সুতল সঞা লেগলে ভুলাই।
লেগলে পহর রাতিঞ, আনলে আধা রাতিঞ
ভিনসরাঞ লেগলে ঘুরাই।।

(৩৩)

অহিরে— বেচিহিঁ বেচিহিঁ সঞআ সুরঅধনি মইসিনি বাবু হউ
লেইএ লিহিঁ জড়া ধেনু গাই।

বেরা উগাঞ বাহরাবে বেরাডুবাঞ সামহাবে গউ
বড়ি সুখে বিতব জে রাইত।।

অহিরে— তকেহিঁ বেচবঅ ধনি মইসি নেহি বেচবঅ বাবু হউ
লেইএ লেবঁ জড়া মইসিনি।
আধা রাতিঞ বাহরাবঅ পহর রাতিঙ সামহাবঅ গউ
ভিনসারে খাব দুধা ভাত।।

অহিরে— মকে বেচলে সঞা কনে কনে দেতউ রাধিঁ রে বাবু হউ
কনে তকে করতউ সুসার।
কনেহি রে সঞা সঁগে সাথে বুলতউ গউ
কনে তকে পাড়তউ টকাইর।।

অহিরে— মাঞ বুঢ়িঞ গে ধনি রাধিঁবাঁটি দেউঅতই রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত করতঅ সুসার।
আড়রি পাড়রি ঠেঁগা সঁগে সাথে বুলতউ গউ
বাঁসিআঙ ত পাড়অতি টকাইর।।

অহিরে— মাঞ বুঢ়ি রে সঞা মরি হারাই জাউঅতউ রে বাবু হউ
বহিনিঞ ত জাতউ সসুর ঘার।
আড়রি পাড়রি ঠেঁগা ভাঁগিভুঁগি জাউঅতউ গউ
বাঁসিআঙ ত ঘুনঅ লাগি জাই।।

অহিরে— মাঞ বুঢ়িকে ধনি অমরিত পানি পিআউবেঞ রে বাবু হউ
বহিনি ত আনবঅ ঘুরাই।
আড়রি পাড়রি ঠেঁগা সনাক সুতাঞ বাঁধব গউ
বাঁসিআই ত হিঁগুল ঢারব।।

অহিরে— সুনে গে সুনে ধনি হামারি বচনঅ রে বাবু হউ
এহে মইসিনি বেচবঅ কিনবঅ সিরি গাই।
ঘাস পাত খাউআঅব মাড়ে নুন দেঅব গউ
দেহা মাগো পাঁচ পুঁতাই দসঅ ধেনু গাই।।

(৩৪)

অহিরে— কনঅ চড়অইআ হেকি চিতর কাবরা রে বাবু হউ
কনঅ চড়অইআ ইজর পাইখ।
কনঅ চড়অইআ হেকি ডাইরে বসি কুহকইএ গউ
কনঅ পাইখে কহেই আধারাইত।।

অহিরে— মইনঅ চড়অইআ হেকি চিতর কাবরা রে বাবু হউ
বঁখঅ চড়অইআ ইজর পাইখ।
কুইলি চড়অইআ হেকি ডাইরে বসি কুহকইএ গউ
পেঁচা পাইখে কহেই আধারাইত।।

(৩৫)

অহিরে— কিআ ভারে নঅএই গাছঅ তরু রে বাবু হউ
কিআ ভারে নঅএই ধেনু গাই।
কিআ ভারে নঅএই খাওআসিনিক বেটিআ গউ
কুলহিঞ কুলহিঞ লহসলে জাই।।

অহিরে— ফরেক ভারে নঅএই গাছঅ তরু রে বাবু হউ
দুধেক ভারে নঅএই ধেনু গাই।
গহনাকর ভারে নঅএই খাওআসিনিক বেটিআ গউ
কুলহিঞ কুলহিঞ লহসলে জাই।।

(৩৬)

অহিরে— কেথিক লাগি ভালা আঁচির পাঁচিরঅ রে বাবু হউ
কেথিক লাগি ধন বিসই।
কেথিক লাগি ভালা সনাক অঁগঅ দেহ ভাই
কেথিক লাগি ভবেকেরি বাজার।।

অহিরে— দেখন সভাক লাগি ভালা আঁচির পাঁচিরঅ রে বাবু হউ
নামেক লাগি ধন বিসই।

কামেক লাগি ভালা সনাক অঁগঅ দেহ ভাই

ফুর্তিক লাগি ভবেকেরি বাজার।।

অহিরে— আঁচির পাঁচির ভালা ভাগিঁচুরি জাতউ রে বাবু হউ

ধন বিষয় উড়ি চলি জাই।

সনাক অঁগঅ দেহ ভালা মাটিঞ মিলাতউ গউ

রহি জাতউ ভবেকেরি বাজার।।

অহিরে— মানব জনম ভালা ঝিঙা ফুলেক কলি রে

সাঁঝে ফুটে বিহানে মলিন।

যতেকদিন বাঁচঅবে ফুরঅতি করবে

মরঅলে ত মাটি—এ মিলাই।।

ডহরিয়া বা ডহর‍্যা গীত

১.

সালুক নাঢ়াক খঁদ তড়ল
করেই হেঁকের পেঁকের রে।
হারেক গরু পালে দেইকে
দাদা বহু আনে গেলাক রে।
বহুঞ খালেইক পানেক খিলি
দাদা মরলাক লাজে রে,
কিআ ফুল ফুটাউলে দাদা
দরিআক মাঝে রে।
চলে নেহি পারেই বহু
করেই সাহি বিকঅলিরে।

২.

টিটরিঙা রে পাঁড়কিআ রে তর টিলহা মুলে ঘর
হামার সঙে যাবি যদি চাল চিড়হা জগাড় কর।

৩.

পরবেকা লহলহ সঁঞা লেগে আইলা হউ
এক মুঠা সুরগুঁজা রে সুরগুঁজা ফুটেই লালে লাল।

৪.

ডাইল ভাতে লদর বদর বাইগনেতে সিম
বেহাই খাঁঞে লাও হে, রঁহে লাও হে
বৃষ্টি পড়িছে বেহাই রিম ঝিম ঝিম।

৫.

চিটা কাল্লা কি এমনি ধইরেছে,
বাড়ির নামই চিটা কাদাই দেঅর পইড়েছে।

৬.

ই বছর আকালে পইলা ধানে খাটাউলে
হামরাকে ভুখে মরাউলে,
কইরে চাসারা কইটা মরাই বসাউলে
ভুখাক সঁগে ধঁকা চলাউলে।

৭.

শাল গাছে শাল পঁগড়া
কদম গাছে কলি রে।
বঁধুর গায়ে লাল গামছা
চটক দেখে মরি রে।

৮.

হাট গেলে হাটে নাঞ
বাট গেলে বাটে নাঞ
বল্যে দিবি হে হামার সঁঞাকে
দুধি লতে বাঁইধভ উয়াকে

৯.

আসাড় মাসে রথ দেখাউলে
ঘুরাই আনি মাইর খাউআউলে।
(আর) নিল পাইড়হা সাড়ি পিঁধাউলে
বিহইলা পুরুস ছাড়াউলে।

১০.

আমার বধুঁ রাইত কানা বাড়ির পথে আনাগনা
বাড়ির পথে আনাগনা কইরয না হে কালাচাঁদ
ইঁদুর বুনেছ্যে বোরা ধান।

১১.

শুশনি শাগ শুশনি শাগ কতই সিঝাব
দিদির ভাতার খালভরাকে কত্যই বুঝাব।

১২.

কুলহি কুলহি যায় কাড়রু মালহান পালহা খায়
খাক কেনে নাই খালভরারা তদের কিবা যায়।

১৩.

তুঁইও আলি মঁইও আলি ঘরে আছে কে?
ঘরে আছে মিনার মা হাঁড়্যা পাকাঁইছে।

১৪.

শালার বাড়িএ নানা রঁগের ফুল ফুটে
শালার বহিন যাত্যে মানে নাই
দে ন হে শালা বুঝাঁই মানাই পাঠাঁই দে
তর বহিন যাত্যেই মা

১৫.

দে ন গ সিম দুটি র'স ন হে থাম,
কুটুম জন আস্যেঁছে ভজকট থাম।

১৬.

পরবে পরবে পিঠা দিলি না,
পরব পাইরালে পিঠা খাব না।
পিঠা নাই দিলেই কি,
পরব পাইরালে পিঠা কইরব কি।

১৭.

লে হাগি লে হাগি
মাহাত ঘরের চুলহায় হাগি।

১৮.

কুলহি মুড়ায় কুলহি মুড়ায় নাচ লাগ্যেছে।
সেহ শুন্যে রে ভাই বড় বহু চুলহায় হাগ্যেছে।।

১৯.

নউতনিআ গে অতঞ সভে গুচাউলে
হাইরে নইহরেক পহনা দেখি হাঁড়ি ভাঁগঅলে।

২০.

কুলহি মুড়াঞ কুলহি মুড়াঞ
গাঁজা গাছ লাগাউলঁ।
গাঁজা গাছে ভঁমর বসলি
(আর) সেহ গাঁজা খাউঅলি

বড়ি নেসা লাগলি
গাঁজা খাইএ দিসা উড়লি।।

২১.
ডুঁগরিকা ধারে ধারে ফুটি গেলা ঝরনা রে
উঠি গেলা রিঝা পুঁঠি মাছ।
এহে বাটে আ্উএ ছকরিআ
ধরি দেবঁ রিঝা পুঁঠি মাছ।

২২.
ঝার ঝাঁটারে বরদা কুলহি ঝাঁটা রে
কুলহিঞ কুলহিঞ বুলেই বরদা
মদ মাতাল রে।

২৩.
রিমিঝিমি রিমিঝিমি পানিআ বরসি গেলা
ছাতা ধরা রে দেউঅরা
ভিজি গেলা সিঁথেকা সিঁদুর।

২৪.
ঝাড় ঝাড় রে বাঁকা কুরথি
ভুজে বসেই ছটকি ননদ
ভুজইতে ভুজইতে ননদ পড়ি হেইল
লাজহুঁ না গেলা সসুর ঘার।

২৫.
রুখনা টাঁইড়ে গেইআ জে ধেনুআই রে
হাইরে বাঘুআ ত জহি জহি আউএই রে।

২৬.

পরবেকা লহ লহ
সঞা লেগে আউলা হউ।

২৭.

একা কেইসে ডারিআ নামহাউঅব গউ
হাইরে দিহা সঞা ডারিআ নামহাইএ হউ।

২৮.

বন লে বাহরালি একঠেঁগিআ ভঁইসিআ রে
হাইরে পিঠে ত করেই আহার
পাঁজড়াঞ ফেঁকেই সাহার।

২৯.

মাঘ মাসে মইসি মরঅই রে
হাইরে হাড়গড় রহলঅ ডিঁগাই।
রপা মাসে সরে বুঁদা বরিসা
হাড়গড় লেগলঅ ধআই।

৩০.

বড়কি বহু ছটকি বহু চললি নইহর রে
হাইরে কিআ কিআ সনদেস লেলে জাই।
হাঁথে মচঅড়ি খঁছলে ভরঅই
কাঁখে লুগা নইহর চলি জাই।

৩১.

এক ঠেঁগিআ হরিনিআ দউগি চড়হলঅ রে পাহাড়।
মুড়অ কাটঅলে নিহি মরেই নেজঅ কাটঅলে মরি জাই।।

৩২.

কুলহি মুড়াঞ একা গাছা মহুআ রে

হাইরে টিপকি টিপকি মহুআ খসেই

ঘঁসঅড়ি ঘঁসঅড়ি মহুআ বিছেই রে।

৩৩.

মইসিনি গে মর সইতিনি গে

সুতঅল সঞা লেগঅলে ভুলাই।

লেগঅলে পহর রাতি আনঅলে আধারাতি

ভিনসারে লেগঅলে ঘুরাই।।

৩৪.

বনে বাঁসি বাজে বনে বাঁসি বাজে

কানে কুনতলে তকে সাজে।

বনে বাঁসি বাজে।

৩৫.

নুড়ি টানঅইতে জলহা মরঅই রে

হাইরে ছউআপুতা রহলঅ ডিঁগাই।

হাঁঠু মুড়ি জলহিন কাঁদেই

কিআ বিধি লিখলঅ কপাল।

৩৬.

খুঁটাঞ চড়হি হাঁক পাড়েই বরদঅ গরখিআ রে

কাকরঅ তিরিআ লেইএ জাই।

আঁখি তরঅ ফুটঅল ডেমা তরঅ ফুটঅল

আপনঅ তিরিআ লেইএ জাই।

৩৭.

কমরেক ধতি সাজেই কমরেক গুনে।
সসুর ঘারে বেটি খাটেই চলনেক গুনে।।

৩৮.

তুলুই লুসুই ব্যাঙ পহনা
বুঢ়া মরলে বুঢ়িক ফেঁস কাঁদনা।

৩৯.

খড়খড়িক ভিতরে রাজা নিদালা।
তাথেই রাজাক রানিকে চরে লেগলা।।

৪০.

কাঁড়ু কাঁচু মুড়া রে ভাই মাছ ধরেলাই জাই
তেলাইএ তেল দেইকে ঘঘি ঝাড়ে জাই।।

৪১.

আঁগনাঞ আহেক নিম গাছটি পাত সুড় সুড় করেই।
ঘারে আহি দুই সইতিন নিত গজগজ করেই।।

৪২.

কুলহিই কুলহিই বলদ জাছ্যে, সিম লত খাছ্যে।
খাত্যে দে ন রে খালভরা তর কি জাছ্যে।।

৪৩.

ই গাঁউএক বির কুড়মি কাঁহা কাঁহা গেলা।
এক মুঠা ঠুঁরুঁগ লেইকে বাঘ মারে গেলা।।

৪৪.
পুরুল্যার বাজারে নানা বরনের ফুল।
রানি বলে দেখতে জাব,
রাজা বলে আনা করাব।।

৪৫.
লাউ তাউ খাইএ বুঢ়া হাউ হাউ করেই
ঝিঁগা তিঁগা খাইএ বুঢ়ি তিরিঁগ রিগাঁ করেই।

৪৬.
আঁদাড়ে পিঁদাড়ে ঘর, তাই সামাল্য চোর।
ভাল সিরে ঘুমাবি রে দাদা,
তর বহুকে নিয়ে জাবেক চোর।।

৪৭.
আম ফরেই ঝঁপা ঝঁপা তেঁতইর ফরেই বাঁকা।
পুরুব দেসে জাই দেখিঅ রাঁড়িক হাঁতে সাঁখা।।

৪৮.
ডহর ডহর দাদা ডহর কতি ধুর।
সুরগুঁজা বন দাদা ডহর বড়ি ধুর।।

৪৯.
আসন বাকলা রে ভাই আসন বাকলা
জামাই কহিকে চুমাউলে বুঢ়া লাকড়া।

৫০.

ই ডাইরেক বাঁদরি উ ডাইরকে জাই।
ডাইরে ডাইরে রে বাঁদরি, আম চুহি চুহি খাই।।

৫১.

ঝিঁগা জে রপলি ঝিঁগাঞ জালি ধরে নাই।
সসুর ঘার জাএক বেরাঞ মরদ মনে লাগে নাই।।

৫২.

ডিঁগলাঞ ভাই ধরলউ জালি ।
কুলহিক লকে করেই ভালা ভালি।।

৫৩.

আইড় ধারিঞ বসিকে রাগাঁ মাটি মাখিকে
ভালে গে সুনদরি ফুল ফুটেই লালে লাল।

৫৪.

সিতা কাঁদেই তরু লতে, হনু কাঁদেই ডাইরে।
এখন বুঝঅবে রে রাবন, লঁকা তর হেতউ ছারখার।।

৫৫.

ই ডুঁগরি উ ডুঁগরিই পিয়াল পাকেছ্যে।
পিয়াল খাঁয়্যে রে দাদা দাড়ি পাকেছ্যে।।

৫৬.

ই বাড়িক ঝিঁগা লত উ বাড়িকে জাই।
মাহাত ঘারেক বহু বেটিঞ ঝিঁগা নেহি খাত।।

৫৭.

উপর কুলহি গেলি রে ভাই গটা পিঠা খালি।
হেঁট কুলহি গেলি রে ভাই কাঁচা পিঠা পালি।।

৫৮.

ই ধারিক লকগিলা কাঁহা কাঁহা গেলা।
পিঁধনা ছাড়িকে সবাই মাছ মারে গেলা।।

৫৯.

ই গাঁউএক মুড়া গিলা কাঁহা কাঁহা গেলা।
মাটি কাটি কাটি ইঁটা গঢ়ে গেলা।।

৬০.

লকে কহত ছি ছি
মঞ কিনা করল।
হাঁথে সাঁখা নাখে নথ পিঁধল
বিহালা পুরুস ছাড়লঁ।।

৬১.

দে দাদা এঁদলি হামি জাবউ কেঁদলি।
তর বহুকে আনি দেবউ সনাক ভাদলি।।

৬২.

আমাবস্যার রাতে রে ভাই জামাই আসেছ্যে।
হাত ধুয়া নাই পা ধুয়া নাই খাত্যে বসেছ্যে।।

৬৩.

উখল কুটা চিড়া বলি, লেচা লেচা দই।
আমাবস্যার রাত্যে তরহা খাত্যে দিলি কই।।

৬৪.

মাঞ গো মাঞ দাদায় বহু আনেছ্যে।
কঁচি কদমের ফুল দাদায় কানে গুঁজেছ্যে।।

শ্রীগাই কথা

শ্রীগাই কথা- ১

অহিরে— এহঅ পারে গঁগগা অহ পারে জবুনা রে বাবু হউ
মইধ গঁগগাঞ চরই সিরি গাই।
সাতঅ দিনঅ সাতঅ রাতি পানি বরসলঅ হউ
সিরি গেইআ রহলঅ টেকাই।।

অহিরে— কিআ করতঅ ভালা, সিরি গেইআ ভাভে লাগই রে বাবু হউ
কেসে হামে ঘুরবঅ গলা ঘার।
গড়অ না চলঅএ বাটঅ না দেখাউএই হউ
পানি বরসলঅ নিরাধার।।

অহিরে— সেহ বাটে আঅলঅ একঅ পথরি রে বাবু হউ
সিরি গেইঞাই দেখিকে ডাকই।
সুনে রে সুনে বাছা বাটেকে পথরি রে
মরঅ খভর লেগি দে গলা ঘার।।

অহিরে— সিরি গাইএক কথা সুনি পথরিঞ কহলঅ রে বাবু হউ
হামে তঅ জাহঁ সসুর ঘার।
হামে নেহি পারবঅ হামে নেহি জাঅবঅ
খভর লেইএ তরঅ গলাঘার।।

অহিরে— নরে কা কথা সুনি কহই সিরি গেইআঞ রে বাবু হউ
সুনে নরা হামরঅ বচন।
মরঅ কথা রাখঅলে হেবে ধনিমান রে
না রাখঅলে সবংসে নিধন।।

অহিরে— গেইআক বচনঅ কহই নরঅ মানুসঅ রে বাবু হউ
সাপানতঅ না করেঁ গেইআ মাঞ।
তরঅ খভরঅ লেইএ হামে জাউঅব গউ
মনেক গলদ গেলি জে পঁছাই।।
অহিরে— কনঅ নগরে তহর গলাঘারঅ রে বাবু হউ
কিনা লাগই তর গলাকেরি নাম।
এক মনে জাউঅব তহর খভর দেউএ গউ
গিরি রহউক সসুর ঘারেক কাম।।
অহিরে— সুনে জে সুনে বাছা কানঅ লাগাইকে রে বাবু হউ
হরদি নগরে গলা ঘার।
ননদঅ গউআলা হেকেক মরঅ গলাক নাম রে
তাকর বেটা ঠকইতা দুলাড়।।
অহিরে— নেহি হামে দেখঅলাহঁ হরদি নগর রে বাবু হউ
নেহি ত চিনহই ননদঅ লাল।
কন বাটে জাঅব গেইআ কেসে হামে চিনহবঅ গউ
হরদি নগরে তহর গলাঘার।।
অহিরে— কারি পিঁপড়েক বন ধরি উজু চলি যাবে রে বাবু হউ
পঁহচি জাবে হরঅদি নগর।
গবর ডিঁগে ডুঁগরি দেখি চিনহবে ঘারা রে
পিঁধনে চিনহবে গলা মর।।
অহিরে— কারি পিঁপড়েক বনে মঞ কেসে জাম রে বাবু হউ
নামঅ সুনি জিআ জে ঢাক ঢাক।
সেহ বাটে জাব নিহি সুনে সিরি গেইআ গউ
ভুখঅল বাঘে জানে জে মারতাক।।
অহিরে— মরঅ ধেআনে তঁহি চলি জে যাবে রে বাবু হউ
তরঅ গড়ে কাঁটাউ নেহি গড়তউ।
ভুখঅল বাঘে তকে ভালি নেহি ভালতউ
নিফিকির মনে চলি জাঞ।।

অহিরে— চলি গেলা পথরিআ সিরি গেইআক ধেআনে রে বাবু হউ
গড়ে গড়ে খিআলঅ ত বাট।
নেহি রে ভুখঅল বাঘা নেহি কনঅ ডর রে
নেহি কনঅ বিপদঅ ঝনঝাট।।

অহিরে— পঁহচলঅ নর হরদি নগরঅ রে বাবু হউ
পঁহচলঅ ননদা কি দুআইর।
সুনে হউ ননদঅ গউআলা তরঅ সিরি গেইআ হউ
মইধ গঁগগাঁই আহি জে টেকাই।।

অহিরে— খভরিআক হাঁক সুনি ঘারা ভিতর ননদা রে বাবু হউ
পুতহিকে কহলঅ হাঁকাই।
দুআইরে আহে ভিখারি এক মুঠা ভিখ দেইএ গউ
চাঁড়ে মাঁড়ে করিহিঁ বিদাই।।

অহিরে— সসুরেকর কথা সুনি ননদাক পুতহু রে বাবু হউ
ভিখঅ লেইএ আউঅল দুআইর।
ভিখঅ দেখি নরা চমঅকি উঠলঅ হউ
চাঁড়ে মাঁড়ে ফরঅকি ডাঁড়াই।।

অহিরে— হামে জে নইহ বাছা বাটঅ ভিখারি রে বাবু হউ
নইহ হামে পেটেকর কাঁগাল।
সিরমনি গেইআ তহরাক মইধ গঁগগাঞ আহি গউ
সেহ বানার দেলঁ জে আনি।।

অহিরে— সুনা জে সুনা সসুর সিরমনি গেইআ রে বাবু হউ
মইধ গঁগগাঞ আহি জে টেকাই।
সেহ বানার লেইএ আউঅলাহে পথরি গউ
চাঁড়অ করি তহরা চলি জা।।

অহিরে— হামর জে আহাত ভালা সিঁগা লাখা বইনা রে বাবু হউ
একঅ গেইআ গঁগগাঞ দেলেই দান।
হামে নেহি উঠাউএ জাব সেহ বুঢ়ি গেইআ গউ
ঘারে হামর লাখঅ টাকাক কাম।।

অহিরে— সসুরাকা কথা সুনি ননদাকর পুতহু রে বাবু হউ
ইঁড়কি গেলি আপন সঞা ঠিন।
সুনা হউ সুনা সঞআ সিরমনি গেইআ হউ
মইধ গঁগগাঞ আহি জে টেকাই।

অহিরে— ননদাকরঅ বেটা ভালা কহতঅ রে বাবু হউ
মরঅ বাপেক সিঁগা লাখা গাই।
একঅ বড়ি গেইআ হামে সুগনি দেলিঅ গউ
মরঅ ধন তঅ নি জাতি সিরাই।।

অহিরে— ননদাকর মাঞ সুনি কাঁদে লাগলঅ রে বাবু হউ
বেটা নাতি কিআ ধনে রে ধাধাই।
জাকর লাগি ধন দউলত দেখঅহত নজইরে গউ
অকেই আইজ বিসরলঅ জাই।।

অহিরে— ননদাকি মাঞ ভালা কাঁদি কাঁদি লরেঁ ঝুরেঁ রে বাবু হউ
বকনাকে দেলেক রে জানাই।
সুনে রে সুনে বাছা তর মাঞ সিরি গেইআ গউ
মইধ গঁগগাঞ আহি রে টেকাই।

অহিরে— মরঅ বেটা মরঅ নাতি আনে নেহি জাই খজতঅ রে বাবু হউ
একাই কেসে হামে জাম রে।
কারি পিঁপড়েক বনে কেসে পাইরাঅব গউ
বুখল বাঘাঞ মারতঅ জান।।

অহিরে— বকনাহিঁ কহেই ভালা সুনে বুড়ি মাঞ রে বাবু হউ
খলি দে মর গড়েকি বাঁধন।
তহরঅ সঁগে হামে মাঞ আনে জাব গউ
মাঞ বিনু দুনিআ আঁধার।।

অহিরে— কহতঅ বুড়ি মাঞে তঞ ছুটু ছউআ রে বাবু হউ
কেসে হামে লেগবঅ তকে সঁগ
কারি পিঁপড়েক বনে বড়ি জে ডরঅ গউ
ভুখল বাঘাঞ ছেঁকত ডহর।।

অহিরে— কহতঅ অরুন ভাই সুনে বুঢ়ি মাঞ রে বাবু হউ
ভগবানে করহঁ সেঁউরন।
বারঅ হাঁথেক সিঁগা লেবউ বারঅ বাঢ়ব গউ
ভুখল বাঘেক ডরেক নি কারন।।

অহিরে— এতেক সুনি বুঢ়ি মাঞে চিউড়া গুড় লেউঅলি রে বাবু হউ
বুঢ়া বাপকে করিকে জহার।
বেটাকে নেহি জানাউলঅ নাতিকে নেহি জানাউলঅ
বকনা সঁগে হেলি রে বাহার।।

অহিরে— ডেগে ডেগে পঁহচলা কারি পিঁপড় বনঅ রে বাবু হউ
বুঢ়ি মাঞ তঅ ডরে থরথরাই।
গড়অ না উঠঅএ কথা না সরইএ গউ
বকনাকে তঅ ধরলঅ আঁকড়াই।।

অহিরে— বকনাহিঁ কহএ সুনে বুঢ়ি মাঞ রে বাবু হউ
তঁই হামর পেট করে চলে।
হামে রহতে তহর কনঅ নেখউ ডর গউ
তকে হামে লেইএ চলি জাম।।

অহিরে— জাইতে জাইতে ভালা ভুখল বাঘে পাঅই রে বাবু হউ
বকনা তঅ চলই নিজালাঁই।
পেট করে চলেই বুঢ়ি আগু পিছু ভালি গউ
বুঢ়া বাপকে সেঁউরই সারাখন।।

অহিরে— এহ আঁড়রা ডেগইএ অহ আঁড়রা ডেগই রে বাবু হউ
বাঘাকর তঅ সাঁহসে না কুলাই।
বারঅ হাঁথেক সিঁগা দেখি ডরঅ তঅ লাগই গউ
কিনা করই ভাবি নেহি পাই।।

অহিরে— ঘনেক আগু ঘনেক পেছু চলেই ভুখল বাঘা রে বাবু হউ
বকনা তঅ চলেই মুড় উঁচাই।
দিনঅ সিরাই রাতি হেল রাইত বিতি দিনঅ গউ
বাঘাক তঅ নেহি কনঅ চাইল।।

অহিরে— জখন বনেকেরি বরাবইর হেলেক রে বাবু হউ
বাঘাক মনে জনমএ ধিককার।
কেসন রাজা হামে কেসন তাখড়অ গউ
বাছুরেকঅ ডরে মরি জাঁউ।।

অহিরে— এতেক সঁচি মনে বাঘাঞ ঝঁপটলঅ রে বাবু হউ
বকনাঞ তঅ মারলঅ রে সিঁগ।
তিনঅ চেড়ু ধউ ডুটুঞ লটকি রহলঅ গউ
একঅ চেড়ু সিঁগাই গাঁথাই গেল।।

অহিরে— বকনাকর সিঁগাক গুঁতাঞ বাঘা মরলঅ রে বাবু হউ
বুঢ়ি মাঞে গাড়লঅ নিকাস।
কারি পিঁপড়অ বন সিরাইএ গেল গউ
পঁহচি গেলা গঁগগাকে কিনার।।

অহিরে— গঁগা কিনারে পঁহচি দেখই বকনা বুঢ়িঞ রে বাবু হউ
সিরি গেইআ আহি বালিঞ রে তপাই।
দেখি পাউঅত খালি মুড়েক দুইঅ সিঁঘা গউ
দেখি চইখএ লরঅ না টেকাই।।

অহিরে— কাঁদতঅ ননদা মাঞ কাঁদতঅ সিরি গেইআ রে বাবু হউ
বকনা তঅ কাঁদই হঁফঅরি।
এসনঅ বালিলে হামে কেসন উপাএ গউ
মাঞ মরঅ করবঅ উদধার।।

অহিরে— কেসনঅ গেইআ ভালা আর কেসনঅ হালঅ রে বাবু হউ
দেখি মনঅ দুখে ভরি জাই।
বুঢ়িঞ আখড়াউএই বালি বড়ি তড়িঘড়ি গউ
সিরি গেইআক বাঁচাউএ পরান।।

অহিরে— সিরি গেইআক দুলাড় হাঁঠু গাদি বসই রে বাবু হউ
সিঁঘা দেইএ বালি লে তিড়ি দেইল।
বাঁচাউলঅ আপন মাঞ বড়ি বির মনে গউ
বুঢ়ি মাঞে গাতঅ ঝাড়ি দেইল।।

অহিরে— নউতন জিবন পাইখুন কহই সিরি গেইআঞ রে বাবু হউ
সুনে বাছা হামরঅ বচন।
বুঢ়িকে দুইঅ বাঁটঅ রাখি দেবে গউ
বাকি দুইঅ খাবে বাছা তঞ।।
অহিরে— বকনাহিঁ খাউঅলঅ দুইঅ বাঁটঅ রে বাবু হউ
বুঢ়িকে তঅ দুইটা রাখি দেইল।
বকনাক ভরলঅ পেট ভরই বুঢ়িক মন গউ
সুখঅল বালিঞ বান বহি গেইল।।
অহিরে— কহতঅ সিরি গেইআঞ চালা এবে ঘারঅ রে বাবু হউ
বুঢ়িঞ কহেই ঘারঅ নেহি জাব।
একে একে কহে লাগলঅ আঁখিআ লরেঁ গউ
আপন বেটা নাতিকর সভাব।
অহিরে— সিরি গেইআঞ কহেই তবে সুনে বুঢ়ি গলিন রে বাবু হউ
বিজুবনে করবঅ বসকইত।
মর ছউআ পুতা সভে আনবঅ ডহরাই গউ
ননদা ঘারঅ করবঅ সুধা।।
অহিরে— তখন সিরি গেইআঞ বকনাকে কহলঅ রে বাবু হউ
সুনে বাছা হামরঅ বচন।
ননদাকর ঘারে জাইকে মরঅ জতেক ধন গউ
সভেকে তঞ আনবে ডহরাই।।
অহিরে— মাঞেক বচনঅ সুনি সুপুতা বকনা রে বাবু হউ
চলি গেলা ননদাকে ঠ-হর।
অরুন বরুনে কহি কহলঅ সভেকে গউ
একে একে মাঞেকর বচন।।
অহিরে— এতেক সুনি তবে সিরি গাইএক ছউআ পুতা রে বাবু হউ
ছাড়ি চলই ননদাকর ঠহর।
সাতঅ দিন সাতঅ রাইত চলতঅ সভে গউ
পঁহচি গেলা জাঁহা সিরি গাই।।

অহিরে— আপন ছউআ পুতা দেখি সিরি গাইএক রে বাবু হউ
রিঝে রঁগে নাচতঅ অনতর।
লরেঁ ছপঅ ছপঅ আঁখি পুছতঅ বানার গউ
চুমা খাইএ করতঅ আদর।।

অহিরে— ননদাকরঅ ঘারঅ ছাড়ি লকখি মাঞঅ রে বাবু হউ
চলি গেলা জাঁহা সিরি গাই।
ননদাকর মাঞে ধুপ ধুনা জরাই গউ
বিজুবনে করলঅ থাপন।।

অহিরে— ননদাকর ঘারে ভাইরে অ- লকখি বসই রে বাবু হউ
ভরল ধনে পতনি লাগি গেইল।
ননদা কাঁদএ ভালা হাই হাই করি গউ
হাইরে মর বিধি নাগা হেইল।।

অহিরে— কিনা দসেঁ লকখিঞ মকে ছাড়লি রে বাবু হউ
অঢেল ধন গেলি রে বহাই।
জেহ মুহেঁ দুধা ঘিউ ছলকি বুলতঅ হউ
সেহ মুহেঁ মাড়অ না কুলাই।।

অহিরে— গিআন হেরা ধন হেরা খেপা লেখে ননদা রে বাবু হউ
কাঁদে লাগলঅ রাইত দিন।
কেসে হামে বাঁচবঅ লকখি ছাড়া হেইএ গউ
ছিঁটল ফাটল ইঁধন পিঁধন।।

অহিরে— এহে লেখে কসটে সিসটে দিন বিতই রে বাবু হউ
দিনে খালে রাতিঞ রে উপাস।
ধনেকরঅ রাজা আইজ মাড়েকর ভিখারি গউ
কপালঅ হঁসতইএ বারে বার।।

অহিরে— কিনা করতঅ ননদা আপন পুতা ডাকি রে বাবু হউ
চইখেক লঁরে কহই রে বচন।
সুনে রে সুনে বাছা ঠকইতা দুলাড়অ রে
টিঢ়া ছাড়ি চালা জে—জাহার।।

অহিরে— বাপেক বচনঅ সুনি কহই তবে ঠকইতাঞ রে বাবু হউ
নেহি ভাঁভ হেতি এসন হাল।
কিআ দসেঁ বাবু ভিখারিকর দসা গউ
টুঁড়ি নেহি পাউঅঁ জে কিনার।।

অহিরে— ভাভেইতে ভাভেইতে ননদা সঁচলঅ রে বাবু হউ
ঘারেক জেনি গনাত জে লকখি।
জেনিরাকর আচার দসেঁ ছাড়ি মর টিঢ়া গউ
লকখি মাঞ গেলাহি চলি।।

অহিরে— বহু পুতহুকে ডাকি কহইতবে ননদাঞ রে বাবু হউ
তহরাই হেকিআ ঘারেকর মনি।
তহরাকর আচার দসে লকখি হেলঁ ছাড়া গউ
নেহি করিহা লকখি জেনিক কাম।।

অহিরে— লরেঁ ঝরঅ ঝরঅ আঁখি কহই ননদাক বহুঞ রে বাবু হউ
হামরাক দসঅ দিহানা মিছাই।
তহরা বাপ বেটাক দসেঁ এসন হামরাক হাল গউ
আপন দসঅ টুঁড়ি দেখাহান।।

অহিরে— ধনেক ফুটানিঞ তহরা ভুললাইহা সিরি গেইআ রে বাবু হউ
বিসরঅ লাইহা আদরেকা মাঞ।
সেহ দসেঁ আইজ এসন দসা গউ
মনে মনে ঠানি দেখা নঅ।।

অহিরে— এসন বচনে ননদাক বিঁধলঅ রে বাবু হউ
ভাঁগি গেলেক মনেকর গলদ
রুখা সুখা আঁখি ননদাক লরেঁ ঝরঅ ঝরঅ গউ
বেটাকে তঅ ধরলঅ আঁকড়াই।।

অহিরে— ঘারেক লকখি সিরি গেইআ গঁগগাঞ টেকালি রে বাবু হউ
ধনেক ফুটানিঞ আনে নেহি জাই।
আপন বুঢ়ি মাঞেক কথাউ বিসরি গেলঁ গউ
নেহি রাখলঁ খজঅ পঁছার।।

অহিরে— আইলেক বাঁদনা পরব গরইআ পুজা রে বাবু হউ
ননদাকর সুধা জে গহাইল।
গাই গরু বাছুর বিনা কনে লেই দুবা ধান গউ
কাকর লাগি চউক ঘারঅ আঁগনাঞ।।

অহিরে— কাকর লাগি করবঅ কাঁচি জিঅরি রে বাবু হউ
কাকর লাগি গহাইলে জাগর।
আঁখি লরে ভাসইএ ননদাকর ঘারঅ গউ
কেসে করি আউতেইক সেহ দিন।।

অহিরে— বড়ি কসটে বিতঅএ ননদাকর দিনঅ রে বাবু হউ
নেহি মিলেই সুখেকে কিনার।
বারঅ বছরঅ ভাই বাঁদনা পরবে গউ
পাঘা পুজা করতঅ ননদাঞ।।

অহিরে— একদিন ভালা ননদাকর পুতহু রে বাবু হউ
বাঢ়া সাঢ়া ফেঁকে জাই কুধা।
নিখরি দেখইএ গরুকঅ দিঅ সিঁগ গউ
গবর কুধাঁই আহেক জে ডাঁঢ়াই।।

অহিরে— পেছিআ কিনারে ফেঁকি ননদাক পুতহুঁঞ রে বাবু হউ
গবর ইঁচরি দেখই নিখঅরি।
দেখতঅ গারেকর কুইলা বুঢ়া গরু গউ
কবেলে আহে জে তপাই।।

অহিরে— ননদাক পুতহুঞ ঘার গুসটিকে ডাকই রে বাবু হউ
দেখাই দেলি কুইলা গরুটা।
বারঅ বছর ভালা তপাই রহলঅ গউ
এতেক দিনেউ না হেলি গচর।।

অহিরে— তখন ননদাক ঘার গুসটি কুইলা বুঢ়া গরুকে রে বাবু হউ
জতন কইএ আনলঅ বাহার।
জতন কইএ ধউআই পঁছাই সিঁঘে দেলা তেল গউ
খাই দেলা ঘাঁস পঁউআর খইর।।

অহিরে— কুইলা বুঢ়াকে পাইএ ননদাকর ঘার রে বাবু হউ
ভুলি গেলা মনেকে বেদন।
করলঅ গরইআ পুজা ফুরতি মনে গউ
কুইলা বুঢ়াকে বরনে সাজাই।।

অহিরে— তেল সিঁদুরে কুইলাক সিঁঘঅ ঝলমল রে বাবু হউ
কপালে জে সাজলঅ মড়ইর।।
ননদাকর বহু আর পুতহুঞ গউ
দিআ দুব ধানে করলঅ পুজন।।

অহিরে— ননদাকর মনে নেহি রহলঅ দুখঅ রে বাবু হউ
ভুখঅ পিয়াস চলি গেইল।
কুইলা বুঢ়াকে তবে পুঁছই আঁখি লরে গউ
সিরি গেইআ মাঞেকর বানার।।

অহিরে— তঁহি তঅ জানিস্ ভালা সভে বানারঅ রে বাবু হউ
নেহরে কহঁ কহি দে মকে।
সিরি গেইআ অকর পুতা আর মর মাঞ গউ
কন নগরে করহত বাস।।

অহিরে— ননদাকর দসা দেখি সুনি নেহর বচনঅ রে বাবু হউ
কুইলা বুঢ়াঞ কহতঅ বচন।
বিজুবনে সিরিগাই জতেক ছউআ পুতা গউ
তর মাঞেক সঁগে করহত বাস।।

অহিরে— কুইলা বুঢ়াক গড় লাগি ননদা আর ঠকইতা রে বাবু হউ
ডহরলা জাঁহা বিজু বন।
পেছুঞ পেছুঞ ডহরলা সাসঅ পুতহু গউ
সিরি গেইআক করিকে ধেআন।।

অহিরে— তবে কতেক খনে ভালা বিজুবনে পঁহচলা রে বাবু হউ
চলি গেলা জাহাঁ সিরি গাই।
দেখতঅ বুঢ়ি মাঞ জতেক গাই গরু গউ
রিঝে রঁগে কালঅ বিতাই।।

অহিরে— চাইরঅ লকঅ গিরি দেলা সিরি গেইআক গড়ে রে বাবু হউ
আঁখিক লরে বহে লাগলঅ বান।
কহতঅ নেহর করি দসঅ খেমি লেঁ গউ
নিহি তঅ নিরাখব জিবন।।

অহিরে— সিরি গেইআঞ কহেই তবে হামে কেসে খেমবঅ রে বাবু হউ
খেমেক বিচার করতউ তর মাঞ।
তহর মাঞে জদি দস খেমি লেউ গউ
হামরা সভেকাই হঁ সিকার।।

অহিরে— তবে তঅ চাইরঅ লকে বুঢ়ি মাঞেক গড়ে গিরলঅ রে বাবু হউ
বুঢ়ি মাঞেক হেলেক রে দইআ।
খেমি দেলেক সভে দসঅ কাম গউ
হাঁথে ধরি ভুঞলে উঠাই।।

অহিরে— আঁখিক লর পঁছি ননদাক কহত বুঢ়ি মাঞে রে বাবু হউ
ধনেক গরব পাপেকর কারন।
এহে কথা খেআল রাখি চলবে ডহরে গউ
লকখি মাঞে না ছাড়তউ ঘার।।

অহিরে— ননদাঞ কহই তবে ভাঁগলাহি ভুলঅ রে বাবু হউ
জিবনে না করবঅ এসন।
চালা সভেকাই তহরা পুননা বসতিঞ গউ
এহে তঅ মর মনেকে বাসন।।

অহিরে— তখন সভে ভালা বিজুবনঅ ছাড়ি রে বাবু হউ
ডহরলা ননদা ঠহর।
ননদাকর ঘারঅ ভালা হেই গেলেক আলা গউ
সুখ সানতি আগুকে নিঅর।।

অহিরে— ঘারঅ ঘুরি ননদাঞ তবে করলঅ গরইআ পুজা রে বাবু হউ
আরঅ করল কুটুমঅ ফলহার।
লকখি মাঞ ঘুরি আইলি ধনে ভরি ঘার গউ
সিরি গাইএক আসিসঅ গুনে।।

শ্রীগাই কথা- ২

অহিরে— আসিন পাইরাইএ দেখেঁ কাততিক সামহালঅ রে বাবু হউ
গলিনি তঅ চললঅ নেইহর।
আউএহেক হামর বাঁদনা পরব গউ
কেইসে হামে বধাঅব সিরি গাই।।

অহিরে— গঁগা গহালিঞ গেইআ কাঁদই রে বাবু হউ
কাঁদই গেইআ অঝরঅ নইঅন।
না কাঁদে না খিজে ধলি গেইআ গউ
তরঅ গলিন আনবঅ ঘুরাই।।

অহিরে— একঅ কস গেলি গলিন দুইঅ কস গেলি রে বাবু হউ
তিন কসে ঠমকি ডাঁঢ়াই।
উঠিন লে গলিন ঘুরে জে লাগলঅ গউ
ঘুরই জেসন ঝড় রে বাসাত।।

অহিরে— গঁগা গহালিঞ ভালা গলিন সামাই গেলি রে বাবু হউ
গেইআ ধনিকে কহে রে লাগই।
না কাঁদে না খিজে ধলি গেইআ গউ
তরঅ গলিন আঅলঅ জে ঘুরি।।

অহিরে— গলিনিই তঅ দেতউ গেইআ তেল সিঁদুঅ রে বাবু হউ
গলাঞ তঅ করতঅ মইলান।
ননদঅ গআলা হেকে বড়ি ভাগ্যমান গউ
দুধে পুতে সমানে সমান।।

অহিরে— কাঁহা পাউঅব হামে কাঠ না বাঁস রে বাবু হউ
কাঁহা পাউঅব খেঁড় ঘাঁস।
কাঁহা পাউঅব হামে চিহড় লতা হউ
কেইসে ঘার করব তিআর।।

অহিরে— পাহাড়েহিঁ আহউ দেখেঁ কাঠ না বাঁস রে বাবু হউ
ডুগুঁরিঞ ত রহই খেঁড় ঘাঁস।

খেড় বনে আহউ দেখে চিহড় লতা গউ
জড়া ঘারঅ করব তিআর।।

অহিরে— কেইসে আনবঅ হামে কাঠ বাঁসঅ রে বাবু হউ
কেইসে আনবঅ খেঁড় ঘাঁস।
কেইসে আনবঅ হামে চিহড় লতা গউ
কেইসে বাঁগলা করবঅ তিআর।।

অহিরে— কাড়াক গাড়িঞ আনবঅ কাঠ বাঁসঅ রে বাবু হউ
গরুক গাড়িঞ আনবঅ খেঁড় ঘাঁস।
মুনিস লাগাএ আনবঅ চিহড় লতা গউ
জড়া বাঁগলা করবঅ তিআর।।

অহিরে— কাঁহা পাউঅব হামে কাঠ না বাঁস রে বাবু হউ
কাঁহা পাউঅব খেঁড় ঘাঁস।
কাঁহা পাউঅব হামে চিহড় লতা হউ
কেইসে ঘার করব তিআর।।

অহিরে— পাহাড়েহিঁ আহউ দেখেঁ কাঠ না বাঁস রে বাবু হউ
ডুগুঁরিঞ ত রহই খেঁড় ঘাঁস।
খেড় বনে আহউ দেখে চিহড় লতা গউ
জড়া ঘারা করব তিআর।।

অহিরে— উততরে দকখিনে ননদাঞ বাঁগলা টানাঅল রে বাবু হউ
পুরুবে তঅ রাখলঅ দুআইর।
বাহরাউঅতে সামহাউঅতে গউ
গেইআঞ সুরুজঅ ধেআই।।

অহিরে— হাঁথেহিঁ লেলঅ ননদঞ হাঁথা পাঁড়রি রে বাবু হউ
ভইড়ে তঅ কাঠেকা খড়ম।
মুড়েহিঁ লেলঅ ননদঞ সারি সুগা পাগঅ গউ
অঁগে লেলঅ অঁগারে চাদর।।

অহিরে— এহে তিআ করি ননদঅ বাগাল সাজি গেলউ রে বাবু হউ
গেইআকে তঅ চরাউএ লাগই।

গেইআকর পুঁজি ননদাক বাড়ি গেলা গউ
দুধে পুতে সমানে সমান।।

অহিরে— ঝুরুহিরিক বনে ননদঞ গেইআ লেইএ জাই রে বাবু হউ
গেইআকে তঅ চরাউএ লাগই।
দেখেঁ ননদঞ সারা দিন গরু চরাউএই গউ
অহঠিনেঞ করত গঠইর।।

অহিরে— ননদঞ গেইআকে চরাউঅই বাঝাউঅই রে বাবু হউ
হাঁথেকর ইসারাহিঁ গরু ঘুরেই।
বছর বছর ননদঞ গরু চরাউএই গউ
বেড়ি সুখে ননদঅ রহি জাই।

অহিরে— ননদাকর গেইআ পুঁজি রহি গেলা রে বাবু হউ
সিঁগালাখা গেইআ রহি জাই।
গেইআকর পুঁজি ননদাক বাড়ি গেলা গউ
দুধে পুতে সমানে সমান।।

অহিরে— এখেঁ এহে তিআ করি দিনঅ বিতি জাহ রে বাবু হউ
ননদক বহু ঘারে রহি জাই।
বাছুরিকে দেখই যতন করেই গউ
মাড় পানি দেউএ রে লাগই।।

অহিরে— বহুতঅ দিনঅ দেখেঁ গেইআকে চরাউলঅ রে বাবু হউ
বেড়ি সুখে দিনঅ গমি জাই।
একদিন ননদক বহুঞ তবে কহে লাগলঅ গউ
সঞাকে তঅ খে রে লাগল।।

অহিরে— সুনে ন সুনে সঞা হামর বচনঅ রে বাবু হউ
সুনে তবে কানঅ লাগাই।।
হামরাকঅর উমের তঅ হেইএ গেলি গউ
কেসে হামরা পারি উঠব সভ।।

অহিরে— দিনে দিনে হামরাক আরঅ উমেইর হেতি রে বাবু হউ
হামরা এবার বেটাকে দেবই সমুঝাই।

দুবাই লালঅ নামে বেটা বাঢ়লঅ গউ
বেটাকে তঅ ডাকিহিঁ এখন।।

অহিরে— সুনে ন সুনে পুতা হামরাক বচন রে বাবু হউ
সুনে তবে কানঅ লাগাই।
হামরাকর উমেইর পুতা হেইএ জে গেলি গউ
তঁহি পুতা লেবে গঅ সমুঝাই।।

অহিরে— গেইআকে তঅ তহিঁ পুতা জতন করবে রে বাবু হউ
সুখে তঁই বিতবে জে কাল।
বঝা বঝা ঘাঁসঅ তঁহি দেবে গউ
গেইআ জেন ভুখে না মরই।।

অহিরে— ননদকর বুহুঞ ভালা পুতহুকে ডাকই রে বাবু হউ
পুতহুকে দেঅলঅ সমঝাই।
সুনে ন সুনে বহু হামর বচন গউ
সুনে তবে কানঅ লাগাই।।

অহিরে— বাছুরিকে তঁহি মাঞ জতন করি যাবে রে বাবু হউ
সুখে তহরা বিতবে জে কাল।
এহে রকম করি বেটা বহুকে গউ
ঘর কননা সভে দেঅলঅ বুঝাই।।

অহিরে— বারঅ বছর গেইআ চরাঅল বাদে রে বাবু হউ
ননদাঞ দেঅল গউ সমঝাই।
পুতা দুবাই লাল আর পুতহুঁই গউ
ঘর কননা সভে সমুঝে ত লেই।।

অহিরে— গেইআ ধনিঞ দেখি ভাভে জে লাগলঅ রে বাবু হউ
লউতন বাগাল হামরাক সাজি জাই।
ননদক দেখেঁ উমইর হেইএ গেলঅ গউ
সেহ আর নেহি জাতাক সঁগে সাথ।।

অহিরে— গেইআ ধনিঞ ভালা আরঅ জে ভাভে লাগলঅ রে বাবু হউ
মনে মনে ভাভে জে লাগই।

ননদক আমলে হামরা সুখে রহলঁ গউ
বড়ি সুখে দিনঅ গমি জাই।।

অহিরে— আধ বাইসামে দেখেঁ ননদাক বেটা উঠএ রে বাবু হউ
গেইআ ধনি ত গহালে রহি জাই।
আধ বাইসাম বেরাঞ গরু খসাই লেগই গউ
লেইএ জাই ঝুরুহিরিক বন।।

অহিরে— ননদকর বেটা হেকই বড়ি বলমানঅ রে বাবু হউ
রগদি ঘুরাউঅই ধেনু গাই।
একে ঠিনে গট করি রাখএ গউ
মারই পুতাঞ সিরে সিরে ডাঁগ।।

অহিরে— কনহ গেইআ জদি কাছাহিঁ লড়কি চরই রে বাবু হউ
দউড়ি জাইএ ঠেঁগাবে করই।
টাঁইড়ে টিকরে গেইআ চরাউএই গউ
গেইআ ধনি ভুখে রহি জাই।।

অহিরে— বেরা না ডুবইতে গেইআ খহড়াই দেহউ রে বাবু হউ
ঘাঁস পঁউআর নেহি জে মুহাই।
এহে মতে তবে দিন গম জাই গউ
গেইআ ধনি কাঁদে রে লাগই।।

অহিরে— বেটাক বহুঞ দেখে অনিঅম করই রে বাবু হউ
বাছুরিকে সাঁতাউএ লাগই।
মাড় পানি নেহি দেহই গউ
জেঠিন বাঁধল সেঠিনে রহি জাই।।

অহিরে— বড়ি গুমাইন ভালা হেইএ গেলঁ রে বাবু হউ
খামঅ খুঁটাঞ গবরঅ পঁছই।
হাঁঠু ভরি খালঅ গহালে রহলঅ গউ
গেইআক বড়ি দুখঅ লাগি জাই।।

অহিরে— ঝোঁটাঅল পাটাঅল গহালঅ রে বাবু হউ
বাঢ়ইন ত না কবউ ধঅলঅ।

গহালেক দুআইরে বাঢ়ইন গঁজি দেই গউ
সিরি গেইআক সিরে লাগি জাই।।

অহিরে— গহালে তঅ গেইআ ধনি চভড়ি রহই রে বাবু হউ
গহালতঅ অবজড়ে ভরি জাই।
এহে রকম করি গেইআ রহি গেলউ গউ
বড়ি দুখে দিনঅ বিতাই।।

অহিরে— এহ দেখি গেইআ তবে ভাভে জে লাগলি গউ
এহে মতে কিনা গউ উপাই।।
হামরাকর বড়ি দুখে দিনঅ জাই গউ
হামে জাউঅব ঠাকুরেকর পাস।।

অহিরে— সিরকি বিলাসে ঠাকুর রহই রে বাবু হউ
হর পারবতি রহি জাই।
একর ঘারে হামরা আর নেহি রহব গউ
চলি জাঅব ঠাকুরেকর ঘার।।

অহিরে— গেইআ ধনিঞ তবে মেড়িকে কহই রে বাবু হউ
সুনে বচনঅ হামর কানঅ লাগাই।
বেটা বহুঞ বড়ি সাঁতাউএ লাগলঅ গউ
হামে চলি জাঅব ঠাকুরেকর ঘার।।

অহিরে— আসিনঅ পাইরাতে কাততিকঅ সামালঅ রে বাবু হউ
সিরি গেইআ সঁচে রে লাগল।
কাততিকর পইলা দিনে চলি জাঅব গউ
চলি জাঅব সিরকি বিলাস।।

অহিরে— তবে সিড়িপটঅ রাইতে গেইআ উঠলি রে বাবু হউ
সিরকি বিলাস জাএকে মানস।
জতেক গেইআ দেখই নিদালঅ গউ
গহালিলে বাহরাই জাই।।

অহিরে— মুড়েকেরি টাড়া সিঁগে ঠেলি খসাউলি রে বাবু হউ
গহাললে তঅ বাহিরাই জাই।

সিরি গেইআ একুড়াহিঁ চলি জাই গউ
চলি তঅ জাই সিরকি বিলাস।।

অহিরে— সিরি গেইআ জে চলি গেলি রে বাবু হউ
চলি গেলি ঠাকুরেকর ঘার।
দুআইরে পঁউছি গেইআ ডাঁড়াই গেলি গউ
ঠাকুরকে তঅ হাঁকাউএ লাগই।।

অহিরে— দুআইরে ডাঁড়াএ গেইআ কাঁদে লাগলি রে বাবু হউ
কাঁদেই গেইআ অঝর নইআন।
পারবতিক কানে তবে রদন পঁহচলঅ গউ
ঠাকুরকে তবে কহইতে লাগই।।

অহিরে— সুনা গউ ঠাকুর হামর বচনঅ বাবু হউ
সুনা তবে কানঅ লাগাই।
হামরাকর দুআইরে কনে ডাঁড়াই আহি গউ
কনে তঅ কাঁদে জে লাগই।।

অহিরে— পারবতিক কথা সুনি মহাদেবেক রে বাবু হউ
ধেআনঅ তঅ টুটি জাই।
মহাদেবঅ তবে উঠি গেলাক গউ
সভে কথা সুনি যে লেলই।।

অহিরে— গঁড়ে খড়ম তবে লাগাই লেলাক রে বাবু হউ
মুঠাঁই তঅ ধরলঅ ত্রিসুল।
ননদি ভিরিঁগি সঁগে রহল গউ
আন হাতে সিঁগা ধরি লেল।।

অহিরে— খাটাক খুটুক করি মহাদেবঅ আঅলঅ রে বাবু হউ
বুঢ়া বাপ তঅ আঅলঅ চলল।
আইএ তবে হুড়কা খসাই দেখই গউ
সিরি গেইআ দুআইরে ডাঁড়াই।।

অহিরে— এতেক রাতিঞে গেইআ কাহে আইলে রে বাবু হউ
কিআ তরঅ দুখ লাগি জাই।

সিরি গেইআ তবে কাঁদে জে লাগলঅ গউ
কাঁদেই গেইআ অঝরঅ নইআন।।

অহিরে— কিআ কহবঅ বাপা কহনঅ না জাই বাবু হউ
মুহে ফুটি নেহি কহা জাই।
মুহেঁক কথাঞ নেহি পেতিআবে গউ
চালে ঠাকুর সঁগেই লেইএ জাব।।

অহিরে— বুঢ়া বাপে তবে কহে লাগলঅ রে বাবু হউ
গেইআকে তঅ কহে জে লাগই।
কিআ তর দুখ লাগলঅ গউ
মকে তঁই দে নঅ গউ সুনাই।।

অহিরে— সিঁগালাখা গেইআ হামরা ননদক ঘারে রহলঁ বাবু হউ
বড়ি সুখে হামরা রহলঁ সবাই।
ননদঞ বড়ি জতন করলঅ গউ
কভু নেহি মারই দুবেকর আসাঞ।।

অহিরে— ননদকর উমেইর তবে হেইএ জে গেলঁ বাবু হউ
বেটা বহুকে সভে দেলঅ গউ সমুঝাই
বেটা বহুঞ তবে জতন না করই গউ
হামরাক বড়ি দুখ লাগি জাই।।

অহিরে— ননদক বেটা দুবাইলাল বড়ি অসকইতা বাবু হউ
হেকে আরঅ বড়ি রড়অ গউ।
বেরা উঠাঞ ঘুমাই উঠি লেইএ জাই গউ
লেইএ জাউঅত ঝুরুহিরিক বন।।

অহিরে— টাঁইড়ে টিকরে তঅ হামরাকে চরাই লেতউ বাবু হউ
একে ঠিনে রাখএ গঠাই।
কনঅ গেইআ জদি কাছাঞ লড়কি চরত গউ
দউড়ি জাইএ ঢাঢ়াউএ লাগই।।

অহিরে— দুবাইলালেক বহুঞই সাঁতাউএ লাগল বাবু হউ
বাছুরিকে সাঁতাউএ লাগই।

মাড় পানি নেহি দেঅলঅ গউ

জেঠিন বাঁধল সেঠিনে রহি জাই।।

অহিরে— গাড়াই টঁঢ়াই গহাইল ভরি রহলঅ বাবু হউ

খাম খুঁটাঞ গবর পঁছি দেই।

বিনা ধইএ বাঢ়ইন গঁজি রাখই গউ

ছাঁছে তঅ গঁজি দেই।।

অহিরে— এহে তিআ করি হামর বড়ি দুখঅ লাগি গেলই বাবু হউ

ননদক ঘারে আর নেহি যে রহব।

হামর দুখঅ. দেখেলাই তকে লেগবঅ গউ

চালে ঠাকুর সঁগে লেইএ জাম।।

অহিরে— মহাদেবে তবে গেইআকে কহে লাগলঅ রে বাবু হউ

সুনে তবে হামরঅ বচন।

সুনে না সুনে গেইআ বচনঅ হামর গউ

সুনে তবে কানঅ জে লাগাই।।

অহিরে— এখন তঁহি গেইআ ঘার ঘুরি জাঁই রে বাবু হউ

বাদে হামি জাঅব দেখেলাই।

তর দুখ দেখে হামি চলি জাঅব গউ

তঁহি এখন ঘুরি চলি জাঁই।।

অহিরে— কাততিক মাসে ভালা আমাবসা হেতেইক বাবু হউ

অহদিনে হামে জাঅব তহর পাস।

ঘাউআ আমাবইসাক দিনে হামে জাঅব গউ

তহর দুখঅ দেখেলাই চলি জাব।।

অহিরে— মহাদেবেক কথা সুনি গেইআ ঘুরি আঅল রে বাবু হউ

রাতারাতিঞ আঅল ঘুরি ঘার।

কনহি গেইআঞ নেহি জানলঅ গউ

মেঢ়ি গেইআঞ তঅ জানি জাই।।

অহিরে— মেঢ়ি গেইআঞ তবে পঁছে লাগলি রে বাবু হউ

কহেই অনাউএ হামরঅ বচন।।

এতেক রাতিঞ তঁই কাঁহা চলি গেলে গউ
কাকর আবাদ আঅলে জে খাই।।

অহিরে— সিরি গেইআঞ তবে কহে জে লাগলি রে বাবু হউ
সুনে তবে হামরঅ বচন।
হামে কাকর আবাদ নেহি খাইএ গেলঁ গউ
চলি গেলিঅ ঠাকুরেকর পাস।।

অহিরে— হামরাকর দুখঅ জে বাঢ়ে লাগলি রে বাবু হউ
হামে তবে লালিস করে জাই।
মহাদেবে জানাউলঁ হামর দুখেক কারন গউ
নেহেরলঁ দুখঅ দেখি জাঁই।।

অহিরে— মেঢ়ি গেইআঞ তবে পুঁছইতে লাগলঅ রে বাবু হউ
মহাদেবে কিনা কহলঅ ত ভাই।
কখন ঠাকুর আঅত হামর পাস গউ
ঘুচি জাতি হামর সভে দুখেকি কারন।।

অহিরে— সিরি গেইআঞ তবে কহে লাগলি রে বাবু হউ
সুনে তবে বচনঅ হামর।
ঘাউআ আমাবসাঁই ঠাকুর আউতাক গউ
হামরঅ বড়ি দুখঅ দেখেলাই।।

অহিরে— এহে রকম আনার বানার কহলঅ রে বাবু হউ
সিরি গেইআঞ ত সভে বুঝাই দেইল।
কাততিক আমাবসাক লাগি গেইআ ধনিঞ গউ
দিনঅ ত গনইতে লাগই।।

অহিরে— দেখইতে দেখইতে ভালা আমাবসা চলি আঅল রে বাবু হউ
গেইআ ধনিঞ ভালে রে লাগই।
সিড়িপটঅ রাতি তবে হেইএ গেলউ গউ
ঠাকুর তখন চলি জে আউএই।।

অহিরে— গেইআকর দুখঅ দেখে মহাদেব আঅল রে বাবু হউ
সামহাই গেলাক গঁগাকে গহাইল।

গঁগাক গহালে জাএ ভালে ত লাগলঅ গউ
চাইরঅ বাটে নিখরি দেখেই।।
অহিরে— খাল ডভ দমে গহাইলে দেখল রে বাবু হউ
ঢেইর গেইআ চভড়ি রহি জাই।
খাম খুঁটাঞ দেখেই গবর পঁছি দেল গউ
খুটা দেখে মটাই রহি জাই।।
অহিরে— পান খাইএ গলঅ ফেলি জে দেইএ রে বাবু হউ
গঁগাকে গহাইলে ফেলি দেই।
বাছুরিকে দেখল ডাঁঢ়াই আহি গউ
মাড় পানি নেহি জে পাউঅই।।
অহিরে— ছাঁছআ দেহরি তবে আরঅ দেখি লেলউ রে বাবু হউ
দেখেই বাঢ়ইন গঁজলে রহি জাই।
বিনা ধইএ বাঢ়ইন গাঁজি দেই গউ
মহাদেবে সভে জে দেখে পাউঅই।।
অহিরে— ঠাকুরেকর মনে তবে বিসুআস হেঅল রে বাবু হউ
নিজেক নজরে সভে জে দেখই।
ঠাকুরেহিঁ তবে কহে জে লাগল গউ
সিরি গাইকে কহে রে লাগই।।
অহিরে— সুনে না সুনে গেইআ হামর বচনঅ রে বাবু হউ
সুনে তবে কানঅ জে লাগাই।
কতেক দুখঅ তহর লাগি গেলউ গউ
তকে হামে লেইএ চলি জাই।।
অহিরে— বুঢ়ি বাঁদনাক দিনে তকে লেইএ চলি জাউঅব রে বাবু হউ
এখন হামে ঘুরি চলি জাই।
এহে তিআ কথা তবে কহি লেলউ গউ
গেইআকে তঅ কহি চলি জাই।।
অহিরে— অহঠিনলে ঠাকুর তবে ঘার ঘুরি গেলাক রে বাবু হউ
চলি গেলাক সিরকি বিলাস।

জাইএ তবে পারবতিকে সুনাউএ লাগল গউ
গেইআ ধনিক বড়ি দুখেকর বানার।।

অহিরে— গেইআক কথাঞ হামি বিসুআস নেহি করলঁ রে বাবু হউ
নিজেক চইখে জে দেখই।
এতেক দুখে গেইআ রহি গেলউ গউ
হামে হিঁআ লেইরে আনব।।

অহিরে— এহে তিআ কথা তবে পারবতিঞ সুনিকে রে বাবু হউ
মহাদেবে কহল যে জাই।
বুঢ়ি বাঁদনাক রাতিঞ হামে লেইএ আনব গউ
গেইআকে তঅ লেইএ রে আনব।।

অহিরে— দেখইতে দেখইতে পরব পাইরাই গেলউ রে বাবু হউ
ঠাকুরঅ তঅ আঅল চলল।
বুঢ়ি বাঁদনাক রাতিঞ ঠাকুর চলি আঅল গউ
চলি গেলাক গঁগাকে গহাইল।।

অহিরে— সিড়িপটঅ রাতি জখন হেইএ গেলউ রে বাবু হউ
ঠাকুর তবে সামহালাক গহাইল।
সিরি গেইআকে কহে লাগলঅ গউ
সুনে গেইআ হামরঅ বচন।।

অহিরে— সুনে না সুনে গেইআ হামর বচনঅ রে বাবু হউ
সুনে তবে কানঅ লাগাই।
একে পাঁইজে তহরা সভে চলি জাঅবে গউ
তবে হামে লেইএ চলি জাম।।

অহিরে— সিঁগালাখা গেইআ তবে আর না রহলি রে বাবু হউ
গহাইল লে ত বাহারাই জাই।
জুঁঞা থারাথারিক লেখেঁ সভে বাহারালা গউ
সভেকাই বাহরাই চলি জাই।।

অহিরে— মহাদেব চলএ আগুঁই আগুঁই রে বাবু হউ
জতেক গেইআ পেছুঞ চলি জাই।

সভেকার পেছুঞ তবে মেঢ়ি গেইআ রহেই গউ
নেজঅ তঅ ঘঁসড়ি ঘঁসড়ি জাই।।

অহিরে— নেজে তবে জতেক পাঁইজকে মেটাই লেলে জাহ রে বাবু হউ
মেঢ়ি গেইআঞ মেটাই লেলে জাই।
এহে তিআ জতেক গেইআ চলি জাউঅই গউ
মহাদেবেক সঁগে সিরকিবিলাস চলি জাই।।

অহিরে— আইসাম বেরাঞ তবে ঘুমাই উঠলঅ রে বাবু হউ
দুবাইলাল ঘুমাই উঠি জাই।
ছাতা ঠেঁগা লেইএ গহালে চলি জাই গউ
জাইএ তঅ ভালে রে লাগল।।

অহিরে— গহালি তঅ চারিকুন সুনন দেখই রে বাবু হউ
সিঁগালাখা গেইআ নেহি পাই।
সিঁগালাখা গেইআ হামর কাঁহা চলি গেলা গউ
কঁদে ত চরে লেইএ জাই।।

অহিরে— দুবাইলাল জাইএ তবে সুনাই দেলউ রে বাবু হউ
ননদকে ত সুনাউঅই বানার।
গেইআ হামর একঅটি না রহল গউ
কনে ত লেইএ চলি জাই।।

অহিরে— ধড়ফড় করি ননদ তবে উঠি গেলই রে বাবু হউ
চলি গেলই গঁগা কে গহাইল।
ননদকর বহুঅ সঁগে চলি গেলি গউ
দেখে পাউঅই সুনন রে গহাইল।।

অহিরে— হাই হাই করি ননদঅ কাঁদে লাগল রে বাবু হউ
কনে হামর গেইআ লেইএ চলি জাই।
গাঁউএক লকজন ডাকে জে লাগল গউ
সিঁগালাখা কাঁহা চলি জাই।।

অহিরে— কনে জে হামর গেইআ লেইএ চলি গেলা রে বাবু হউ
সভে ত টউআ করি বাহরাই জাই।

কনঅ বাটে চিনহামুদা নেহি পাউঅল গউ
ননদ তবে কাঁদে জে লাগই।।

অহিরে— ঘারেক পিঁদাড়ে তবে বড়অ গাছ রহল রে বাবু হউ
কদম গাছঅ রহি জাই।
মহাদেবেক দহাই দেইএ ননদঅ চঘলঅ গউ
চঘি গেলাই গাছেকেরি ফুদ।।

অহিরে— পসছিম বাটে ননদঞ ভালে লাগল রে বাবু হউ
লাল ধুরা নজরিঞ সুঝই।
লাল ধুরা ননদঞ নজরিঞ গমলঅ গউ
অহে তবে গেইআ চলি জাই।।

অহিরে— গাছ উপরলে ননদঅ তবে নাভি গেলা রে বাবু হউ
পসছিমে ত চলে রে লাগই।
মার মার করি ননদঅ দউড়ে লাগলঅ গউ
চলি গেলা বহুতঅ ধুর।।

অহিরে— ননদঅ ত পঁহছি গেলাই রে বাবু হউ
দেখে পাউঅই সিঁগালাখা গাই।
আর দেখলঅ মহাদেবঅ সঁগে আহে গউ
ননদঅ ত হাইচক হেইএ জাই।।

অহিরে— কনহ দসঅ না হেলে এসন না ঘটতউরে বাবু হউ
নিজে ঠাকুর গেইআ লেইএ জাই।
ননদঞ এক বুদধি মনে দাঁজি লেলই গউ
আগু বাটে আগুআই ত জাই।।

অহিরে— আগু বাটে জাইএ ননদঅ গিরি দেলউ রে বাবু হউ
সিরি গেইআঞ দেখে জে পাউঅই।
ননদকে দেখি গেইআঞ চিনহি লেলউ গউ
তবে গেইআঞ ভাভে জে লাগই।।

অহিরে— অনেক দিনঅ জে হামরাকে পসলঅ রে বাবু হউ
কেসে হামে ডেঁহগি চলি জাই।

এহে রকম সিরি গেইআঞ সঁচে লাগলি গউ
জতেক গেইআ ডাঁড়হাই রহি জাই।।

অহিরে— জতেক গেইআ তবে গঠাই গেলউ রে বাবু হউ
মহাদেবে ভাভে ত লাগই।
কেসে তবে গেইআকে ভিড়কাই দেলউ রে
বাঘ নঅ ভালুকঅ লাগি জাই।।

অহিরে— মহাদেব তবে ফেরকাটি আউঅল রে বাবু হউ
দেখে পাউঅই ননদঅ উভড়াই।
ননদঅ তবে ডাঁঢ়াই গেলই গউ
বুঢ়া বাবা তবে ভাভে জে লাগই।।

অহিরে— মহাদেবে তবে কহে লাগলই রে বাবু হউ
সিরি গেইআকে কহে লাগই।
একে তহরা সভে ফেরকাটি চলি জাবে গউ
এঞ ইঠিন গিরল রহি জাই।।

অহিরে— গেইআ ধনিঞ তবে মহাদেবে বুঝাউএ লাগল রে বাবু হউ
সুনে ঠাকুর বচনঅ হামর।
একর হাঁতে হামরা অনেক দিন রহল গউ
বড়ি সুখে দিনঅ বিতি জাই।।

অহিরে— একর কনঅ দস বাবা নেহি রহল বাবু হউ
একর বেটাঞ দস করি জাই।
মহাদেবে জাইএ ননদক হাঁথঅ ধরি লেলউ গউ
হাঁথঅ ধরি উঠাবে করই।।

অহিরে— তহর গেইআ নেহি ঘার ঘুরি জাতউ রে বাবু হউ
তঁহি বাবু ঘার ঘুরি জাঁঞ।
এহে সুনি ননদঅ মহাদেবেক গড়ে গিরি দেলউ গউ
ঠাকুরেকর গড় ধরি জাই।।

অহিরে— নেহর করি কহলঅ মহাদেবে রে বাবু হউ
মহাপাপি হামে লাগি জাই।

হামর পাপঅ বাবা তঁই খেমা করি দেবে গউ
সুনে বাবা নেহরঅ হামর।।

অহিরে— মহাদেবে তবে ননদকে কহলঅ রে বাবু হউ
তরঅ কনঅ দস না রহই।
তঁই এখন ঘার ঘুরি জাবে গউ
বেটাক দসে গেইআ নেহি ঘুরি জাই।।

অহিরে— বারঅ বছর তঁহি গঠ পুজা করবে রে বাবু হউ
পাঘা পুজা আরঅ করে জাঞ।।
গঠ পুজা যদি তঁই করি লেবে গউ
তবে গেইআ পাউঅবে ঘুরাই।।

অহিরে— কাঁদি কাঁদি ননদঅ তবে ঘারঅ ঘুরল রে বাবু হউ
সঝা গহাইলে সমহাই জাই
অহে ঠিনে ধননা দেইএ গিরি রহল গউ
মহাদেবে করলঅ ধেআন।।

অহিরে— দুবাইলালকে ননদঞ কহি দেলউ রে বাবু হউ
সুনে বেটা বচনঅ হামর।
হামরাকর গেইআ বেটা চলি গেলা গউ
চলি গেলা সিরকিবিলাস।।

অহিরে— তঁহি জে বড়ি পাপঅ করলঅ রে বাবু হউ
গরুক মুহ নেহি দেখে পাই।।
ভগবতি তঁই আর নেহি পাউঅবে গউ
মহাপাপঅ ত লাগি জাই।।

অহিরে— বারঅ বছর তঁহি বেটা গট পুজা করবে রে বাবু হউ
তবে জে গেইআ পাউঅবে ঘুরাই।
এহে তিআ কথা সমুঝাই দেলউ গউ
বেটাকে ত দেঅল বুঝাই।।

অহিরে— বিনা খাইএ ননদঞ তপ করেই রে বাবু হউ
গঁগা গহাইলে গিরি জাই।

অনতরজামি মহাদেবে সভে জানলঅ গউ
ননদকে সপুনে কহি জাই।।

অহিরে— জাঁই ননদঅ তঞ পুজা করবে রে বাবু হউ
তবে তঞ পাউঅবে জে গাই।।

দুধে পুতে ননদঅ বড়ি ভাগগঅমান গউ
মহাপাপঅ বেটাহিঁ করই।।

অহিরে— ননদঅ তখন উঠি গেলাক রে বাবু হউ
গট পুজা করবে করই।

সিরি গেইআক কথা হামে কহলঅ গউ
সভে মিলি তবে পরবঅ মানাই।।

শ্রীগাই কথা-৩

(গাই ও গঙ্গার কথোপকথন)

অহিরে— কইলাস উপরে গেইআ ধনি চরবে করই রে বাবু হউ
মচা ডুবাএ ঘাঁসঅ খাই।

সাত দিন সাত রাইত ধনি পরবত উপরে গউ
লাগি গেলউ পানিকঅ পিআস।।

অহিরে— পানি পিআসে ধনি পরবত উপরে রে বাবু হউ
লাগাউঅই পানিকঅ বানার।

পরবত উপরে দেখা সিরমনি গাই গউ
পরবতে ঘুরবে করই।।

অহিরে— পরবত উপরে ধনি ঘুরবে করই রে বাবু হউ
নাহি মিলেই পানিক বানার।

পানি পিআসে ধনিক দম টুটি জাই গউ
পানি বিনু জাঅত ঝুরাই।।

অহিরে— সিরমনি গেইআ ধনি পানি পিআসে রে বাবু হউ
বিরিক তরে রহল ডাঢ়াঁই।
পানি পিআসে ধনিক দম টুটি জাই গউ
ঢর ঢর করত বদন।।

অহিরে— সিরমনি গেইআ ধনি পরবতে কাঁদই রে বাবু হউ
মহাদেবেক আসন টলই।
হর পারবতি দেখা আসন উপরে গউ
এসন খনে আসন টলই।।

অহিরে— এতেক দেখিকে তবে পারবতিঞ কহল রে বাবু হউ
সুনা নাথ হামর বচন।
কন খাতিরে ঠাকুর আসনঅ টলই গউ
কন জিউ দুখে পড়ি জাই।।

অহিরে— এতেক বচনঅ পারবতিঞ মহাদেবে কহল রে বাবু হউ
মহাদেব ত ধেআনে বসেই।
ইসসরঅ মহাদেবঅ ধেআনে বসল গউ
দেখল সিরমনি গাই।।

অহিরে— সাত দিন সাত রাইত ধনি পরবত উপরে রে বাবু হউ
গেইআ ধনি করএ রদন।
পরবত উপরে ধনি পানি পিআসে গউ
নেহি পাউঅই পানিক বানার।।

অহিরে— এহে দেখি মহাদেবে পারবতিকে কহল রে বাবু হউ
সুনে ধনি হামর বচন।
সিরমনি গাই ধনি পিআসে রহই গউ
করে ধনি তাকরঅ উপাই।।

অহিরে— পানি পিআসে ধনি করহ রদনঅ রে বাবু হউ
সুনে ধনি হামর বচন।
এক বঁকলি পাইখ করিহিঁ সিরজন গউ
উড়াই দিহিঁ পুরুবঅ তরফ।।

অহিরে— মহামাঞ পারবতিঞ তবে পনখি সিরিজল রে বাবু হউ
আকাসে ত দেলউ রে উড়াই।
পুরুব বাটে বখলি উড়ি জাই গউ
গেইআ ধনিক নজরে গিরই।।

অহিরে— সিরমনি গেইআ ধনি পনখি দেখল রে বাবু হউ
বঁক পনখি আকাসে দেখই।
উপর বাটে পনখি উড়ি জাই গউ
এহিঁ দেতি পানিকঅ বানার।।

অহিরে— বঁক পনখি হেকি ভালা পানিকর পাইখ রে বাবু হউ
জাঁহা পানি তাঁহা রে বসেই।
উপরে উপরে বঁক উড়ি উড়ি জাই গউ
গেইআ ধনি হেঁঠে চলি জাই।।

অহিরে— পরবত ছাড়ি গেইআ মরতে চলেই রে বাবু হউ
সিরমনি গেইআ নামহে ত লাগেই।
উপরে উপরে বঁক উড়ি উড়ি গেলি গউ
চলি গেলি গঁগাকে কিনার।।

অহিরে— গঁগা কিনারে জাইএ বঁকলি বসেই রে বাবু হউ
গেইআ ধনি গেলি সেহ বাট।
গঁগাক পানিক ধারিঞ গেইআ পঁহচলি গউ।
গঁগা মাঞে করল বারুন।।

অহিরে— সুনে রে তঁই গেইআ হামর বচনঅ রে বাবু হউ
তঁহি ধনি হেকিস অপরাধি।
হামর পানি গেইআ ধনি না পিএ গউ
তঁহি ধনি বেড়ে অপরাধি।।

অহিরে— গুহে গবরে ধনি চর্‌বে করিস রে বাবু হউ
মরত ভুঞে করিস মইলান।
বাগাল মুনিসে তর সিঁগে ডাঁগ মারই গউ
বাঁটঅ মলি দুধঅ রে দুহই।।

অহিরে— সেহ খাতির ধনি তঁহি অপরাধি রে বাবু হউ
হামর পানি না করিস পান।
এতেক কথা জদি কহল গউ
গেইআ ধনি ঠমকি ডাঁঢ়াই।।
অহিরে— এতেক বচন সুনি সিরমনি গেইআ রে বাবু হউ
গঁগা মাঞে করল টকাইর।
হামে জে হেলঁ গঁগা কেইসে অপরাধি গউ
তঁহি গঁগা কেইসে পুননবান।।
অহিরে— তহরঅ মাঝে গঁগা মড়া মসান বহই রে বাবু হউ
নর পাপি করিসঅ খালাস।
কেঁউটাকা বেটা তর উপর চাপি ঘুরই গউ
ফেঁকএ ত মহাজাল।।
অহিরে— হামর পুতা গঁগা মনরথঅ সাঁড় রে বাবু হউ
মনরথঅ সিবেক বাহন।
হামর ঘিঅ দেখা পুজা পাসাঞ লাগেই গউ
হামর ঘিউ মহকে বেচাই।।
অহিরে— হামরঅ পুতা ভালা হারেক আগুঞ চলেই রে বাবু হউ
হামর দুধে মহাদেব সিনাই।
হামর লাদে গঁগা বসমতা সুদধঅ গউ
হামে গঁগা কেইসে করল অপরাধ।।
অহিরে— চালে গউ গঁগা মাঞ মহাদেবেক পাসঅ রে বাবু হউ
বুঢ়া বাপে করত বিচার।
এতেক কহিকে তবে মরতভুঞ ছাড়ল গউ
কইলাসেহিঁ উঠবে করই।।
অহিরে— কইলাসঅ উপরে রহেই হর মহাদেবঅ রে বাবু হউ
তাঁহা গেইআ ধনি চলি জাই।
গেইআ ধনিক পেছুঁই গঁগা ধনি গেলি গউ
জাঁহা বসি হর মহাদেব।।

অহিরে— এসন সমইএ ভালা অঘটন ঘটল রে বাবু হউ
মহাদেব ত নেসাঞ অচেতন।
ভাঁগ—ধতুরা পিএ মহাদেব অচেতন গউ
গাঁজাক নেসাঞ ঘুমে অচেতন।।

অহিরে— এহে দেখি ভালা গেইআ ধনিঞ ভাভে লাগলিরে বাবু হউ
মনে মনে চঁচে ত লাগলি।
গাঁজাক নেসাঞ মহাদেব গড়াগড়ি জাই গউ
কেইসে হামে করবঅ নালিস।।

অহিরে— সিরমনি গেইআ ধনি মনে ঠানই রে বাবু হউ
থনেক দুধঅ দেউঅল বরসাই।
একঅ ধারিক দুধঅ ধনি দেউঅল বরসাই গউ
মহাদেবকে করাউলঅ সিনান।।

অহিরে— একঅ বাটেক দুধঅ ভালা মুহেক উপর ফেলই রে বাবু হউ
মহাদেবে করল পিআন।
সিনানে পিআনে তবে নেসা ফাটি জাই গউ
মহাদেব হেউঅল চেতন।।

অহিরে— দুধঅ সিনানে হরেক নেসা কাটি গেলউ রে বাবু হউ
নজরে পড়ল সিরি গাই।
এসন খনে ধনি করল নালিস গউ
সুনে মহাদেব হামর বচন।।

অহিরে— কন খাতিরে ঠাকুর হামি মহাপাপি রে বাবু হউ
গঁগা ধনি কেইসে পুননবান।
গঁগাকর মাঝে ভালা মড়া মসান বহই গউ
নর পাপি করত উদধার।।

অহিরে— হামর পুতা বাবু আগু হারে চলেই রে বাবু হউ
হামর পুতা তহর বাহন।
হামর ঘিউ দেখা পুজা পাসাঞ লাগই গউ
হামর দুধে মহাদেব সিনাই।।

অহিরে— কন খাতিরে ঠাকুর হামি মহাপাপি রে বাবু হউ
গঁগা ধনি কেইসে পুননবান।
এতেক নালিসঅ ত মহাদেবে সুনলঅ গউ
মহাদেবে করল বিচার।।

অহিরে— তঁহি জে লাগিস ধনি মহা পুননবান রে বাবু হউ
গঁগা ধনি করলি অপরাধ।
এহে কথা জেই মহাদেবে কহল গউ
গঁগা ধনি পুবে চলি জাই।।

অহিরে— গেইআক গুমাইন মহাদেবে দেলউ বাঢ়াই রে বাবু হউ
গঁগা ধনি হেলি রে নিরাস।
গেইআ ধনি জিতলি গঁগা ধনি হারলি গউ
গঁগা মাঞ পুবে চলি জাই।।

অহিরে— পানি পিআসে গেইআ ধনি রহলি ডাঁঢ়াই রে বাবু হউ
মহাদেবেক পাসে রহলি ডাঁঢ়াই।
মহাদেবে তবে উপাই করল গউ
একঅ জঁটা দেলউ রে টুঁটাই।।

অহিরে— জঁটাকে ভিতর রহেই গঁগা সুরধনি রে বাবু হউ
সেহ পানিই করাউলঅ সিনান।
জঁটাক পানি ভালা গেইআ ধনিঞ পিঅই গউ
গেইআ ধনিক মিটলঅ পিআস।।

অহিরে— এতেক দেখি হরে গেইআ ধনিকে কহল রে বাবু হউ
জাঁই ধনি মরতঅ ভুবন।
মরতঅ ভুবনে ধনি গেলি চলি গউ
মরতঅ ভুঞে করহ পালন।।

অহিরে— সিরমনি গেইআ ধনি ঘুরি আউঅলি রে বাবু হউ
ঘুরি আউঅলি আপন গলা ঘার।
গেইআক গুমাইন মহাদেবে দেলউ বাঢ়াই গউ
গাই মাঞেক বাঢ়ল ত মান।।

গঠ পূজার মাহাত্ম্য

অহিরে— আজঅ ত হেকেক ভালা গঠ পুজাক দিনঅ রে বাবু হউ
গেইআ ধনি ঘুরতউ বাথান।
গেইআ জে ধনি ঘুরতউ বাথান গউ
আজঅ হেকেক গঠ পুজাক দিন।।

অহিরে— নেহি অহিরাঞ সনইএ নেহি অহিরাঞ মানএ রে বাবু হউ
লেইএ জাহ জড়নিকর বন।
লেইএ জে গেল ভালা জড়নিকর বন গউ
সভে গেইআ ডহরে উজাই।।

অহিরে— এক কসঅ গেলি গেইআ দিঅ কসঅ গেলি রে বাবু হউ
তিনঅ কসে জড়নিকর বন।
সভে জে গেইআ ভালা বনে ডুকি গেলা গউ
গেইআ ধন ঘাঁসে ঝুঁঝুকাই।।

অহিরে— সভে গেইআ ভালা বনে চরে লাগেলা রে বাবু হউ
অহিরা ত খেলেই চইলি ডাঁগ।
কন বাটে অহিরাক না রহলঅ ধেআন গউ
বাঘাঞ ভালা করলঅ নজর।।

অহিরে— আর জে বাঘাঞ ভালা করল নজরঅ রে বাবু হউ
সিরমনিঞ ত দেখবে করই।
সিরমনি গেইআঞ দেখে তঅ পাউঅল গউ
আজু অহিরাকে ত বাঘেহিঁ খাই।।

অহিরে— অহিরা ত খেইলে মাতআর রে বাবু হউ
বাঘা ভালা দবকি আউঅই।

জহা জখলে বাঘা দবকি আউঅই গউ
অহিরা ত খেইলে মাতআর।।

অহিরে— চিলেক লেখেন বাঘা আউঅএ রে বাবু হউ
বেঁগঅ লেখেন লেইএ চলি জাই।
সিরমনি গেইআঞ দেখলঅ গউ
অহিরাকে বাঘাঞ লেইএ জাই।।

অহিরে— সিরমনি গেইআঞ তবে কহইতে লাগল রে বাবু হউ
সভে গেইআকে কহবে করই।
সুনা গে সুনা বহিন হামর বিনতি গউ
সুনি লিহা দুঅ কান লাগাইঁ।।

অহিরে— অহিরাকে বাঘাঞ খালউ রে বাবু হউ
চালা হামরা ঘারঅ ঘুরি জাই।
সভে জে গেইআ ভালা ডহরে উজালা গউ
গেইআ ধনি ডহরিঞ উজাই।।

অহিরে— ডহরে ডহরে গেইআ আউঅল রে বাবু হউ
চলি আউঅই হরদিপি নগর।
বাথান টাঁইড়ে গেইআ ডাঁড়াইএ রহই গউ
গলিনি কালুআ লেইএ জাই।।

অহিরে— কালুআ লেইএ আউঅতে গলিনিকে দেখি রে বাবু হউ
গেইআ ধনি কাঁদে জে লাগই।
গেইআ ধনি ভালা কাঁদউবে করই গউ
দুইঅ চইখে ত বহই লর।।

অহিরে— গেইআ ধনিক লর দেখি গলিনি হেলি উতলা রে বাবু হউ
গেইআকে তবে পঁছলঅ রদনেক কারন।
কিআ তর দুখ গেইআ কিআ তর বিপততি গউ
কিআ দুখে নঅনে বহই লর।।

অহিরে— অচন বচন গলিন কহইতে লাগলই রে বাবু হউ
গেইআ ধনিকে কহবে করই।

কিআ জে দুখে তর নঅনে বহই লর গউ
কাঁহা গেলউ অহিরা গঁউআর।।

অহিরে— কিআ কহব গলিন কহল না জাই রে বাবু হউ
সেহ দুখ কহল না জাই।
আইজ জে হেকউ ভালা গঠ পুজাক দিন গউ
গেইআ ধনি ঘুরতউ বাথান।।

অহিরে— নেহি অহিরাঞ সুনইএ নেহি অহিরাঞ মানই রে বাবু হউ
লেইএ গেলউ জড়নিকর বন।
জড়নিকর বনে হামরা ঘাঁসে ঝুঁঝুকাই গউ
অহিরা ত খেলেই চইলি ডাঁগ।।

অহিরে— অহিরা ত খেইলে মাতউআর হেলঅ রে বাবু হউ
ভাঘা ভালা দবকি আউঅই।
জহা জখলে বাঘা দবকি আউঅই গউ
চিলহেক লেখেন গলাকে লেইএ জাই।।

অহিরে— দুখেক বানার গেইআঞ দেলউ সুনাই রে বাবু হউ
গলিনি কাঁদে জে লাগেই।
অঝইরে গলিনি কাঁদবে করই গউ
মুড় পটকাই কাঁদবে করই।।

অহিরে— জুআন উমইরে হামে রাঁড় হেলঁ রে বাবু হউ
এহ বিধি লেখই ভগবান।
হামর গেলি ভালা দুইঅ হাঁথেক সাঁখা গউ
গেলি হামর সিঁথেক সিঁদুর।।

অহিরে— সুনে গে সুনে গেইআ মিনতি হামর রে বাবু হউ
সুনি লিহা দুইঅ কান অনাই।
জেহ ঠিনে বাঘাঞ অহিরাকে খালউ গউ
সেহ ঠিনঅ দেবে গে দেখাই।।

অহিরে— সেহ ঠাঞ চালে গেইআ দেবে দেখাএ রে বাবু হউ
অকর সঁগে হামিহুঁ মিলাব।

অচন বচন গলিন কহবে করইএ গউ
গেইআ ধনি ডহরে উজাই।।
অহিরে— সভে জে গেইআ ভালা ঘার ঘুরএ রে বাবু হউ
গলিনি ত বনে রহি জাই।
গাছ তরে বসি গলিনি কাঁদবে করত গউ
গাছেকেরি উই মাটি ঝড়ই।।
অহিরে— গাছেকর উইমাটি ভালা ঝড়লে রে বাবু হউ
গলিনি ত হুঁফরি কাঁদই।
বনেকর মাঝে দেখেই এক সিমইর গাছ গউ
সেহ গাছে সুগুনি বসই।।
অহিরে— জেহ গাছে ভালা সুগুনি বসইএ রে বাবু হউ
চলি গেলি সুগুনিকর পাস।
চলি জে গেলি ভালা সুগুনিকর পাস গউ।
সুগুনিকে কহে ত লাগই।।
অহিরে— তঁহি জে হেকিস ভালা সুগুনিকর জাইত্ রে বাবু হউ
মড়া মসান করইস নুড়ন।
জেহ ঠিনে ভালা অহিরাকে খালউ গউ
সেহ ঠাঁউএ দেবে ত দেখাই।।
অহিরে— সুগুনি জে তখন ভালা কহল রে বাবু হউ
সুনে ভালা মিনতি হামর।
তঁহি জে হেকিস ভালা নর মানুস গউ
হামি হেকিঅ পাইখেকেরি জাইত।।
অহিরে— হামর সঁগে ভালা তঁই কেইসে জাবে গউ
কেইসে দেবউ দেখাই সেহ ঠাঁই।
অচন বচন সুগুনি কহবে করইএ গউ
গিলিনিকে কহবে করই।।
অহিরে— তরঅ জে গড় সুগিন নেপুরে বাঁধব রে বাবু হউ
তরঅ ঠেঁঠে হিঁগলি ঢারব।

উপরে উপরে সুগিন তঁহি উড়বে গউ
তরঅ ছাহাঞ হামে চলি জাম।।

অহিরে— গলিনিকর বচন সুনি সুগনি বুঝলি রে বাবু হউ
সুগনি ত উড়ইতে রহলি।
উপরে উপরে সুগিন উড়ে লাগলি গউ
তাকর ছাহাঞ গলিনি চলেই।।

অহিরে— জেহ ঠিনে ভালা অহিরাকে বাঘাঞ খাঅল রে বাবু হউ
সেহ ঠাঁই দেঅল দেখাই।
সেহ দেখি গলিনি কাঁদই উঁচ সরে গউ
এহ বিধি লেখই ভগবান।।

অহিরে— অহিরাকর হাড়গড় গলিনি জড়অ করলি রে বাবু হউ
জেঠিন জেটা দেঅল বসাই।
নিজ হাঁথে গলিনিঞ সর বনাউলি গউ
হাড় গড় সভে সরে দেলউ ত উঠাই।।

অহিরে— গলিনিঞ বালা সরে আইগ ধরাউলিরে রে বাবু হউ
ছাই বানি হেঅল সভে।
ছাই বানি গলিন গুটিআই লেলি গউ
এহ বিধি লেখই ভগবান।।

অহিরে— মানুস ছাপ ভালা গলিনিঞ আঁকলি রে বাবু হউ
মুড় ধরি কাঁদে জে লাগেই।
দুইঅ হাঁথেক সাঁখা হামর গেলি গউ
গেলি হামর সিঁথেকর সিঁদুর।।

অহিরে— সাত দিন সাত রাইত জে কাঁদলি রে বাবু হউ
ভগবানে সুনে ত পাউএই।
কাঁদনিকর কনঅ হেউঅবে করই গউ
ভগবানে ত ভাভইতে লাগই।।

অহিরে— ভগবানে তবে গনক ঠাকুরেক ভেস ধরলঅ রে বাবু হউ
তাল পাতেক পাঁজি রে বনাই।

তাল পাতেক পাঁজি বেনাই লেইএ গউ

চলি গেলাক গলিনিকর পাস।।

অহিরে— গলিনিকর পাসে জাইএ ভগবানে কহলঅ রে বাবু হউ

গলিনিকে কহে যে লাগই।

বানি কুঁড়ে বসি তঁই কাহে কাঁদিস গউ

কহেঁ তর দুখেকি কারন।।

অহিরে— কিআ কহব ঠাকুর কহলে না জাই গউ

এহ কথা কহল না জাই।

এহে উমইরে সঞা মরল গউ

এসন সমইএ হেলঁ রাঁড়।।

অহিরে— অচন বচন গলিন কহইতে লাগলরে বাবু হউ

ভগবানে কহইতে রহলি।

হামর সঞাক সঁগে হামহুঁ মিলবঅ গউ

এহে ঠাকুর বিনতি মানই।।

অহিরে— পছিমেকর মেঘ ভালা আঅতউ রে বাবু হউ

ছাই বানি লেগতউ ধআই।

অচন বচন ঠাকুরেঁ কহবে করইএ গউ

নেহি গলিন সুনবে করই।।

অহিরে— গলিনিঞ ভালা কথা নেহি সুনই রে বাবু হউ

গলিনি কাঁদই উঁচ সর।

ভগবানে তবে কহে লাগল গউ

সুনে বাছা হামরঅ বচন।।

অহিরে— তঁই জদি বানি কুঁড় নেহি ছাড়বে গউ

সুনে বাছা দেইএ দুইঅ কান।

তঁই বাছা বেমুখ হেইএ বসে গউ

সুনে বাছা হামরঅ বচন।।

অহিরে— বানি কুঁড় ধরি গলিন বেমুখ হেইএ বসলি রে বাবু হউ

বানিক কুঁড়ে ভগবানে মারলঅ চাবুক।

ভগবানে জেই মারলঅ চাবুক গউ
হরি হরি কহি তবে অহিরা উঠি জাই।।

অহিরে— হরি কহি অহিরা উঠি জে বসলাক রে বাবু হউ
গলিনিকে দেখি কহবে করই।
হামর কাল ঘুম লাগি গেরহি গউ
কাঁহা গেলা হামর সিঁগালাখা গাই।।

অহিরে— অচন বচন অহিরাঞ কহইতে লাগলঅ রে বাবু হউ
গলিনিঞ তবে কহবে করই।
সুনে সঞা বিনতি হামর গউ
সুনে তবে দেইএ দুইঅ কান।।

অহিরে— আইজ জে হেকেক ভালা গট পুজাক দিন রে বাবু হউ
গেইআ ধনি ঘুরতউ বাথান।
সভে জে গেইআ ভালা বাথানে ডাঁঢ়াল গউ
চালে সঞা ঘার ঘুরি জাব।।

অহিরে— দুইঅ লক তবে ঝঁট বাথানে আঅল রে বাবু হউ
গট পুজা করল মানত।
গাই গলিনি লেইএ অহিরা ঘার ঘুরল গউ
দেবে ভাইরে উড়নি বাজাই।।

মইসিনি কথা

মইসিনি কথা-১

(পিতা-পুত্রের কথোপকথন)

অহিরে— চনদা জে উগি গেলি লহ লহ করই রে বাবু হউ
ভুড়কা তঅ উগেই রে বিহান।
উঠে রে উঠে পুতা জাগে তঅ জাগে গউ
লেইএ জাঁহি মিসিকে মইলান।।

অহিরে— নেহি হামে উঠবঅ নেহি হামে জাগবঅ রে বাবু হউ
নেহি লেগঅব মইসিকে মইলান।
জাড়ে সিসিরে মর অঁগ ভিজতঅ গউ
দেহিহিঁ তঅ পড়তউ বেজার।।

অহিরে— গড়েহিঁ লেবে পুতা রুচুমুচু জুতা রে বাবু হউ
গাতে লেবে দহরি চাদর।
মুড়েহিঁ লেবে পুতা সারি সুতাক পাগড়ি গউ
লেইএ জাহিঁ মইসিকে মইলান।।

অহিরে— কাঁহাঁ পাউঅব হামে রুচুমুচু জুতা রে বাবু হউ
কাঁহাঁ পাউঅব দহরি চাদর।
কাঁহাঁ পাউঅব ভালা সারি সুতাক পাগড়ি গউ
নেহি লেগব মইসিকে মইলান।।

অহিরে— দুআরেই পাউঅবে পুতা রুচুমুচু জুতা রে বাবু হউ
টাঁগনাহিঁ দহরি চাদর।
সাঁড়কা উপরে আহেক সারি সুতাক পাগড়ি গউ

লেইএ জাহিঁ মইসিকে মইলান।।

অহিরে— এতেক খাটালি বাবু গাতে নেহি সহেই রে বাবু হউ

ঘারেক ধনে মুধুনা লাফাই।

ঘারেক ধনঅ বাবু কবে হেতেক ভউগ গউ

মুনিসা জনমেই জে ভালঅ।।

অহিরে— তঁহি লেবে পুতা মুনিসঅ জনম রে বাবু হউ

হামে লেবঁ মহাজন জনম।

একঅ কাঠঅ দেউঅব দিঅ কাঠঅ দেউঅব গউ

তিনঅ কাঠেঁ বধবঅ পরান।।

অহিরে— তঁহি জে লেবে বাপু মহাজনঅ জনম রে বাবু হউ

হামে লেবঁ মাছঅ জনম।

পানিক ভিতর রহবঅ পানিক ভিতর চরব গউ

কেসে তঁই বধবে পরান।।

অহিরে— তঁহি জে লেবে পুতা মাছঅ জনম রে বাবু হউ

হামে লেবঁ ঘুনিআ জনম।

একঅ জালঅ ফেঁকবঅ দিঅ জালঅ ফেঁকবঅ গউ

তিনঅ জালেঁ বধবঅ পরান।।

অহিরে— তঁহি জে লেবে বাপু ঘুনিআ জনম রে বাবু হউ

হামে লেবঁ সরিসা জনম।

গাছেক উপর রহবঅ ফুলেক ভিতর রহবঅ গউ

কেসে কইএ বধবে পরান।।

অহিরে— তঁহি জে লেবে পুতা সরিসা জনমঅ রে বাবু হউ

হামে লেবঁ ঘানি জনম।

একঅ ঘানি দেউঅব দিঅ ঘানি দেউঅব গউ

তিনঅ ঘানিঞ বধবঅ পরান।।

অহিরে— তঁহি জে লেবে বাপু ঘানি জনমঅ রে বাবু হউ

হামে লেবঁ তেলঅ জনম।

চুকাক ভিতর রহবঅ সিঁকাক উপর দলবঅ গউ
কেসে কইএ বধবে পরান।।

অহিরে— তঁহি জে লেবে পুতা তেলঅ জনম রে বাবু হউ
হামে লেবঁ সিঁদুরঅ জনম।
তেলে সিঁদুরে ভালা করই টগমগঅ গউ
আনতঅ মধুকে মিলন।।

মহসিনি কথা-২

নানহু আর নন্দর কাহিনি

(গরইআ পুজার মাহাত্ম্য)

অহিরে— হরদি নগরে বসই নানহু আর ননদঅ রে বাবু হউ
নানহু ননদ সহদর ভাই।
নানহু কিসান লাগই ঘারেক মালিক গউ
ননদঅ লাগই মইসিকর কিসান।।

অহিরে— নানহু কিসান জানেই রাজা মহাজনঅ রে বাবু হউ
নানহুই জানই কুটুমঅ সজন।

অহিরে— ননদঅ কিসান হেকে ভালা মইসি বাগালঅ রে বাবু হউ
সাঠি মইসি করতঅ মইলান।
সাঠি সুরহি মইসি আনত লেগত গউ
ননদই করেই মইসিকর জতন।।

অহিরে— চাইর পহর রাতি বিতি গেলাই রে বাবু হউ
হেইএ গেলাই ফরিছ বিহান।
ফরিছ বিহানে ননদঅ ঘুমাই উঠলঅ গউ
সাজলঅ মইসি বাগাল।।

অহিরে— মুড়ে বাঁধলঅ ননদ পাগ পাগড়ি রে বাবু হউ
অঢ়ি লের্লউ ননিহর চাদর।
গড়ে পিঁধলঅ নন্দঞ কাঠেকেরি খড়ম গউ
হাঁথে লেলা সনা মুঠি ডাঁগ।।

অহিরে— সাঠি সুরহি মইসি ননদঞ দেলউ খসাএ রে বাবু হউ
ডহরাই দেলউ বন বাট।
ডহরে ডহরে মইসি পিঁপড় তরে চলি জাই গউ
মইসি তঅ পঁহচলঅ বাথান।।

অহিরে— এসন খনে ননদঅ মনে মনে ঠানলঅ রে বাবু হউ
মইসিকে তঅ দেলউ রে উঠাই।
বনেক ডহরে মইসি দেলউ ডহরাএ গউ
পেছুঞ পেছুঞ ননদঅ চলি জাই।।

অহিরে— আড়ে দউড়ে বারঅ কউস আছাঁদা বন রে বাবু হউ
বন হেউঅই ঝিলুহি জানাই।
হিলা হিলা বন ননদঅ চলি গেলা গউ
আড়ে দউড়ে হেউঅই বারঅ কউস।।

অহিরে— আছাঁদা বনে মইসি গেলা সামহাই রে বাবু হউ
মইধে বসলঅ ননদলাল।
চারি ভিতে বনমাঝে মইসি চরইএ গউ
মইধে বসলঅ ননদলাল।।

অহিরে— খড়মেক লাগি নন্দঞ গাছ কাটলঅ রে বাবু হউ
মাঝ দেখি ফাড়বে করল।
দিঅ ফাড়া করি নন্দঞ কড়মঅ ছলল গউ
একঅ মনে তঅ কড়মঅ ছলেই।।

অহিরে— এসন সমইএ বাঘা চলি আউঅল রে বাবু হউ
বনেক ঝুড়ে রহল লুকাই।
ননদ কিসানকে বাঘে জখল গউ
ননদলালেক নেহি রে মালুম।।

অহিরে— সাঠি সুরহি মইসিক নজর গিরি গেলউ রে বাবু হউ
মইসি ত আঁড়রাএ লাগেই।
সুনা তবে মইসি ধনি হামর বচন গউ
ননদাকে ত বাঘে লেইএ জাই।।

অহিরে— ননদ কিসানকে বাঘে করলঅ নিসান গউ
ননদকে ত ধরবে করই।
ননদ কিসানাকে জদি বাঘে লেইএ জাই গউ
পুরি জাতউ বনেকেরি আস।।

অহিরে— পুরি জে জাতউ ধনি বনেকেরি ঘাঁস রে বাবু হউ
পুরি জাতউ জবুনা সিনান।
এসন ভাবি সভে মইসিঞ জুকতি জড়ল গউ
একিন হেইএ জুকতি জড়ল।।

অহিরে— সাঠি সুরহি মইসি চারি ভিতে রহল রে বাবু হউ
বাঘা সঁগে লাগল লঢ়াই।
সাঠি সুরহি মইসি বাঘেক সঁগে লড়এ গউ
বাঘঅ ত ভাগি চলি জাই।।

অহিরে— এতেক খনঅ ননদ ডরে কাঁপে হেলউ রে বাবু হউ
এখন ত উঠল ডাঁঢ়াই।
মইসিকর পিঠে ননদ চঘি ত জাই গউ
মইসি ত ধরেই ঘারেক বাট।।

অহিরে— মহলেক ভিতরে ভালা অঘটন ঘটই রে বাবু হউ
নানহুক বহুঞ কহবে করই।
আইজ রাতিঞ হামে সপুনে দেখলঁ গউ
ননদলালকে বাঘে লেইএ জাই।।

অহিরে— ননদ কিসানাকে দেখা বাঘে লেইএ জাই রে বাবু হউ
দেউরানি ত কামিনি হামর।
হামর হেলঁ দেখা অন বড় ধন গউ
হামর জে রাজা মহাজন।।

অহিরে— হামর হেলি ভালা বসতি মহল রে বাবু হউ
হামর হেলি সভে কুটুমঅ সজন।
ডুভাকর মাড়ে ধনি কামিন খাটতি গউ
আধইড় লুগা দেবেই পিঁধেলাই।।

অহিরে— এতেক কথা জে ভালা নানহুক বহুঞ কহই রে বাবু হউ
ননদক বহুঞ সুনে রে পাউঅই।
এতেক কথা ধনি কানে অনাইএ গউ
ননদক বহু কাঁদেই ঢরঢর।।

অহিরে— কাঁদতে কাঁদতে ধনিঞ বুইধ ছাঁদল রে বাবু হউ
মহল সে বাহারে জাই।।
বসতি মহল ধনি ছাড়বে করল গউ
ধরি লেলউ বনেকি ডহর।।

অহিরে— কাঁখে লেঅল ধনি গবর পেছিআ রে বাবু হউ
ননদক বানার লাগি চলি জাই।
নগরেক বাহিরে ধনি চলি জাই গউ
পুরব বাটে নজর চালাই।।

অহিরে— জাইতে জাইতে দেখই ননদা ঘুরই রে বাবু হউ
মইসি ধনি ঘুরই ঘার বাট।
ননদ কিসান ভালা মইসিক পিঠে আউঅই গউ
ননদক বহুক নজরে ভেঠই।।

অহিরে— ননদকে দেখি ধনি ঠমকি ডাঁঢ়াই রে বাবু হউ
ননদক বহু কাঁদে জে লাগেই।
সুরহি মইসি ধনি পাসে আউঅল গউ
উলটি পালটি ধনি করইএ রদন।।

অহিরে— বহুকে দেখিকে ননদঞ কহল রে বাবু হউ
সুনে ধনি হামর বচন।
কনঅ খাতিরে ধনি করহ রদন গউ
কনঅ দুখ গিরল তহর।।

অহিরে— কিআ জে হেলউ ভালা খাই মাথেক দুখঅ রে বাবু হউ
কিআ তর মরল ছট ভাই।
এতেক বারতা ননদঞ কহবে করল গউ
ননদক বহুঞ করলি জবান।।

অহিরে— নেহি জে হেউঅই হামর খাইএক পিএক দুখ রে বাবু হউ
নেহি মরেই হামর ছুটু ভাই।
আইজ বিহানে ভালা মহল ভিতরে গউ
জেঠানিঞ জে কহবে করই।।

অহিরে— দেউরা জে গেলা হামর মইসি বাগাল রে বাবু হউ
ননদলালকে বাঘে খাইএ জাই।
ননদ কিসানকে ভালা বাঘে লেইএ গেলা গউ
দেউরানি ত কামিনঅ হামর।।

অহিরে— হামর হেলি ভালা বসতি মহল রে বাবু হউ
হামরঅ ত হেলি রাজা মহাজন।
হামরঅ হেলি দেখা মহল বসতি গউ
হামরঅ হেলি সভে কুটুম জন।।

অহিরে— ডুভাক মাড়ে ধনি কামিন খাটতি রে বাবু হউ
আধইড় লুগা দেবেই পিঁধেলাই।
এতেক বচন সুনা জেঠানিঞ কহলি গউ
সেহ দুখ গিরল হামর।।

অহিরে— এতেক জে নালিস ধনি ননদলালকে কহই রে বাবু হউ
ননদলালে করেই রে জবাব।
তঁহি রহে ধনি মইসি বাথানে গউ
হামে জাঅব মহল ভিতর।।

অহিরে— মহল ভিতর ননদ চলি গেলাক রে বাবু হউ
জাঁহা রহেই আপন বড় ভাই।
দাদাক পাসে ননদ করেই জবান গউ
সুনে দাদা বচন হামর।।

অহিরে— নেহি জে লেবউ দাদা অন বর ধন রে বাবু হউ
নেহি লেবউ বসতি মহল।
নেহি জে লেবউ দাদা কুটুম সজন গউ
নেহি লেবউ রাজা মহাজন।।

অহিরে— ডাকে কি ডাকে দাদা গাঁউএক পাঁচ ভাই রে বাবু হউ
ডাকে দাদা গাঁউএক পাঁচঅ লক।
সিরমনি মইসি ধনি হিঁছা ভাগে বাঁটব
জাকর ভাগে জেহ গিরি জাই।।
অহিরে— এতেক বচনে ভালা পাঁচ লককে ডাকল রে বাবু হউ
চলি গেলা মইসিক বাথান।
সাঠি স মইসি একঅ পাঁতাই ডাঁঢ়াল গউ
দিঅ ভাই ডাঁঢ়ালা দিঅ ধাইর।।
অহিরে— এসন খনে ননদঞ ডাকবে করল রে বাবু হউ
মইসিকে ত ইসারা জানাই।
সিরমনি মইসি ধনি ননদক বাঁটাঞ গিরল গউ
লেড়ি খড়ি রহল ডাঁঢ়াই।।
অহিরে— লেড়ি খড়ি মইসি সভে বড় ভাইএ পাউঅই রে বাবু হউ
ননদলালে বুঝি রে ঠানই।
নেহি রহব আর হরদি নগরে গউ
চলি জাঅব করঁগা নগর।।
অহিরে— হরদি নগর ননদঞ ছাড়ল রে বাবু হউ
মইসি লেইএ ননদ করল গমন।
মইসি ধনি লেইএ ননদ চলল গউ
ননদক বহুঞ কহত বচন।।
অহিরে— নেহি জে লেলে কিসান অন বড় ধন রে বাবু হউ
নেহি লেলে বসতি মহল।
নেহি জে লেলে বাবু রাজা মহাজন গউ
কেইসে বিতবে দিনঅ মান।।
অহিরে— এতেক বচনঅ ধনি কহবে করলি রে বাবু হউ
ননদ লালে দেলউ গউ জবান।
অন ধন লাগেই ধনি ইজতি আঁধার গউ
অন ধন লাগেই কাঁসি ফুল।।

অহিরে— মইসিকা খিরে হেতউ অন বড় ধনঅ রে বাবু হউ

মইসিক খাতিরে রাজা মহাজন।।

মইসিক খাতিরে হেতউ বসতি মহল গউ

মইসিক খাতিরে কুটুমঅ সজন।।

অহিরে— করঁগা নগরে ননদ চলি গেলউ রে বাবু হউ

উঁহা জাইকে সিঁআইড়অ খুঁটই।

বসতি সিঁআইড় ননদ খুঁটবে করই গউ

আগু পিছু সিঁআইড়অ খুঁটই।।

অহিরে— আড়ে দউড়ে ননদঞ সিঁআইড় খুঁটই রে বাবু হউ

পুরুব মুহে রাখল দুয়াইর।

বাহারাইতে হেউএ মইসিক সুরুজ উঁড়বত গউ

সামাঅইতে সিরে উঁড়বত।।

অহিরে— দুধ দুহইএ ননদ দহি জমাউঅই রে বাবু হউ

ঘিউএ করত বিরাজমান।

ধন মানে ননদ বাঢ়ইতে লাগল গউ

গরখি হেউঅই সিঁগালাখা গাই।।

অহিরে— দিনে দিনে ননদ বাঢ়বে করই রে বাবু হউ

বাঢ়ি গেলেউ পরবত পরমান।

ধনেক গরবে ননদক মতি বিগড়ল গউ

ধন মদে হেলাক মাতুআর।।

অহিরে— ননদক বহু বেটি ধন মদে মাতল রে বাবু হউ

নেহি চিনহেই কুটুমঅ সমাজ।

নেহি চিনহই ভালা ভাট ভিখারি গউ

নেহি চিনহই বামহনঅ বইসটম।।

অহিরে— ছারাক ছুরুক ভালা গহাইল বাঢ়ই রে বাবু হউ

একঅ কুনে রাখএ সমটাই।

গঁগা গহাইলে ভালা থুঁক খঁখাইর ফেলই গউ

খাম খুঁটাঞ সিঁঘনঅ পঁছই।।

অহিরে— ছারাক ছুরুক ভালা গহাইল বাঢ়ই রে বাবু হউ
ছাঁছে গঁজি বাঢ়ইনঅ রাখেই।
মইসি ধনিক সামহাতে বাহরাইতে গউ
সিরে ত বাঢ়ইন লাগি জাই।।

অহিরে— এতেক অসঠা দেখি মইসি বড় দুখঅ পাউঅল রে বাবু হউ
মনে মনে মইসি করএ গহাইর।
হামর খাতিরে ননদ বাঢ়বে করল রে
ধনে মদে গেলে রে মাতাই।।

অহিরে— রাতি আঁধারিঞ মইসি কাঁদে জে লাগলি রে বাবু হউ
এক দিন গরইআকে করল সেঁউরন।
গরইআ গঁসাইকে ধনি করল সেঁউরন গউ
গরইআ ত আঅল চলল।।

অহিরে— গঁগা গহাইলে গরইআ চলি আঅল রে বাবু হউ
মইসিকে দেলউ দরসন।
গরইআকে মইসি তবে নালিস করল গউ
সুনে ঠাকুর হামর বচন।।

অহিরে— ধনেক মদে ননদ হেলাক মাতুআরঅ রে বাবু হউ
ননদলালকে করিহিঁ কাঁগাল।
এহে বচন ধনি গরইআকে কহেই গউ
গরইআঞ ত করল জবান।।

অহিরে— কেইসে ছাড়ব হামে ননদ গহালি রে বাবু হউ
ননদলালে পুজা জে করই।
বছরে বছরে ননদ পুজা পাঠ করেই গউ
পুজা সেবা করত হামর।।

অহিরে— দুধেক ঘাঁটরা ননদঞ মুড়ে চাপাই দেই রে বাবু হউ
বলি ত দেই কুঁআরি ছাগেইর।
নেহি ছাড়ব হামে ননদক গহাইল গউ
নেহি জাউব বনে রাগাই।।

অহিরে— এতেক বচনে মইসি করলি জবাব রে বাবু হউ
গরইআকে দেলউ ত সুনাই।
হামর খাতিরে ননদঞ পুজা পাঠ করই গউ
হামর খাতিরে পঁঠরি ছাগেইর।।

অহিরে— হামর খাতিরে দেউএই দুধেক ঘাঁটরা রে বাবু হউ
না রহলে দেতউ চুলহাক পাঁস।
এতেক বচন ধনি কহবে করলি গউ
গরইআঞ ত করল সিকার।।

অহিরে— কনঅ বাটে দেইএ ধনি জাবে রাগি রুসি রে বাবু হউ
ননদলালে আনত ঘুরাই।
এতেক বচন ঠাকুর কহবে করল গউ
মইসি ধনি তবে করলি জবান।।

অহিরে— আঅত কাততিক মাস আমাবইসাক রাতি রে বাবু হউ
সেহ রাতিঞ জাউঅব রাগাই।
মদে মাঁসে ননদ হেতউ মাতুআর গউ
বহু বেটি জাতা গউ ঘুমাই।।

অহিরে— ভতুআ বাগালঅ ভালা ঘার চলি জাতউ রে বাবু হউ
ননদক বেটা জাতউ জাগরন।
সেহ সমইএ ঠাকুর করব সেঁউরন গউ
সেহ রাতিঞ জাউঅব রাগাই।।

অহিরে— পড়ল কাততিক মাস আমাবইসা লাগল রে বাবু হউ
মইসি ধনিক মনে পড়ি জাই।
রাতি আঁধারে মইসি গরইআকে সেঁউরই গউ
গরইআ ত আঅল চলল।।

অহিরে— সাঠি মইসি সভে খলি দেলউ রে বাবু হউ
মহল সে বাহারে ত জাই।
মইসিকা সঁগে গরইআ চলি জাই গউ
গঁসাই রাইএ খলেই ধেনু গাই।।

অহিরে— সিঁগা লাখা পাল ভালা গসাঁই রাইএ খলেই রে বাবু হউ
মহল সে ত দেলউ বাহিরাই।
নগর বাহিরে মইসি ঠমকি ডাঁঢ়ালি গউ
গরইআঞ ত করল পছড়ন।।

অহিরে— কনঅ খাতিরে ধনি রহলে ডাঁঢ়াই রে বাবু হউ
মনে কি গিরই ননদ কিসান।
এহে সুনি মইসি করলি জবান গউ
সুনে ঠাকুর অরথি লাগাই।।

অহিরে— নেহি মনে গিরেই হামর ননদ মহল রে বাবু হউ
নেহি মনে ননদ কিসান।
মহল ভিতরে রহলি হামর কড়রু বাছুর গউ
দুধঅ বিনা মরতি ঝুরাই।।

অহিরে— কড়রু বাছুর রহি গেলি মহল ভিতর রে বাবু হউ
কড়রু বাছুর দেহ গউ ভিড়কাই।
এতেক সুনি তবে ঠাকুর বাছুর আনল গউ
মাইএক সঁগে দেলউ গউ ভিড়াই।।

অহিরে— চারঅ জজন ধুরে মইসি গেলা চলি রে বাবু হউ
মইসি ধনি গেলি ত রাগাই।
মইসি ধনি আগু আগু চলেই গউ
পেছু পেছু লেড়ি খেড়ি জাই।।

অহিরে— লেড়ি খেড়ি মইসি পেছু লাগি জাহ রে বাবু হউ
লেড়ি খেড়ি ভাঁইজ রে মেটাই।
মইসি ধনিঞ ভাঁইজ মেটাই দেউঅই গউ
জেসে ননদঞ না পাউঅই বানার।।

অহিরে— চারি পহরঅ রাতি বিতি গেলউ রে বাবু হউ
হেইএ গেলেক ফরছ বিহান।
ফরিছ বিহানে ননদ নিদ লে উঠল গউ
চলি গেলাক মইসেক গহাইল।।

অহিরে—   মইসি গহাইলে ননদ মইসি নেহি পাউঅই রে বাবু হউ
চলি গেলা গেইআ ধনিক গহাইল।
গঁগা গহালেউ গেইআ নেহি পাউঅল গউ
ননদ তবে মনে রে সঁচই।।

অহিরে—   সিঁগালাখা পাল আর সাঠি সুরহি রে বাবু হউ
মইসি ধনি চরেঁ লেইএ জাই।
আঁগিনাকর মাঝে ননদ ঘুরবে করই গউ
আঁগিনাঞ ত গিরবে করই।।

অহিরে—   চারি ভিতে ননদঞ লক জে ভেজই রে বাবু হউ
নেহি মিলেই মইসিক বানার।
মইসি ভাভনাই ননদ উঁঝটি গিরইএ গউ
কাঁদি কাঁদি গড়াগড়ি জাই।।

অহিরে—   ননদ কিসানঅ লাগেই বুঢ়া মানুস রে বাবু হউ
কাঁদি কাঁদি আঁগা হিলি জাই।
দিনে দিনে ননদ হেঅল কাঁগাল গউ
নেহি মিলেই তেল জল পান।।

অহিরে—   ভাতুআ বাগাল ছাড়ি চলি গেলাক রে বাবু হউ
ননদক পুতাঞ ভাভে ত লাগেই।
ননদক পুতা হেকে ভালা লমপট ডিগর গউ
চলি গেলাক আপন সসুর ঘার।।

অহিরে—   ননদ কিসান ভালা বিপদে গিরি গেলাক রে বাবু হউ
নেহি জুটই তেল জল পান।
বারঅ বছর ননদ কাঁগাল হেইএ রহেই গউ
বহত দুখে কাটই দিনরাইত।।

অহিরে—   বছরে বছরে পরব ঘুরইএ রে বাবু হউ
তাউএ ননদঞ পুজা না ছাড়ই।
বছরে বছরে ননদঞ পাঘা পুজা করই গউ
তাউএ ননদঞ পরব না ছাড়ই।।

অহিরে— বারঅ বছর ননদঞ পাঘা পুজা করই রে বাবু হউ
পুজাক খাতির ঘটল অঘটন।
বনেক ভিতরে দেখা ঘটেই অঘটন গউ
মইসি ধনিক ঘটেক অঘটন।।

অহিরে— সিমলা রগে ভালা কড়রু বাছুরঅ রে বাবু হউ
সিমলা বাতে হেউঅই অচেতন।
সিমলা রগে কড়রু বাছুর হাঁপাই গউ
নেহি করই মাঞেক দুধ পিআন।।

অহিরে— কড়রু বাছুর ভালা দুধ নেহি পিএই রে বাবু হউ
দুধেক ভারে থন ফাটি জাই।
বনেক ভিতরে মইসি বিপদে গিরল গউ
ননদকে ত মনে পড়ি জাই।।

অহিরে— গরইআ গঁসাইকে মইসি কহল রে বাবু হউ
সুনা ঠাকুর হামর বচন।
জাঁই ঠাকুর ননদক মহল গউ
ননদঞ জানই সিমলাক অসধ।।

অহিরে— পুজাক খাতিরে ভালা অঘটন ঘটেই রে বাবু হউ
মইসি ধনি কহল বচন।
কন ঢেসনাঞ জাউঅব ননদ মহল গউ
মনে মনে ভাবি নেহি পাঁউ।।

অহিরে— গরইআ গঁসাঞে তবে করল উপাই রে বাবু হউ
ধরি লেলউ গনকেরি ভেস।
কাঁখে গঁজল ঠাকুর পাঁথি পাঁজি গউ
চলি গেলা ননদক মহল।।

অহিরে— ননদ মহলে ঠাকুর গেলা চলি রে বাবু হউ
ননদলালে দেউঅল ত হাঁক।
দেহ রে ননদ তেল জল পান গউ
হামে আজু কুটুম তহর।।

অহিরে— এতেক বচন জে ঠাকুরে কহল রে বাবু হউ
নন্দলালে কহবে করই।
কাঁহা পাউঅব ঠাকুর তেল জল পান গউ
কিআ দেইএ করব বিদাই।।
অহিরে— বারঅ বছর হামে হেলঁ কাঁগাল রে বাবু হউ
নেহি জুটেই তেল জল পান।
বারঅ বছর হামে আঁধা হেইএ রহই গউ
নজরে ত দেখে নেহি পাঁউ।।
অহিরে— এতেক বচন নন্দঞ কহল রে বাবু হউ
গরইআঞ ত কহত বচন।
ঝঁট করি জাঁই নন্দ মহল ভিতরে গউ
মিলি জাতউ তেল জল পান।।
অহিরে— মহল ভিতরে নন্দঞ ধন দেখে পাউঅই রে বাবু হউ
দুধ দহি সভে মিলি জাই।
চিড়াক কুমে চিড়া মিলল গউ
গুড়েক কুমে গুড়অ মিলি জাই।।
অহিরে— মহল ভিতরে নন্দ করেই বিরাজমান রে বাবু হউ
আজু নন্দঞ দেখে ত পাঅল।
সভে দেখিকে নন্দ মহল ছাড়ল গউ
চলি গেলাক ঠাকুরেকর পাস।।
অহিরে— ঠাকুরেক গড়ে ধরি নন্দঞ গড়াগড়ি দেই রে বাবু হউ
গরইআকে কহত বচন।
তঁহি জে লাগিস ঠাকুর কনঅ মাহাজন গউ
পাতা চিতা দেবে গউ ছুআই।।
অহিরে— গরইআক গড়ে ধরি গড়াগড়ি দেই রে বাবু হউ
গরইআঞ ত কহবে করই।
মঞ জে হেঁক নন্দ গরইআ ঠাকুর গউ
হামর সঁগে লছমি রে ঘুরই।।

অহিরে— বার বছর ননদ পাঘা পুজা করলে রে বাবু হউ
তাকর খাতির আউঅল ঘুরল।
হামর সঁগে ননদ চলি চলি আউএ গউ
চলি জাউঅব বনেকঅ ভিতর।।
অহিরে— মইসিক গড়ে ধরি গড়াগড়ি দেবে রে বাবু হউ
দস মিনা করত খেমা।
এতেক কহিকে ঠাকুর চলে লাগল গউ
ননদলালঅ পিছু পিছু জাই।।
অহিরে— বনেক ভিতরে ননদ চলি গেলাক রে বাবু হউ
জাঁহা রহত সিঁগালাখা পাল।
গড় লাগল তবে মইসিক গড়ে গউ
ননদলাল গড়াগড়ি জাই।।
অহিরে— ননদকে দেখি মইসি কহল রে বাবু হউ
চালে জাউঅব বসতি নগর।
সুনে রে ননদ নজরে দেখে গউ
কড়রু বাছুরঅ কেসে অচেতন।।
অহিরে— সিমলা বাতে ভালা বাছুরি কড়রু রে বাবু হউ
দুধা ভরি থন ফাটি জাই।
দেখিসুনি ননদঞ দাউআই বনাউল গউ
বাছুরিক মুড়ে দেলউ ত লাগাই।।
অহিরে— কড়রু বাছুরিক মুড়ে হাঁথ বুলাই দেল রে বাবু হউ
মনতর ফুঁকি ঝাড়বে করই।
ঝাড়ি ফুঁকি সিমলা রগ ভাল করল গউ
বাছুরি ত মুহে দুধঅ খাই।।
অহিরে— আগুঁই আগুঁই মইসি ঘুরই আউঅই রে বাবু হউ
পেছুঁই লাগি চলেই ননদলাল।
মইসিক পিঠে গরইআ ঠাকুর বসল গউ
গেইআ ধনিক পিঠে গঁসাই রাই।।

অহিরে— গরইআ গঁসাই সঁগে গেইআ মইসি ঘুরল রে বাবু হউ
ঘুরি আউঅল ননদকেরি ঘার।
ননদক ঘার ঘুরি লছমিঞ ভরলউ গউ
চলি গেলউ সভে দুখ ভার।।

অহিরে— গিত জড়লম গিত গাহলম রে বাবু হউ
মুহে লিহা গরইআকা নাম।
পুজাকা পতিফল গরইআঞ দেই গউ
পাঁচ পুতাঞ দস ধেনু গাই।।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা

১. মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, প্রথমবাণীশিল্প শোভন সংস্করণ, ২০০০

২. করণ, ড. সুধীর কুমার, সীমান্ত বাঙলার লোকযান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, করুণা প্রকাশনী।

৩. মাহাত, কিরিটি ও মাহাত,রঞ্জিত কুমার, অহিরা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২১, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি।

৪. বঁসরিয়আর, সমভুনাথ ও সকতিপদঅ, পুরখনি সঁহরই গিত, করম আখড়া, হেঁটজাড়ি, ২০১৪।

৫. মাহাতো, মুক্তিপদ, সেঁহরই গীত (কুড়মালী), কুরমালী ভাষা পরিষদ, রাঁচি।

৬. মাহাত, শ্রীভক্তু, পুরুলিয়ার বারমাস্যা সঙ্গীত, প্রথম প্রকাশ, ১৪১০।

৭. মারাং বুরু (বাঁদনা পরব সংখ্যা), সম্পা. সাধন মাহাত, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০০৯।

৮. ঝুমুরভূমে বাঁদনা, সম্পা. বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী, মানভূম সংবাদ, বিশেষ কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৪০৮।

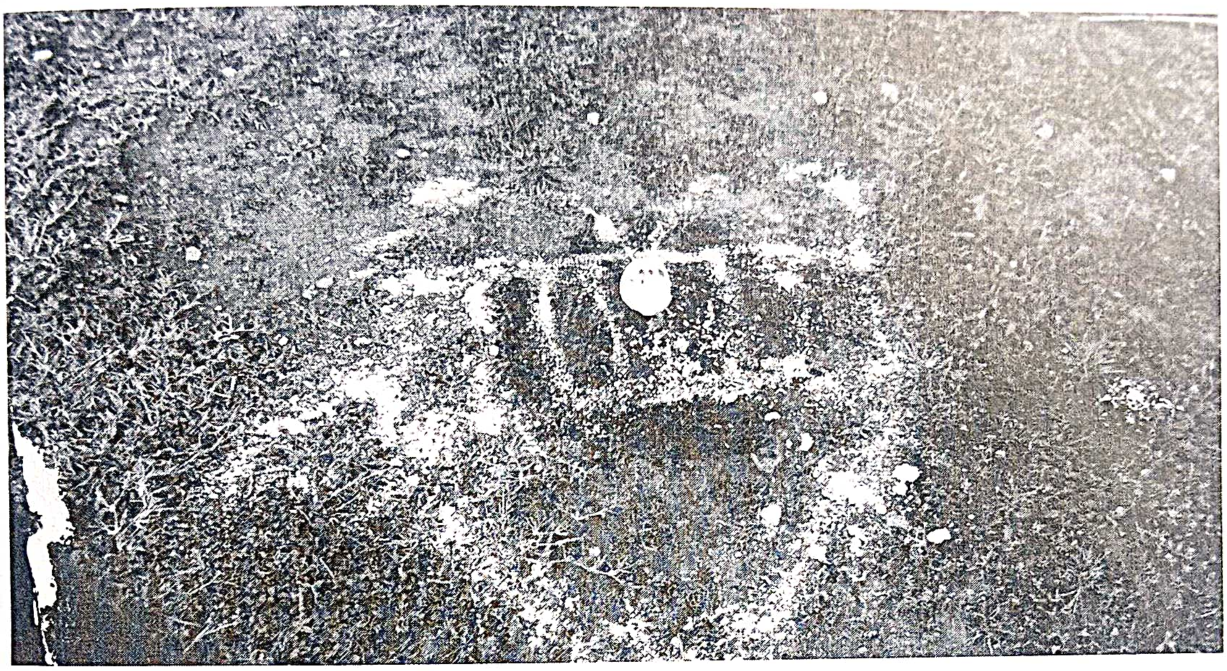
৯. সুবোধ বসুরায় সম্পাদিত ছত্রাক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

১০. মাহাত, পদ্মলোচন, কুড়মালি বেউরা, কুড়মালি একাডেমি, চাষরোড, পুরুলিয়া, ২০০৩।

১১. মাহাত, ক্ষুদিরাম, কুর্মালি ভাষাতত্ত্ব, কুঞ্জেশ্বরী প্রেস, পুরুলিয়া, ১৩৮০ ।

১২. অনৃজু, সম্পাদনা: সুভাষ রায়, বার্ষিক সংখ্যা—১৪২৮

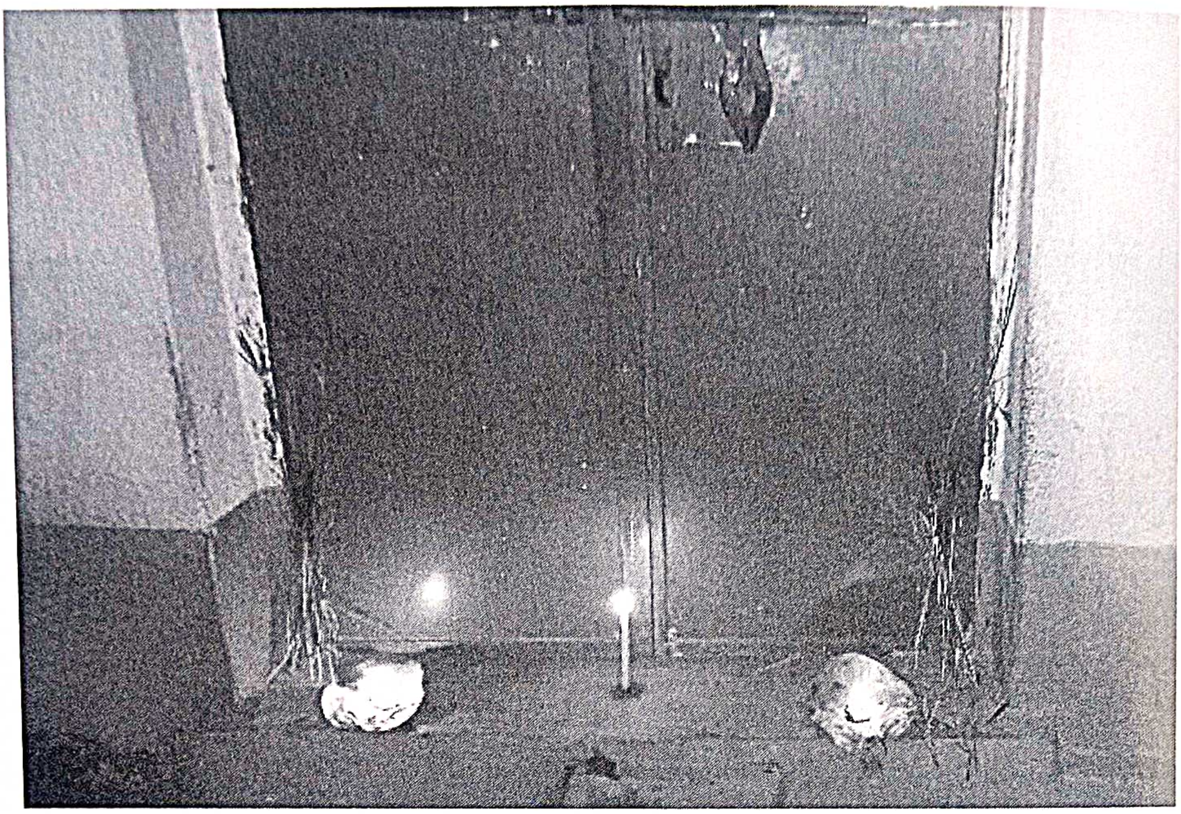
১৩. The Prism, সম্পাদনা: ঠাকুরদাস মাহাতো, Vol. 10, 2018



গোঠ পূজা



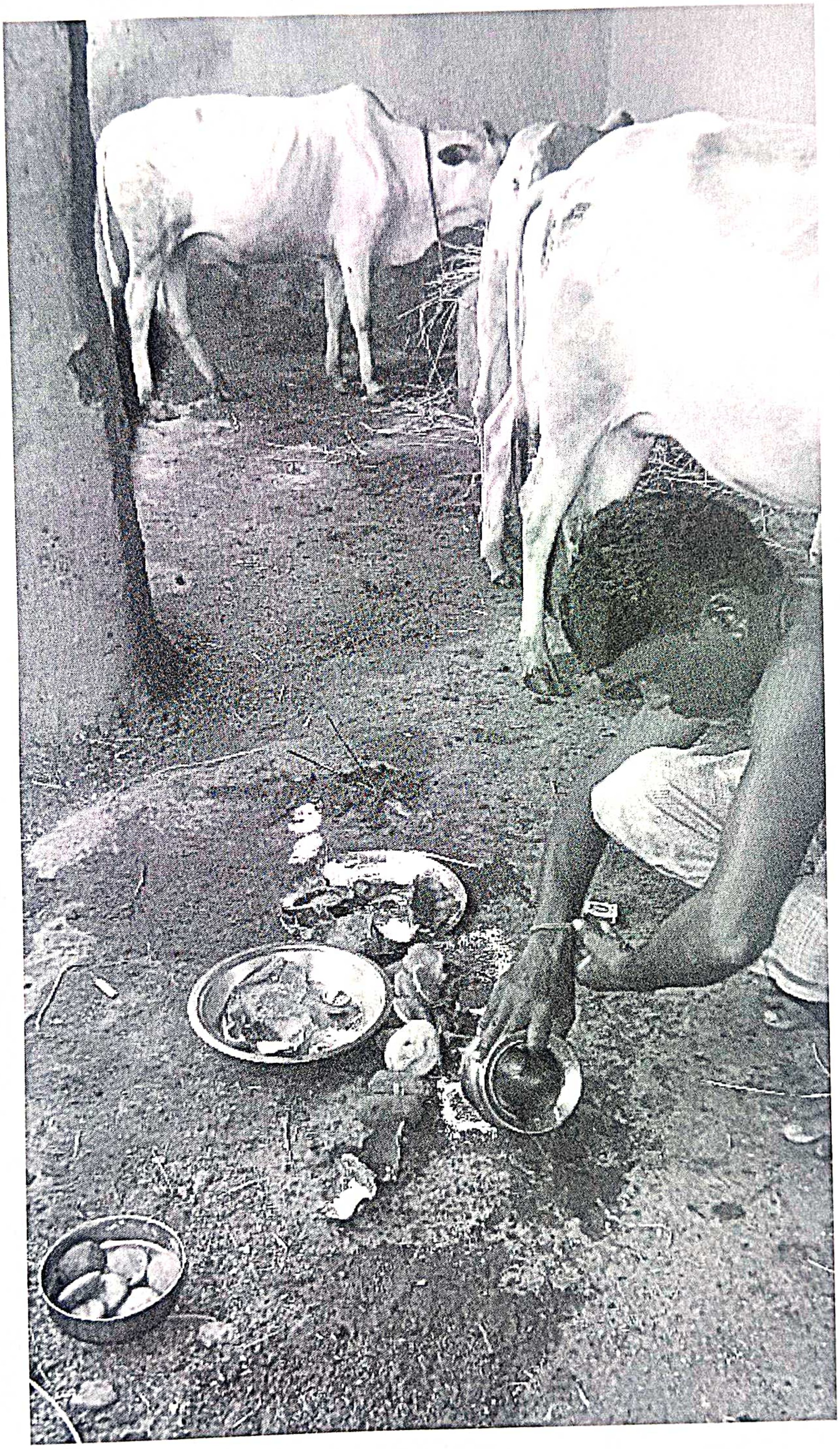
খঁড় ডেঙা



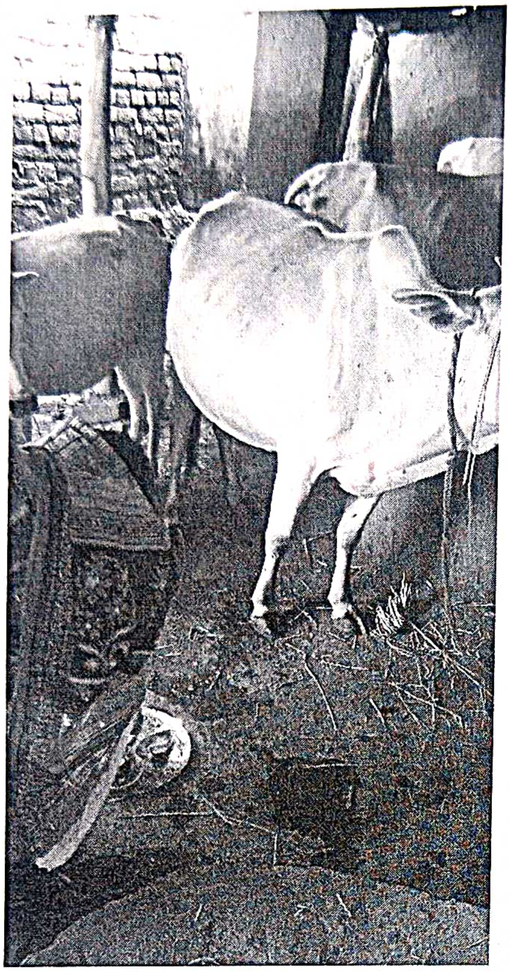
কাঁচি দুয়ারি



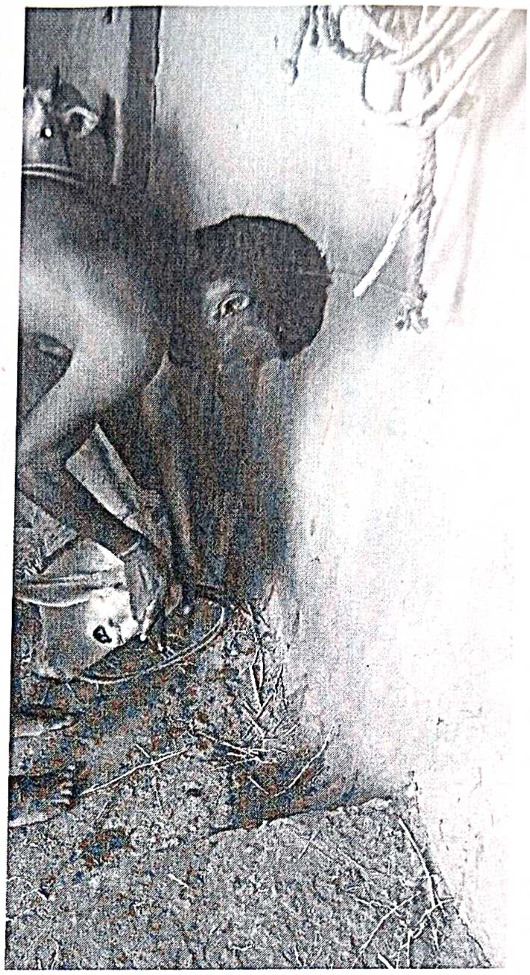
গরইয়া ঠাকুরের পূজা



গোয়াল পূজা



গাই চুমানো



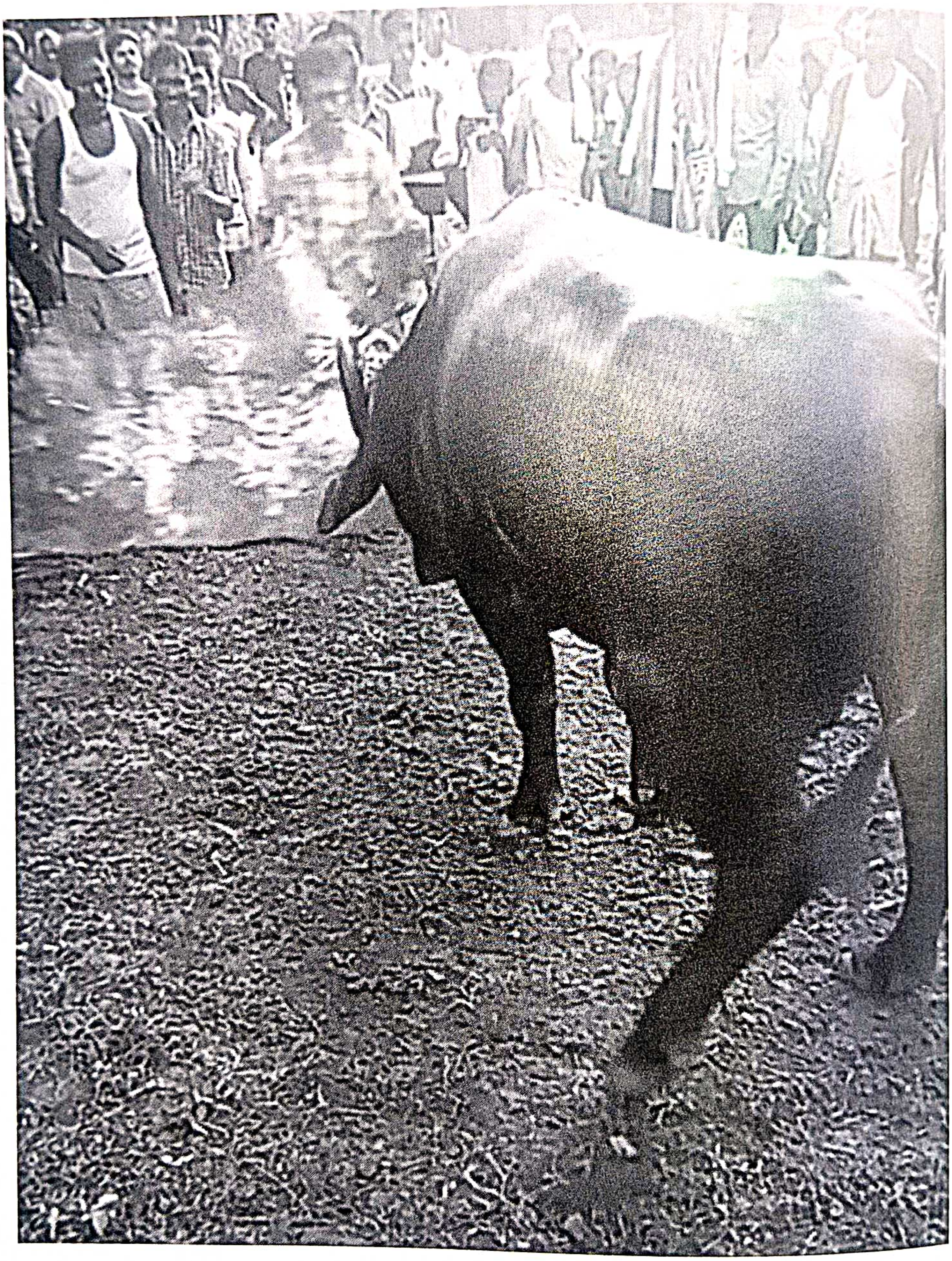
গরুর শিং-এ তেল তেওয়া



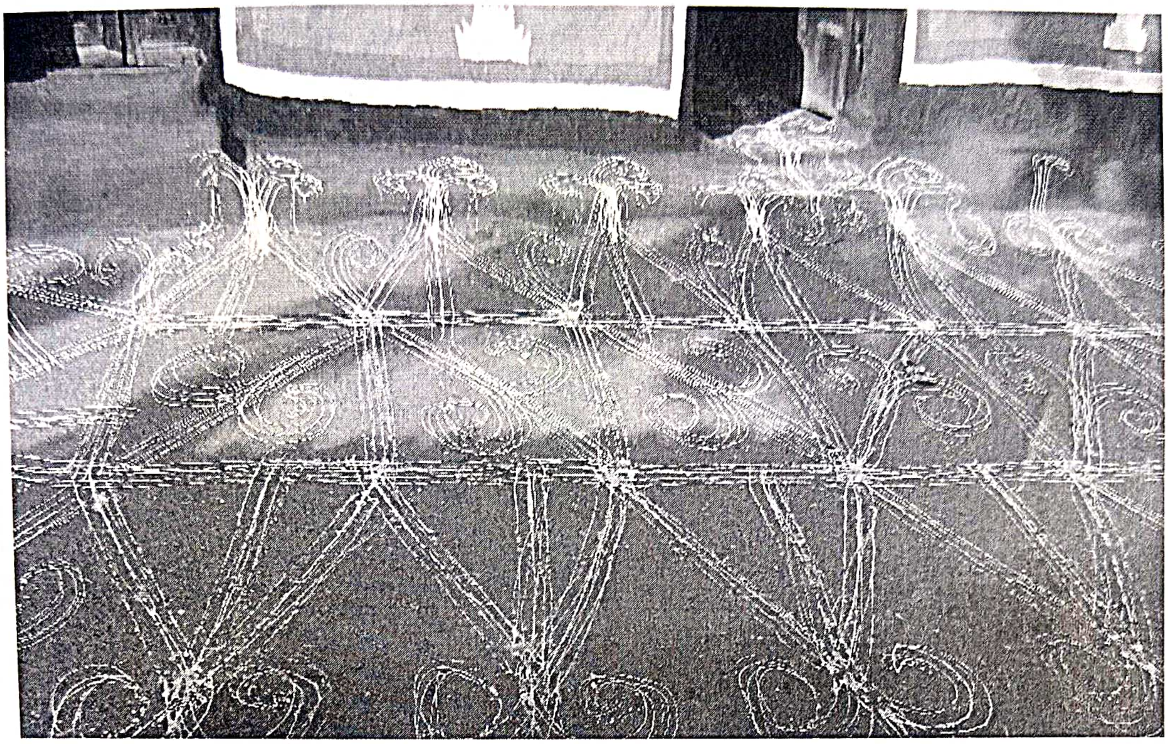
কৃষি যন্ত্রপাতির বন্দনা



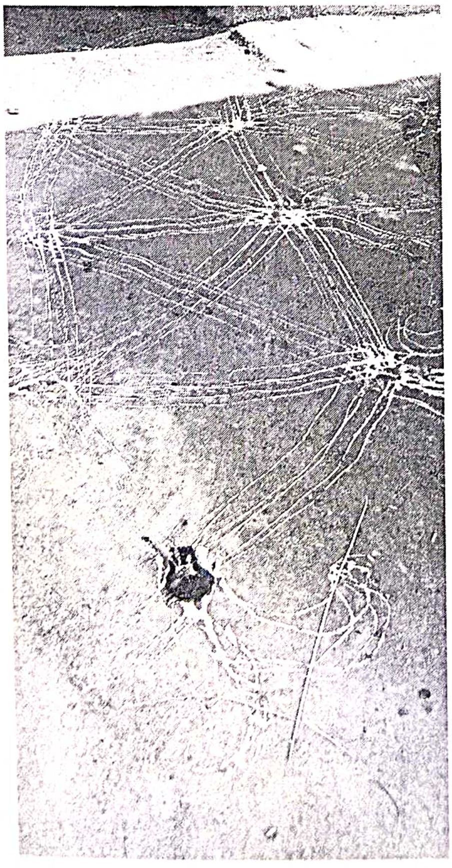
বলদ খুঁটা



কাড়া খুঁটা



চোক পুরা/আলপনা





চোক পুরা/আলপনা





গ্রন্থকার পেশায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার মহাত্মা গান্ধী কলেজ, লালপুর-এর বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত। তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্য, মানভূমের লোকসংস্কৃতি এবং কুড়মালি ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একটি গবেষণামূলক আই এস এস এন যুক্ত পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি বর্তমানে সাবেক মানভূমের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় নিমগ্ন আছেন।

মোবাইল : ৯৪৩৪২ ৪৬১৯৮

ISBN 978-93-94830-36-3



ISBN 978-93-94830-36-3

ISBN 93-94830-36-7

9789394830363

₹ : 250/-

KabitikA

e-mail : kabitika10@gmail.com

Web : www.kabitika.in

Mob : 98321 30048